পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 362 Thursday, 27 November, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩৬২ সংখ্যা ✻ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

সংবিধান দিবসে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ ফের গণতন্ত্র রক্ষার ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সংবিধান দিবসে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান মমতা। সেখানেই এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র এবং বিজেপিক ধিক্কার জানিয়ে তিনি বলেন, ''আজকে একটি সংবাদ পত্রে দেখলাম সংসদে নাকি জয়হিন্দ, বন্দে মাতরম বলা যাবে না। সত্য-মিথ্যা জানি না। খোঁজ নেব।'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বন্দে মাতরম তো জাতীয় সঙ্গীত। তাহলে কি বাংলার আইডেনটিটি নষ্ট করতে চাইছে? ওরা ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভারতের বাইরে নয়। ক্ষমতায় আছে বলে বিজেপি ভাবছে যা খুশি করবে, তা আমরা বরদাস্ত করব না।'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, ''যেকোনও মূল্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবই। যারা দেশ গড়েছেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছেন সেই বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গাইডলাইন মেনে চলব। বিজেপির গাইডলাইনে নয়, পরিষ্কার করে বলে গেলাম।'' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন সংবিধান হাতে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নিরপেক্ষতা, সাম্যতার যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল তা পড়ে শোনান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এরপরই ক্ষোভের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ধর্মের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চলছে, তপসিলি, দলিত, সংখ্যা লঘু বা সাধারণ হিন্দু ভোটার কাউকেই বাদ দেওয়া হচ্ছে না।'' এসআইআরের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাঁরা বছরের পর বছর দেশের মাটিকে লালন-পালন করেছেন, আজকে তাঁদের কাছে দেশে থাকার প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে। নাগরিক অধিকারের নাম করে মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে।'' মঙ্গলবার বনগাঁ সীমান্তে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানকার মানুষের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''মানুষ হাউমাউ করে কাঁদছে, সেই বুক ফাটা কান্না আর্তনাদ না দেখলে বুঝতে পারবেন না। যারা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে তারা দেশের পক্ষে লজ্জা। এদের ধিক্কার জানাই।'' খানিক থেমে প্রশ্ন তুলেছেন, ''এটাই কি বিজেপির নীতি? ঝুট আর লুট, ভোটের আগে ১০ হাজার দাও, আর ভোটের পর সব লুট করে নাও!'' এসআইআর এর নাম করে দেশজুড়ে যেভাবে আতঙ্কের এবং চাপের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে তাতে শুধু বাংলা নয়, সারা দেশে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একাধিক বিএলও-র মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বনগাঁর সভা থেকে রাজ্যের সিইও-কে 'ছোট স্যার' সম্বোধন করে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফের তাঁকে নিশানা করে মমতা বলেন, ''আমি মনে করি বিএলও-দের দাবি ন্যাহ্য। তাঁদের নিজেদের কথা জানাতে সিইও অফিসে ৪৮ ঘণ্টা বসে থাকতে হল! এরা এত অমানবিক!'' এ প্রসঙ্গে নিজের উদাহরণ তুলে ধরে মমতা বলেন, ''আমি তো কাল রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, মানুষের বিক্ষোভ দেখে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনলাম। তাহলে ওদের কেন এত অহঙ্কার? বলছে, ৪ জনের বেশি মিট করতে পারবে না?'' নাম না করে মোদি-শাহকে 'বাবুমশাই' সম্বোধন করে বলেন, ''বিএলওদের ফোন করে হুমকি দিচ্ছেন, বলছেন, চাকরি খেয়ে নেবেন! বিএলওরা আজকে মারা যাচ্ছে। সার্ভার কাজ করছে না, তাঁরা আপলোড করতে পারছে না। আমরা এজন্যই বলেছিলাম, তাড়াহুড়ো না করে সময় করে কাজটা করুন। তা না করে গায়ের জোরে এসআইআর এর নাম করে পিছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা হচ্ছে।'' এরপরই তাচ্ছিল্যের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এক কাজ করুন, আপনারা ৪ কোটি মেশান, তবু আমরা লড়ে নেব! এদের জন্য ধিক্কার ছাড়া আর কিছু নেই।''

উদ্বিগ্ন কমিশন, রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের সিইও দফতরের সামনে অবস্থান চলছে বিএলও-দের একাংশের। অফিসের ভিতরেও অবস্থান করেছিলেন কয়েকজন। শুধু তাই নয়, সিইও-কে ঘেরাও করেও রাখা হয়। এই ঘটনায় গুরুতর নিরাপত্তা ভাঙনের অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই কড়া অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে চিঠি দিয়েছে তারা। সিইও অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, দুদিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত ২৪ নভেম্বরের ঘটনার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানায়, সিইও-র দফতরে যে পর্যায়ের নিরাপত্তা থাকা উচিত ছিল, তা স্পষ্টতই অপ্রতুল। ফলে সিইও, অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট ও ডেপুটি সিইও-সহ দফতরের সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কমিশনের এও দাবি, ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে তা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে তা আলোচনার কেন্দ্রে। তাই পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশোধন জরুরি এবং দফতরের ভিতরে-বাইরে যাতায়াতকারী সব কর্মীর নিরাপত্তায় অবিলম্বে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হবে। চিঠিতে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা পুলিশকে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। সিইও দফতর, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আবাসন এবং তাঁদের যাতায়াত সব ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা জোরদার হয়। এর পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, যে কোনও ধরনের সংবেদনশীল নথি বা তথ্য যাতে ভুল হাতে না যায়, সে বিষয়েও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। কমিশন আরও বলেছে, কোনও পরিস্থিতিতেই ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়া চলবে না। রাজ্যে যে কোনও আসন্ন নির্বাচনের আগে এ ধরনের নিরাপত্তা ভাঙন উদ্বেগ তৈরি করতে পারে, এবং তাই পুলিশকে সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা। অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে সিইও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিএলও-রা। তবে মঙ্গলবার রাতে অফিসের ভিতরে অবস্থানে বসা বিএলও-দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। এই সাক্ষাতের পরই সিইও অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন বিক্ষোভরত বিএলও-রা। তবে অফিসের বাইরে যে অবস্থান চলছিল, সেটি এখনও বহাল। বিএলও-দের দাবি, সিইও কথা দিয়েছেন যে, বিএলও-দের কোনও রকম শো-কজ করা হবে না, চাপও দেওয়া হবে না। তারপরই অফিসের ভিতরের অবস্থান তুলে নেন তাঁরা।

'সুপ্রিম' প্রশ্নে বেকায়দায় রাজ্য

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ এসএসসি মামলায় ফের বেকায়দায় রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্ট নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল। কেন পুরনোদের সঙ্গে নতুনদের পরীক্ষা নেওয়া হবে, সেটাই জানতে চেয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ, পুরনোদের সমস্যা রাজ্য সরকারকেই দেখতে হবে। নতুনদের জন্য যেন তারা বিপদে না পড়েন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় যারা 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থী ছিলেন তাদের নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের সঙ্গেই নতুন চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসএসসি-র পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত যা মামলা হবে, সবের শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে। বিষয়টি নিয়ে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''রাজ্য সরকার দুর্নীতি টিকিয়ে রাখতেই পুরনো প্রার্থীদের সঙ্গে নতুনদের মিলিয়ে পরীক্ষা করিয়েছে। আর তারা এই কারণেই চায়নি কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হোক।''

বিএলও-দের ভয় দেখাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা

সুপ্রিম কোর্টে জানাল কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্যের আবেদন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম জমা কিংবা ডিজিটাইজেশনের সময়সীমা ৪ ডিসেম্বর থেকে বাড়ানো হোক। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। আপাতত সব পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালতের। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিন কমিশনের তরফে সওয়াল করেন আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী। পারবেন, সুপ্রিম কোর্ট যাতে সেই নির্দেশ দেয়। কমিশনের তরফ থেকে আবারও বলা হয়, রাজনৈতিক দলের লোকেরা বেশি চাপ তৈরি করছে বিএলও-দের উপর। তখনই কপিল সিব্বল বলেন, আসলে গ্রাউন্ড চিত্র একেবারেই আলাদা। বিএলও-দের উপর এত চাপ তাঁরা আত্মহত্যা করছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৩ জন মারা গিয়েছে চাপে। এদিন এনুমারেশ ফর্মের বিষয় বেশ জটিল বলে উল্লেখ করেন মামলাকারীর আইনজীবী। তার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট কেরলকে আলাদা করে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে নির্দেশ

তাঁর বক্তব্য, ৫০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন হয়েছে। কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না। ৫০ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ। কমিশনের তরফ থেকে এদিন জানানো হয়, যাঁরা পাননি এনুমারেশন ফর্ম, তাঁদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকার কথা ভাবা হচ্ছে। কমিশনের কথায়, রাজনৈতিক নেতারা ভয় দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। কমিশনের এহেন বক্তব্যের পাল্টা সিব্বল বলেন, কোন রাজনৈতিক নেতা নির্দেশ দেয়নি। যাবতীয় নির্দেশ কমিশন দিয়েছে। ৪ ডিসেম্বর শেষ দিন, এটা অবাস্তব চিত্র। তামিলনাড়ুতে ঝড় আসছে। এটা ৫ ডিসেম্বর করা হোক। আইনজীবী কপিল সিব্বল আবেদন করেন, ৪ ডিসেম্বরের পর বিএলও-রা ৫০ টি করে ফর্ম আপলোড করতে দিয়েছে। বিহার, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের মামলা শোনেন বিচারপতিরা। ৯ তারিখের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে বাংলাকে। প্রসঙ্গত, প্রথমে কমিশনের কাছে এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়। বাংলায় যখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তখনও জেলাশাসকদের তরফে বিএলও-দের ওপর অত্যাধিক চাপের কথা উল্লেখ করে জাতীয় কমিশনের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু সিইসি জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনওভাবেই সময়সীমা বাড়ানো যাবে না। কারণ নির্দিষ্ট সময়েই কাজ শেষ করতে হবে। অন্য রাজ্যেও ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে।

রাজ্যের সিইও দফতরে তিন অফিসারকে পাঠাচ্ছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ৪ ডিসেম্বর এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগে রাজ্যের সিইও দফতরে পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, দুদিন অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত ২৪ নভেম্বরের ঘটনার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই এই

এসআইআর-এর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকবেন

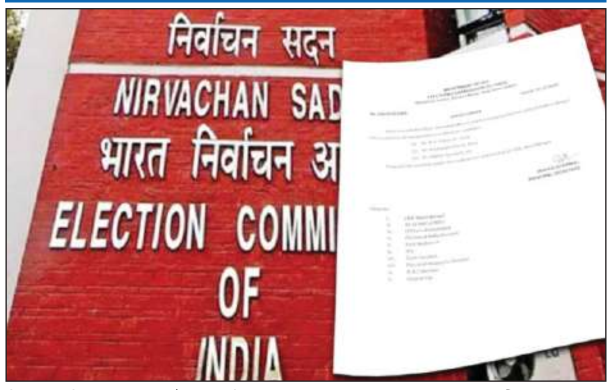

তিন অফিসারকে পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বাংলায় এসআইআরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সিইও অফিসেই নিযুক্ত থাকবেন। এই তিন অফিসার দিল্লির নির্বাচন সদনে কাজ করতেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিসি পাত্র, সেক্রেটারি সৌমজিৎ ঘোষ এবং আন্ডার সেক্রেটারি বৈভব আগরওয়ালকে বাংলার সিইও অফিসে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়ালের তত্ত্বাবধানেই কাজ করবেন। এসআইআরের কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রাজ্যেই থাকবেন। রাজ্যের এসআইআরের কাজ নিয়ে প্রথম থেকেই নানা বিতর্ক। বর্তমানে বিএলও-দের একাংশ অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগ তুলে সিইও অফিস চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। অফিসের ভিতরেও কয়েকজন অবস্থান করেছিলেন তবে মঙ্গলবার সন্ধের পর তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে যান সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর। যদিও বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিশন। সিইও অফিসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কমিশন পদক্ষেপ নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে কমিশন জানায়, সিইও-র দফতরে যে পর্যায়ের নিরাপত্তা থাকা উচিত ছিল, তা স্পষ্টতই অপ্রতুল। ফলে সিইও, অ্যাডিশনাল সিইও, জয়েন্ট ও ডেপুটি সিইও-সহ দফতরের সমস্ত কর্মীর নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। কমিশনের এও দাবি, ঘটনার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে তা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে তা আলোচনার কেন্দ্রে। তাই পরিস্থিতিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংশোধন জরুরি এবং দফতরের ভিতরে-বাইরে যাতায়াতকারী সব কর্মীর নিরাপত্তায় অবিলম্বে বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হবে। চিঠিতে কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, কলকাতা পুলিশকে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। সিইও দফতর, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের আবাসন এবং তাঁদের যাতায়াত সব ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা জোরদার হয়। এর পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, যে কোনও ধরনের সংবেদনশীল নথি বা তথ্য যাতে ভুল হাতে না যায়, সে বিষয়েও সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে।

পার্থর জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি বিচারকের। সশরীরে হাজিরা না দেওয়ায় জামিন বাতিলের হুঁশিয়ারি। বুধবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু তিনি হাজিরা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ বিচারক। বিচারক শুভেন্দু সাহার প্রশ্ন, চিকিৎসক বেড রেস্টের পরামর্শ দেননি, তবুও কেন গরহাজির? নিয়ম অনুসারে, উচ্চ আদালত থেকে কোনও ব্যক্তি যদি জামিন পান, সেটা কনফরমেশন হয় নিম্ন আদালত থেকে। পরবর্তী যে হাজিরার দিন থাকে, নিম্ন আদালতে হাজিরা দিতে হয়। বুধবার ইডি বিশেষ আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাজিরার দিন ছিল। তিনি অনুপস্থিত থাকায়, বিচারক শুভেন্দু সাহা প্রশ্ন তোলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক এমন কোনও অসুস্থতা রয়েছে কি, যে চিকিৎসক তাঁকে বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন? তা তো নয়। তাহলে কেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় সশরীরে হাজিরা দিলেন না? তার কারণ গরহাজিরার কারণ হিসাবে পার্থর আইনজীবীরা অসুস্থতার কারণ দর্শিয়েছিলেন। তখনই বিচারক আইনজীবীদের উদ্দেশে স্পষ্ট করে দেন, যে জামিন তিনি 'কনফার্ম' করেছেন, তা তিনি

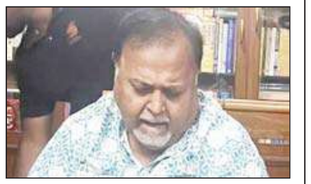

খারিজ করে দিতে পারেন। পার্থর আইনজীবীরা আদালতে জানান, পরবর্তী দিন সশরীরেই হাজিরা দেবেন পার্থর। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ মামলা ছিল। প্রায় প্রত্যেকটিতেই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ঝুলে ছিল একটি প্রাথমিকের মামলা। এর আগে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত তাঁকে জামিন দিয়েছিল। প্রাথমিকের মামলায় জামিন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালে ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। পার্থের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত অর্পিতার টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। পার্থ-অর্পিতার ফ্ল্যাটে দীর্ঘ তল্লাশি এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের।

ছেলেকে খুঁজতে এসে প্রাণ হারালেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ ছেলে কলেজ মোড়ে কাজ করতেন। কিন্তু মাস দুয়েক ধরে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন না। তাই বৃদ্ধ দম্পতি তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রে এসেছিলেন ছেলের খোঁজে। পথেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মায়ের। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আরতী দাস। অফিস টাইমে কলেজ মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১৫ নম্বর রুটের একটি বাস হাওড়া থেকে মহিষবাথানের দিকে যাচ্ছিল। সে সময়ে সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ের সামনে বামদিকে মোড় নেওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধাকে ধাক্কা মারে। আরতী সে সময়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য সাইডে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিধান নগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক বাসটি চালকসহ আটক করেছে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে, প্রায় দুমাস ধরে বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে বাড়িতে ফিরছিলেন না। তাঁদের ছেলে কলেজ মোড়েই তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্রে কর্মরত। তাই ছেলের অফিসেই এসেছিলেন খোঁজ নিতে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় অফিস, তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরা। তাই কিছুটা বিধ্বস্ত ছিলেন বৃদ্ধ দম্পতি। রাস্তা পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সিগন্যাল খোলা ছিল। সে সময়েই বাসটি বাম দিকে মোড় ঘোরে। বাসটি স্ট্যান্ডে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাসের গতিবেগও ছিল বেশি। তাই মহিলা সামনে পড়ে গেলেও গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি চালক। বাসের নীচে পড়ে যান আরতি। চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় শরীর।

ভারতীয় সংবিধান মানবিক মর্যাদা, সমতা ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ ভারতীয় সংবিধান মানবিক মর্যাদা, সমতা ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। সংবিধান দিবসে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, সংবিধান দিবসে, আমরা আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদর্শিতা আমাদের একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, আমাদের সংবিধান মানবিক মর্যাদা, সমতা এবং স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এটি আমাদের অধিকার প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে, একই সঙ্গে সংবিধান আমাদের নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেয়, যা আমাদের সর্বদা পালন করার চেষ্টা করা উচিত। এই কর্তব্যগুলি একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি। আসুন আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি। অন্যদিকে সংবিধান দিবসে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চিঠিতে তিনি লেখেন, ২৬ নভেম্বর প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন। ১৯৪৯ সালের এই দিনেই গণপরিষদ ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে, একটি পবিত্র দলিল যা স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দেশের অগ্রগতির পথ প্রদর্শন করে চলেছে। এই কারণেই, প্রায় এক দশক আগে, ২০১৫ সালে, এনডিএ সরকার ২৬ নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমাদের সংবিধানের শক্তিই আমার মতো একজন ব্যক্তিকে, যিনি একটি দরিদ্র এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে এসেছেন, ২৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারের প্রধান হিসেবে অবিরাম দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম করেছে।চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লেখেন, ২০১৪ সালের সেই মুহূর্তগুলি এখনও আমার মনে আছে, যখন আমি প্রথমবারের মতো সংসদে এসে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরের সিঁড়ি স্পর্শ করে প্রণাম করেছিলাম। আবার ২০১৯ সালে, নির্বাচনের ফলাফলের পর, যখন আমি সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে প্রবেশ করি, তখন আমি প্রণাম করে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আমার কপালে সংবিধান রেখেছিলাম। এই সংবিধান আমার মতো আরও অনেককে স্বপ্ন দেখার শক্তি এবং তার দিকে কাজ করার শক্তি দিযেছে।সংবিধান দিবসে প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে আরও উল্লেখ, এই শতাব্দী শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন থেকে মাত্র দুই দশকেরও বেশি সময় পরে, আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করব। ২০৪৯ সালে, সংবিধান গৃহীত হওয়ার একশ বছর পূর্ণ হবে। আমরা যে নীতিমালা প্রণয়ন করি, আজ আমরা যে সিদ্ধান্ত নিই এবং আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপগুলি আগামী প্রজন্মের জীবনকে রূপ দেবে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, যখন আমরা একটি বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যাই, তখন আমাদের সর্বদা আমাদের দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যকে আমাদের মনে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, আমাদের সংবিধান আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছে। নাগরিক হিসেবে, আমাদের কর্তব্য হল জাতীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগটি কখনই হাতছাড়া না করা যেখানে আমরা নিবন্ধিত। অন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, আমরা প্রতি ২৬ নভেম্বর স্কুল এবং কলেজে ১৮ বছর বয়সী তরুণদের উদযাপনের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ভাবতে পারি। এইভাবে আমাদের প্রথমবারের মতো ভোটাররা অনুভব করবেন যে, তারা ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি দেশ গঠনের প্রক্রিয়ায়ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। যখন আমরা আমাদের তরুণদের দায়িত্ববোধ এবং গর্বের অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করি, তখন তারা সারা জীবন গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিশ্রুতির অনুভূতি একটি শক্তিশালী জাতির ভিত্তি।অন্যদিকে ভারতীয় সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ প্রদানের পথ প্রশস্ত করে। সংবিধান দিবসে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, সংবিধান দিবসে আমি বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং গণপরিষদের সমস্ত মহান সদস্যকে প্রণাম জানাই এবং এই দিনে দেশবাসীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।অমিত শাহ এও জানান, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের সংবিধান, প্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ, মর্যাদাপূর্ণ জীবন, জাতীয় কর্তব্য এবং অধিকার প্রদানের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী দেশ গঠনের পথ প্রশস্ত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আরও সচেতন করার জন্য 'সংবিধান দিবস' শুরু করেছেন।মুর্শিদাবাদতে, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে দেশ নিরাপদ, মুর্শিদাবাদে বললেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, আমরা সকলেই ভারতের সংবিধান নিয়ে গর্বিত। এটি বিশ্বে আমাদের গণতান্ত্রিক অস্তিত্বের ভিত্তি তৈরি করে। এটি একটি বিস্তৃতভাবে প্রণীত সংবিধান যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রমাণ করেছে ভারতীয় সংবিধানের অধীনে দেশ নিরাপদ।উল্লেখ্য, দেশ জুড়ে বুধবার সংবিধান দিবস উদযাপিত হচ্ছে। ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়েছিল। সংবিধান সভার সভাপতি হিসেবে তাতে সই করেছিলেন বি আর আম্বেদকর। এর দু'মাস পরে, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। ওই দিনটিতেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন করা হয়। বাতিল হয়ে যায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারের বিদায়বেলায় তৈরি 'ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট'।

২৬। ১১ সন্ত্রাসী হামলার ১৭ বছর, মুম্বইয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর ঃ আতঙ্কের স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি মুম্বই তথা গোটা দেশবাসীর মন থেকে। ২৬১১-র সেই স্মৃতি এখনও তরতাজা সকলের মনে। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণ। পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ২৬১১ হামলায় নিহতদের বুধবার স্মরণ করল মুম্বই তথা গোটা দেশ। এদিন সকালে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, মন্ত্রী আশিস শেলার, মঙ্গল প্রভাত লোধা প্রমুখ।উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি)-র সন্ত্রাসবাদীরা। বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারা। এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ১৬৬ জনের। নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত অবস্থার ধরা পড়েছিল জঙ্গি আজমল কাসভ, কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর।

গুরু তেগ বাহাদুরকে শ্রদ্ধা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের

ভুবনেশ্বর, ২৬ নভেম্বর ঃশিখ ধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুর জী'র ৩৫০তম বলিদান দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। গত মঙ্গলবার এক্সবার্তায় শিখ ধর্মগুরুকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ।শিক্ষামন্ত্রী জানান, গুরু তেগ বাহাদুরের জীবন ধর্মরক্ষা, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসী লড়াইয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও নির্যাতনের কঠিন সময়ে গুরু তেগ বাহাদুর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কেবল শিখ নয়, হিন্দু সমাজেরও স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। তিনি আরও জানান, গুরুজির বলিদান আজও ভারতবাসীকে সত্য, ন্যায় এবং ধর্মপথে অবিচল থাকার শক্তি জোগায়। তাঁর ত্যাগ ও আদর্শ আগামী প্রজন্মের পথপ্রদর্শক হিসেবেই অমর হয়ে থাকবে।প্রসঙ্গত, গুরু তেগ বাহাদুর ১৬২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ১৬৬৫ থেকে ১৬৭৫ সাল পর্যন্ত শিখদের নেতৃত্ব দেন। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য করা তাঁর প্রতিবাদের জন্য তিনি স্মরণীয়। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে ১৬৭৫ সালে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়।

জয় সর্বদা সত্যের হয়, অসত্যের নয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

অযোধ্যা, ২৬ নভেম্বর ঃ জয় সর্বদা সত্যের হয়, অসত্যের নয়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব এখন রামময়। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার রামমন্দিরের শিখরে গেরুয়া ধ্বজা উত্তোলন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এখন ভগবান রামের নাম সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয়। রামের প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে এক অতুলনীয় তৃপ্তির অনুভূতি, এক অসীম কৃতজ্ঞতা। শতাব্দীর ক্ষত সারতে শুরু করেছে। শতাব্দীর যন্ত্রণা এখন প্রশান্তিতে পরিণত হয়েছে। শতাব্দীর সংকল্প এখন পূর্ণতা লাভ করছে। এটি সেই পবিত্র যজ্ঞের সমাপ্তি যার শিখা পাঁচশো বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধর্মধ্বজা সংকল্পের প্রতীক। এই ধর্মধ্বজা সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত বিজয়ের গল্প। এই ধর্মধ্বজা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহন করা স্বপ্নের বাস্তব রূপ। এটি সাধু-সন্তদের ভক্তি এবং সমাজের সম্মিলিত অংশগ্রহণের পবিত্র ফলাফল। আগামী শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ ধরে, এই ধর্মধ্বজা ভগবান রামের আদর্শ এবং নীতি ঘোষণা করে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অযোধ্যা হল সেই পবিত্র ভূমি যেখানে আদর্শ আচরণে রূপান্তরিত হয়। এটি সেই শহর যেখান থেকে ভগবান শ্রী রাম তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। অযোধ্যা বিশ্বকে দেখিয়েছে কীভাবে একজন ব্যক্তি, সমাজের শক্তি এবং তার ভেতরে অনুপ্রাণিত মূল্যবোধের মাধ্যমে, 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' হয়ে ওঠেন। শ্রী রাম যখন অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি একজন রাজপুত্র ছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে ফিরে আসেন।অন্যদিকে পবিত্র রাম জন্মভূমি মন্দিরের শিখরে গেরুয়া ধ্বজা উত্তোলন উপলক্ষ্যে অযোধ্যায় বিপুল ভক্তের সমাগম হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেছেন ধ্বজারোহণ প্রত্যক্ষ করতে। সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাম মন্দির। ধ্বজারোহণের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।বিবাহ পঞ্চমীতে অযোধ্যার একটি মন্দিরে গত মঙ্গলবার সকালে ভগবান রাম এবং মাতা সীতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে পতাকা উত্তোলনের আগে হনুমানগড়ি মন্দিরে প্রচুর সংখ্যক পুণ্যার্থী ভগবান হনুমানের দর্শন লাভ করেন। ঐতিহাসিক ধ্বজা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আগে শ্রী রাম নগরীকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার মন সাধারণত কিছুটা অস্থির থাকবে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন এটি আপনাকে শান্তি এনে দিতে পারে।
বৃষঃ আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে। আপনার পরিবারের সদস্যরা তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় করে দেখাতে পারে।শুভদিন হবে আজ।
মিথুনঃ এই দিনটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি এবং চিন্তাভাবনা আপনার দলকে অনুপ্রাণিত করবে। তবে কোনও কিছুতে তাড়াহুড়ো না করার বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।
কর্কট রাশি ঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিক জমায়েত প্রত্যেককে এক ভালো মেজাজে রাখবে।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বে মানুষ মুগ্ধ হবে, যা সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে।
কন্যা ঃ আপনার প্রেমিকার সাথে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ায় কোন ফল পাবেন না- পরিবর্তে আপনার উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা এবং আপনার প্রেমিকার কাছে আপনার সত্য অনুভূতিগুলি ব্যাখ্যা করা।
তুলাঃঅন্যদের প্রতি আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা আপনাকে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এই ভাবে খোলামেলা কথোপকথনের পথ প্রশস্ত করবে।
বৃশ্চিকঃ জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। শুভদিন।
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ দিন হবে। আপনাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তবে সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। শুভদিন।
মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার চারপাশের শক্তি ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দেবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
কুম্ভঃ অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।
মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ ভাবে সন্তোষজনক এবং অনুপ্রেরণামূলক দিন হবে। আপনার সংবেদনশীলতা এবং সৃজনশীলতা উজ্জ্বল হবে, যা আপনাকে আপনার চারপাশে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং ভদ্রতা অন্যদের আকর্ষণ করবে এবং আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। এই দিন আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভাবে

বাংলা বললেই দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশি বলে, সভায় অভিযোগ মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ নভেম্বর ঃ বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি? মঙ্গলবার মতুয়াগড় বনগাঁর প্রকাশ্য সমাবেশে এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সভায় তৃণমূলনেত্রী বলেন, স্রেফ বাংলা বলার অপরাধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বাংলাভাষীদের। কোথাও চলছে ধরপাক।, কোথাও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকী বাংলায় কথা বলায় কর্মক্ষেত্রেও হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে।বেশ কিছুদিন ধরে এই অভিযোগে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। একাধিকবার তোপ দেগেছেন তৃণমূল নেত্রী নিজেও। এসআইআর আবহে ফের একবার বাংলা এবং বাঙালি অস্মিতায় শান দিলেন তিনি।এসআইআরের প্রতিবাদে মঙ্গলবার মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করেন। আর সেই সভা থেকেই তৃণমূল নেত্রী বলেন, বীরভূমে জন্মেছি, না হলে আমাকেও বাংলাদেশি বলে দিত। একযোগে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তোপ দাগেন তিনি।

আদালতের কঠোর বার্তাঃ'অযোগ্য নিয়োগ নয়'- এসএসসি মামলার সকল দায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃএসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজু।ে যে তীব্র বিতর্ক, আইনি ল।াই এবং প্রশাসনিক টানাপোড়েন চলছিল, তাতে নতুন মোড় আনল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিল-এসএসসি-র নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলাই এবার থেকে শুনবে কলকাতা হাই কোর্ট। একই সঙ্গে একটি জোরালো বার্তাও শোনা গেল-অযোগ্য প্রার্থীকে কোনও অবস্থাতেই নিয়োগ করা যাবে না। শীর্ষ আদালতের এ নির্দেশ আগামী দিনের আইনি পথচলাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল। কলকাতা হাই কোর্টে স্থানান্তরঃসুপ্রিম কোর্টের গুরুত্ব আরোপবুধবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এতদিন সুপ্রিম কোর্টে যেসব মামলা পেন্ডিং ছিল, সেগুলির সবই কলকাতা হাই কোর্টে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এতে অযোগ্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রার্থীর সাক্ষাকারে ডাক পাওয়া, একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-পরবর্তী বিতর্ক, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন-এসব যাবতীয় বিষয়ের নিষ্পত্তির দায়িত্ব এককভাবে পড়ে রইল হাই কোর্টের ওপর।বিচারপতিদের বক্তব্যে স্পষ্ট-হাই কোর্ট এই মামলাগুলিতে প্রথম থেকেই গভীরভাবে যুক্ত ছিল। তথ্য-প্রমাণ, তদন্তের নথি এবং মামলাগুলির অগ্রগতির বিবরণ যেহেতু সেখানে অধিকতর বিস্তৃত, তাই সেখানেই শুনানিই হবে সঠিক পথ।অযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ নয়-দ্ব্যর্থহীন নির্দেশপাশাপাশি শীর্ষ আদালত আবারও একথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিল যে কোনও অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া যাবে না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিয়োগে যে অযোগ্যদের সাক্ষাকারে ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল, সেদিকেও কড়া নজর দেয় আদালত।বিচারপতিরা স্পষ্ট জানান-যোগ্যতার মানদণ্ডে ফাঁক থাকলে বা নথিতে অসঙ্গতি থাকলে সেই প্রার্থী কোনওভাবেই নিয়োগযোগ্য নয়। আইন ও নিয়ম অনুসরণই একমাত্র পথ। আদালতের এই মন্তব্য কার্যত রাজ্যের প্রশাসন, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওপর বা।তি চাপ সৃষ্টি করল। কারণ বহু অভিযোগের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে নথি ও যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রশ্নই সামনে এসেছিল। অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশঃস্বচ্ছতার বার্তাশুধু অযোগ্যদের নিয়োগ বাতিল করার কথা নয়, আদালত আরও একধাপ এগিয়ে বলেছে-এসএসসি অবশ্যই অযোগ্য প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে আনতে বাধ্য। কী কী অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে, কোন ভিত্তিতে তাঁরা অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন-সব তথ্য স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে।বিচারপতিদের মতে, শুধু নাম প্রকাশ নয়-প্রার্থীর যোগ্যতা, নথির খামতি, পরীক্ষার নম্বরসংক্রান্ত তথ্য-সবই জনসমক্ষে আনতে হবে। এই নির্দেশ প্রশাসনিক ও আইনি স্তরে স্বচ্ছতা বাড়াবে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।অতিরিক্ত ১০ নম্বর বিতর্কঃহাই কোর্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঅভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাকরিপ্রার্থীদের অতিরিক্ত ১০ নম্বর প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন উঠছিল। অভিযোগ ছিল, এই অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা রক্ষা হয়নি এবং একাধিক ক্ষেত্রে এর অপব্যবহার হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়-এই বিতর্কে হাই কোর্টই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা যাচাই, নিয়ম প্রণয়ন, নম্বর বিভাজন-সবই হাই কোর্টের নজরদারিতে চলবে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশে মামলার গতি ও তদন্তের পরিধি আরও বাড়বে বলেই মত বিশেষজ্ঞ মহলের।নতুন পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্য নিয়েও আলোচনানিয়োগ মামলার জেরে নতুন চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা দেওয়া নিয়েও আদালতে আলোচনা হয়। বহু প্রার্থী দাবি করেছিলেন যে মামলার কারণে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া বারবার স্থগিত হওয়ায় তাঁদের ভবিষ্য অনিশ্চিত হচ্ছে। আদালত সব দিক বিবেচনা করেই জানায়, এই বিষয়েও হাই কোর্টই সিদ্ধান্ত নেবে।রাজ্যের শিক্ষা-পরিকাঠামো এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে থমকে না যায়, সেই দিকেও নজর দিতে হবে হাই কোর্টকে-এ কথাও উঠে এসেছে আদালতের পর্যবেক্ষণে।কলকাতা হাই কোর্টের সামনে ব। দায়িত সব মিলিয়ে কলকাতা হাই কোর্ট এখন শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় ও জটিল মামলাগুলির দায়ভার হাতে পেল। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী, বাতিল নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী এবং নতুন পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্য এখন বিচার ব্যবস্থার পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।বিচারপতিদের মতে-স্বচ্ছতা, যোগ্যতা এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণই হবে মামলার নিষ্পত্তির প্রধান ভিত্তি। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কোনওভাবেই আদালতের নির্দেশের বাইরে গিয়ে নিয়োগ করা যাবে না। তদন্ত, শুনানি এবং যাচাই-বাছাই-সবই হবে কঠোর নিয়ম মেনে।রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ার সম্ভাবনাএই নির্দেশের পর রাজনৈতিক অঙ্গনেও উত্তাপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে প্রবল রাজনৈতিক ল।াই চলছে। শীর্ষ আদালতের নতুন নির্দেশ সেই বিতর্ককে আরও গভীর করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিরোধী দলগুলি এই রায়কে হাতিয়ার করতে পারে, অন্যদিকে শাসকদল বলছে আদালতের সিদ্ধান্তকে সম্মান

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদঃরাজ্যপাল

রানাঘাট, ২৬ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে মুর্শিদাবাদ। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি বলেন, যখনই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে বা এই ধরণের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটছে বলে খবর পাচ্ছি, তখনই আমি এই জায়গায় গিয়েছি। সমাজে বিভ্রান্তি তৈরির জন্য বিপথগামী রাজনীতিবিদরা এই ধরণের কার্যকলাপ চালাচ্ছেন, এটা সমাজের জন্য ভালো নয়। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের একজন বিধায়ক অত্যন্ত উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য হল এখানকার অন্তর্নিহিত স্রোতগুলি কী তা নিজেই মূল্যায়ন করা এবং নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সময়োপযোগী এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ট্রেনে করে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য গত মঙ্গলবার সকালে রানাঘাট জংশন রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছন। তিনি এদিন মুর্শিদাবাদে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রানাঘাট জংশন রেলওয়ে স্টেশন থেকে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ছত্তিশগড়ে একসঙ্গে আত্মসমর্পণ ৪১ জন মাওবাদীর

রায়পুর, ২৬ নভেম্বর ঃ নকশাল-মুক্ত হচ্ছে ছত্তিশগড়। নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে আবারও মিলল সাফল্য। বুধবার একসঙ্গে ৪১ জন মাওবাদী অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। এর মধ্যে ১২ জন মহিলা ও ২৯ জন পুরুষ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩২ জনের মাথার সর্বমোট দাম ধার্য করা হয়েছিল এক কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।বুধবার ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে, কেন্দ্র এবং রাজ্যে মিলিত প্রচেষ্টা এবং পুনর্বাসন নীতির ফলেই বহু মাওবাদী সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইছেন। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা মূলত পিএলজিএ , মিলিশিয়া এবং এরিয়া কমিটির ছিল।২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জেলায় ৫২৮ জন মাওবাদী গ্রেফতার, ৫৬০ জন মূলস্রোতে ফিরে এসেছে এবং ১৪৪ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ-পতনের পূর্বাভাস। আপাতত হালকা শীতের আমেজই থাকবে, জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, আবহাওয়া থাকবে শুস্কই। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কোনও প্রভাব পড়বে না পশ্চিমবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী দুই-তিন দিনে সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। শুস্ক হাওয়ায় শীতের আমেজ বজায় থাকবে। রাতে শিশির এবং খুব সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায়। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ১১মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

তারকেশ্বরে বাঁশবাগান থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

তারকেশ্বর, ২৬ নভেম্বর ঃ বাঁশবাগান থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হল। গত মঙ্গলবার রাতে তারকেশ্বরের কাঁড়ারিয়ার এই ঘটনায় নিহতের নাম সুমন্ত শিট। বাড়ি তারকেশ্বরের কেশবচকে। তদন্তকারীদের অনুমান, মাথায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাতের ফলে সুমন্তের মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় সুমন্তর প্রাক্তন স্ত্রী কদম মণ্ডল ও সৎ মেয়ে অঙ্কিতাকে।

২ ডিসেম্বর থেকে কাশী তামিল সঙ্গম ৪.০ আয়োজন করবে শিক্ষা মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর ঃ আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে কাশী তামিল সঙ্গম ৪.০ (কেটিএস ৪.০) আয়োজন করতে চলেছে শিক্ষা মন্ত্রক। তামিলনাড়ু থেকে ১,৪০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বারাণসীতে অনুষ্ঠিত এই সঙ্গমে অংশগ্রহণ করবেন।শনিবার শিক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের লক্ষ্য তামিলনাড়ু এবং কাশীর মধ্যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং জ্ঞান ঐতিহ্যের বন্ধন আরও জোরদার করা। এই কর্মসূচির সমন্বয় করছে আইআইটি মাদ্রাজ এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের সহায়তা রয়েছে।২০২২ সালে শুরু হওয়া সঙ্গম ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুটি প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করেছে। চতুর্থ সংস্করণের থিম হল তামিল শিখুন - তামিল করকলম। এর আওতায়, দেশব্যাপী তামিল ভাষা শেখার প্রচার এবং ভারতের ধ্রুপদী ভাষাগত ঐতিহ্যকে জনপ্রিয় করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।তামিলনাড়ু থেকে ১,৪০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি আট দিনের অভিজ্ঞতামূলক ভ্রমণে বের হবেন। এর মধ্যে থাকবেন ছাত্র, শিক্ষক, মিডিয়া পেশাদার, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা, কারিগর, মহিলা এবং আধ্যাত্মিক পণ্ডিতরা। তারা বারাণসী, প্রয়াগরাজ এবং অযোধ্যা সফর করবেন এবং সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং একাডেমিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।প্রতিনিধিদের কাশীর তামিল ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিও পরিদর্শন করানো হবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান কবি সুব্রামানিয়া ভারতীর পৈতৃক নিবাস, কেদার ঘাট, লিটিল তামিলনাড়ু অঞ্চলের কাশী ম্যাডাম, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং মাতা অন্নপূর্ণা মন্দির। এছাড়াও বিএইচইউ-এর তামিল বিভাগে একটি সাহিত্যিক ও একাডেমিক সংলাপও অনুষ্ঠিত হবে।কেটিএস ৪.০-এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে সন্ত অগস্ত্য বাহন যাত্রা, যা ২ ডিসেম্বর তেনকাশি থেকে শুরু হবে এবং ১০ ডিসেম্বর কাশীতে শেষ হবে। এই যাত্রা তামিলনাড়ু এবং কাশীর মধ্যকার প্রাচীন সাংস্কৃতিক পথগুলিকে পুনর্বিবেচনা করবে। এই ভ্রমণটি পাণ্ড্য শাসক আদি বীর পরাক্রম পাণ্ডিয়ানের ঐক্য যাত্রার প্রতি উৎসর্গীকৃত, যিনি তেনকাশিতে একটি শিব মন্দির নির্মাণ করে দক্ষিণ কাশীর সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।এছাড়াও, তামিল করকলম অভিযানের আওতায়, ৫০ জন তামিল শিক্ষক কাশীর স্কুলগুলিতে তামিল পড়াবেন। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য তামিলনাড়ু স্টাডি ট্যুরঃএই প্রোগ্রামের আওতায় মোট ৩০০ জন শিক্ষার্থীকে ১৫ দিনের জন্য তামিলনাড়ুতে পাঠানো হবে। সেখানে তাদের তামিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।সকল বিভাগের জন্য নিবন্ধন পোর্টাল kashitamil.iitm.ac.in-এ পাওয়া যাবে, যার শেষ তারিখ ২১ নভেম্বর, ২০২৫ রাত ৮টা। নির্বাচন কুইজ ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। তামিলনাড়ু স্টাডি ট্যুরের জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ নিবন্ধন পোর্টাল kashitamil.bhu.edu.in-এ পাওয়া যাবে। কাশী তামিল সঙ্গমম ৪.০ সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, যা ভারতের সভ্যতার ধারাবাহিকতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তাকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাংলায় এসআইআরের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য তিন আধিকারিককে দায়িত্ব কমিশনের

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ বাংলায় এসআইআর এর কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য আপাতত তিন নির্বাচনী আধিকারিককে দায়িত্ব দিল নির্বাচন কমিশন। তাঁরা হলেন, বি সি পাত্র, সৌম্যজি ঘোষ ও বিভোর আগরওয়াল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনেই কাজ করবেন তাঁরা।সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে টানা দু'দিনের বিক্ষোভের ঘটনায় কলকাতার নগরপালকে সতর্ক এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পরে দিল্লি থেকে বিশেষ তিন আধিকারিককে রাজ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। তাঁরা জানিয়েছে, এখনই কমিশনের প্রধান সচিব বি সি পাত্র, সচিব সৌম্যজি ঘোষ এবং আন্ডার সেক্রেটারি বিভোর আগরওয়ালকে সিইও কার্যালয়ের সঙ্গে ' অ্যাটাচ' করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অধীনে তাঁরা কাজ করবেন। এসআইআরের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা থাকবেন সিইও অফিসেই খবর সূত্র থেকে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগে চার দিনের জেলা নাট্য মেলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ বিনোদনের এক অনন্তম মাধ্যম নাটক|আধুনিকতার যুগে মোবাইল নির্ভর,কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর কাজের তাগিদে মানুষ বইপত্র পড়া,নাটক দেখা থেকে সরে যাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বৃহস্পতিবার থেকে চারদিনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নাট্য মেলা হয়ে গেল জয়নগরে।পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী আয়োজনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার সহযোগিতায় পঞ্চবিংশ নাট্য মেলা শেষ হয় রবিবার। চারদিনের এই নাট্য মেলায় ছটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথম দিন নষ্ট নীড়, দ্বিতীয় দিন তুরস্কের রূপকথা ও নীল সোনা,তৃতীয় দিন নষ্ট তারার গল্প ও পান্থ পাখি এবং শেষ দিন রবিবার হৃদপিণ্ড নাটক মঞ্চস্থ হয়। বৃহস্পতিবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই নাট্য মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।এই নাট্যমেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মণ্ডল,জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, তপন কুমার মণ্ডল,বন্দনা লস্কর,জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার, পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল সহ একাধিক কাউন্সিলার সহ একাধিক আধিকারিক গন। রবিবার নাট্যমেলার শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয় হৃদপিণ্ড নাটক।যা দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়।শেষ দিনে নাটক দেখতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল,আলিপুর সদর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক শম্ভু মন্ডল, বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতিক আধিকারিক কামিনী রায় সহ আরো অনেকে। আগামী বছর আবার যাতে নাট্যমেলা হয় তার অনুরোধ রাখলো জয়নগরের নাট্যপ্রেমী মানুষজন।

সোনারপুরের ঘাসিয়াড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা,মৃত দুই কিশোর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর, ২৬নভেম্বরঃ সোনারপুরের ঘাসিয়াড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা।প্রাণ হারাল দুই কিশোর। মৃতরা হলেন এলাকারই বাসিন্দা দেবপ্রসাদ হাজরা (২৫) ও সাগর সরকার (১৬)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বাবার সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল সাগরের। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরার কথা জানিয়েই ব্যাডমিন্টন খেলতে বেরিয়েছিল তারা। এরপর বাবা ঘুমিয়ে পড়লেও সকালে উঠে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি প্রাইভেট গাড়ি সোনারপুরের দিক থেকে তেমাথার দিকে যাচ্ছিল।গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছিল বলে দাবি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ে রাস্তার ধারের দোকানঘরে।আর এই সংঘর্ষের জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই কিশোরের।এই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন গাড়িটির চালকও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ এবং কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।ন

কুলতলিতে শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৫ নভেম্বর (হি.স.)ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত নাপিতখালি গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক গৃহবধূর দেহ। মৃতের নাম অর্পিতা হালদার। বকুলতলা থানা এলাকার ভবানীমারি গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি। বছর চারেক আগে নন্দ হালদারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অর্পিতার। তাদের দুই বছরের কন্যা সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে নানা কারণে অশান্তি চলছিল। এরই মধ্যে প্রতিবেশী যুবক সুব্রত সরদারের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন অর্পিতা। বিষয়টি জানাজানি হতেই অশান্তি আরও বেড়ে যায়। এক মাস আগে অশান্তির জেরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান অর্পিতা। তার খোঁজ শুরু করেন স্বামীর পরিবার ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন। শেষ পর্যন্ত ওড়িশার একটি এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা হয়। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ফের বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ঘরের মধ্যে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তাঁর ছোট মেয়ে। চিৎকার শুনে ছুটে আসে পরিবার। দ্রুত কুলতলি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বেস্ট অফ বেঙ্গল সম্মান পেলেন তারকারা

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ কলকাতার এক তারকা খচিত সমারোহে অনুষ্ঠিত গীতাঞ্জলি আয়োজিত বেস্ট অফ বেঙ্গল সম্মান তুলে দেওয়া হল শহরে। সমাজের বিশিষ্ট গুনীজন দের মর্যাদা দিতে এই অনুষ্ঠান জানালেন আয়োজক সুব্রত সিনহা। সম্মান তুলে দিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিসের সভাপতি অশোক কুমার বণিক, পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত,কলকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিন আশুতোষ ঘোষ,জে আই এস কলেজের ডিন ভাস্কর গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজ্য সরকারের রাজস্ব বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম হালদার,এবং সম্মান পেলেন অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী,, ইন্দ্রাণী দত্ত,সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন, দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্ণধার ডঃ মলয় পিট,অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়,সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি , তপন শাস্ত্রী সহ বিশিষ্ট জনেরাও সম্মানিত হলেন। সঞ্চালনা করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক রূপে গড়ে উঠছে সিরিটি মহাশ্মশান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দাহস্থল সিরিটি মহাশ্মশান এবার নতুন রূপে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। পুরনো জরাজীর্ণ কাঠামো, অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং অব্যবস্থাপনার অভিযোগ বহুদিন ধরেই ছিল এই শ্মশানকে ঘিরে। এই পরিস্থিতি বদলে দিতে কলকাতা পুরসভা হাতে নিয়েছে বিশাল সংস্কার প্রকল্প। প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকার ব্যয়ে যে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে, তার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার পরিদর্শনে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ তারক সিংহ, সন্দীপ বক্সী ও ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিংহ-সহ পুরসভার একাধিক আধিকারিক। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরনো কাঠামোর সঙ্গে কোনও মিল থাকবে না নবনির্মিত সিরিটি মহাশ্মশানের। এখানে থাকছে চারটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লি- যা কেবল সময় বাঁচাবে তাই নয়, পরিবেশ দূষণও কমাবে। পাশাপাশি থাকছে পরিবেশবান্ধব কাঠের চুল্লিও, যাতে ইচ্ছুক পরিবারগুলি প্রথাগত পদ্ধতিতেই দাহকার্য সম্পন্ন করতে পারেন। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রাচীন আচার- দুইয়েরই সমন্বয় ঘটাতে চাইছে পুরসভা। শ্মশানবন্ধু তথা আত্মীয়দের জন্য তৈরি হয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নতুন প্রতীক্ষালয়। শ্মশানের মতো সংবেদনশীল স্থানে আসা পরিবারগুলির মানসিক অবস্থা ভেবেই পরিজনদের স্বস্তি, মর্যাদা ও আরাম নিশ্চিত করতে এই প্রতীক্ষালয় বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে। এখানে আরও ভাল আলো-বাতাস, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং বসার নিরিবিলি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুধু অবকাঠামোর আধুনিকীকরণই নয়, শ্মশানকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে শান্ত, ধর্মীয় ও মানসিক প্রশান্তির আবহ। সেই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছে একটি মন্দির। এর সঙ্গে রয়েছে গঙ্গাজলের পুকুর- যেখানে অস্থি বিসর্জনের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শেষযাত্রার পরবর্তী সেই সমস্ত আচার যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতেই এমন পরিকল্পনা। এর পাশাপাশি মৃতের পরিজনদের কিছু সময় একান্তে বসার সুযোগ করে দিতে কাছেই গড়ে উঠছে একটি ছোট পার্ক। গাছপালায় ঘেরা এই নিরিবিলি বসার জায়গা ভারাক্রান্ত মনকে শান্ত করতে সহায়ক হবে বলেই আশা প্রশাসনের। সব মিলিয়ে সিরিটি মহাশ্মশানকে শুধুই একটি দাহস্থল নয়, বরং মানবিক অনুভূতির মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়া একটি পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে পুরসভা। সিরিটির আধুনিকীকরণের সূচনা কিন্তু আজকের নয়। ২০১৩ সালে চলচিচত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের শেষযাত্রায় সিরিটি শ্মশানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে শ্মশানের করুণ দশা দেখেছিলেন। সেই দিনই তিনি শ্মশান সংস্কারের নির্দেশ দেন। এরপরেই সক্রিয় হয় প্রশাসন। রাজ্য সরকারের সহায়তায় শ্মশানের পাশে প্রায় ১৪ কাঠা জমি অধিগ্রহণ করা হয় দু'কোটি টাকায়। জমি পাওয়ার পর ধাপে ধাপে শুরু হয় আধুনিকীকরণের কাজ। পরিদর্শনে গিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং মোট অগ্রগতি সন্তোষজনক। তাঁর আশা, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নতুন রূপে এই মহাশ্মশান উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হবে। মেয়রের কথায়, শ্মশান মানেই যেন অগোছালো বা অস্বস্তিকর জায়গা- এই ধারণা আমূল বদলাতে চাই। মানুষের শেষযাত্রা যেন মর্যাদা, শান্তি ও পরিচ্ছন্নতার পরিবেশে সম্পন্ন হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও ব্যয়ের সমন্বয়ে সিরিটি মহাশ্মশান নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে ।

দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর উদ্যোগে নতুন ইংরেজি বছরের আগেই নতুন রাস্তা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের সহায়তায় দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর উদ্যোগে এবং হাওড়া পুরসভার বিদায়ী পুর প্রশাসকমন্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরীর প্রচেষ্টায় নতুন ইংরেজি বছরের আগেই বাকসাড়ার 'জলা ডোবা' অঞ্চলের মানুষ উপহার পেতে চলেছেন নতুন রাস্তা। এতে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এই কাজে খুশি এলাকার মানুষ। গত সোমবার বিকেলে ওই রাস্তার কাজ সরোজমিন করেন সৈকত চৌধুরী। এই বিষয়ে সৈকত বাবু জানান, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার অন্তর্গত ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বাকসাড়ার 'জলা ডোবা' অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করলাম। এই অঞ্চলে দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর পর নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে, যা খুবই উল্লেখযোগ্য। সেই কাজ অনেকাংশেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিছুটা কাজ এখনও বাকি রয়েছে। আমরা আশা করছি সেই কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হবে। এর জন্য ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। এটা মানুষের অনেকদিনেরই দাবি ছিল। বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীও এই কাজটির ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ নিতে বলেছিলেন। সেইমতো সকলে মিলে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ হচ্ছে। এই কাজ পরিদর্শন করা হলো। এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে এই নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরা সকলেই এদিন উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে মানুষের দাবি পূরণ হতে চলায় তাঁরাও খুশি।

উত্তরপাড়া পুরসভা চালাচ্ছে প্রোমোটাররা কাউন্সিলররা নয়, বললেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তরপাড়া পুরসভায় সিপিএমের ডেপুটেশন উপলক্ষে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জী তিনি জনসভায় বক্তব্য রাখলেন জনসভা হয় উত্তরপাড়ার জি টি রোডের ধারে গৌরী সিনেমা হলের সামনে। সিপিএম পুরসভায় ডেপুটেশন দেয় স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বললেন মীনাক্ষী মুখার্জি। উত্তরপাড়া পুরসভার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দুপুরে সিপিএম পুরসভায় ডেপুটেশন দিল এই ডেপুটেশন উপলক্ষে উত্তরপাড়ায় এসে এক জনসভায় সিপিএমে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জী উত্তরপাড়া পুরসভাকে এক রকম তুলোধোনা করলেন। সেই সঙ্গে তৃণমূল সরকারকে একহাত নিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন আরজি করের ঘটনায় সবাই দেখলেন তো কি হলো? কিছুই হলো না। আসলরা ধরা পরলো না বাংলায় জঙ্গল রাজ চলছে উত্তরপাড়া পুরসভা চালাচ্ছে প্রোমোটাররা এখন আর কাউন্সিলররা চালাচ্ছে না সবেতেই চলছে তোলাবাজি টেন্ডার এ তোলাবাজি কন্ট্রাক্টরের তোলাবাজি। পুরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের ঠিকমতো ন্যায্য পয়সা দেওয়া হচ্ছে না এখনকার দিনে ৩০০ টাকাতে কি হয় রোজকার হিসেবে আপনারাই বলুন তাদের আবার বিশেষ উৎসবে দিনগুলো ছুটি নেই। প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম কাজও তো হচ্ছে ওই রকমই ঠিকমতো কাজ হয় না। রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ রাস্তায়। উত্তরপাড়ার রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে প্লাস্টিক বন্ধ করেনি উত্তরপাড়ায় বাজারগুলোতে মহিলাদের জন্য কোন শৌচালয় নেই পুরসভার রাস্তা গুলোতে সিসি ক্যামেরা খারাপ হয়ে আছে রাস্তায় পানীয় জলের কল নেই শিবতলা শ্মশানে নেই শৌচাগার উত্তরপাড়ায় রেললাইন পারাপার করার জন্য নেই কোন সাবওয়ে পুরসভা কেন রেলের সঙ্গে কথা বলে যাওয়া আসার জন্য সাবওয়ে করছে না কেন এর জবাব দিন পুরচেয়ারম্যান। একটাও খেলার মাঠ নেই সব প্রোমোটারদের দখলে এখানে চলছে প্রোমোটারি রাজ সেই জন্যই আবার বলছি পুরসভা চালাচ্ছে প্রোমোটাররা , কাউন্সিলাররা আর পুরসভা চালায় না তাইতো এটাও বলে দিচ্ছি এর পরের বার আর ডেপুটেশন দিতে আসা নয়। আপনাদের সবাইকে নিয়ে সোজা পুরসভার ভিতরে ঢুকে যাব। সেখানেই কথা হবে। সতর্ক করলেন পুরসভাকে টাকা দিয়ে সবাই টিকিট কিনছে উপযুক্ত লোকেরা টিকিট পায় না সবেতেই সিন্ডিকেট ইতিমধ্যে সিপিএমের পক্ষ থেকে পুরসভায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতি নাথ প্রহরাজ সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য আভাস গোস্বামী সহ নেতৃবৃন্দ উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে মিছিল করে মীনাক্ষী মুখার্জী জিটি রোডের জনসভায় আসেন। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।

ছাত্রীকে গণধর্ষণে গ্রেফতার ৬ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা,নরেন্দ্রপুর,২৬ নভেম্বর ঃ আবার গণধর্ষণের ঘটনা। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ এবং তার এক বান্ধবীকে ভয় দেখিয়ে নগ্ন করে ভিডিয়ো তোলার অভিযোগ। আর ভয়াবহ এই ঘটনা নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকারই বাসিন্দা ওই দুই ছাত্রী। ২০ শে নভেম্বর সন্ধ্যায় তাঁরা পাড়াতেই ঘুগনি খেতে বেরিয়েছিলেন। দুই ছাত্রীকে এলাকারই দুই যুবক বাইকে করে ঘুরতে নিয়ে যায়। তদন্তে জানা যায়,দুই ছাত্রীকে প্রথমে এক বন্ধুর গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে দু'জনকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আরও তিনটি যুবক আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। ওই বাড়িতেই ভয় দেখিয়ে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অন্য ছাত্রীর নগ্ন ভিডিয়ো তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বাড়ি ফিরে পুরো বিষয়টি পরিবারকে জানায় ঐ দুই ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এই ঘটনায় বুধবার পর্যন্ত মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তারে করা হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি বলেন, গণধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। দ্রুত এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের এদিনই বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

আবার পারদ-পতন, রাতে ও ভোরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ঠান্ডার আমেজ থাকলেও, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত এখনই পড়ছে না। তবে, ভোরে ও রাতে শীতে আমেজ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। এরইমধ্যে মঙ্গলবার কলকাতায় ফের নামল তাপমাত্রা, পারদ-পতন হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যত্রও। আগামী দু'দিন রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে, তারপর ফের কিছুটা বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তখনও অবশ্য শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু'দিন রাজ্যে রাতের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার পরের তিন দিন আবারও ধীরে ধীরে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। তাই শীতের আমেজ থাকলেও এখনই জাঁকিয়ে পড়ছে না ঠান্ডা। এদিকে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরের উপরে শক্তি বৃদ্ধি করছে নিম্নচাপ অঞ্চল। ক্রমে তা পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে। তখন তা অবস্থান করবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপরে। তার প্রভাব অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার উপরে সরাসরি পড়বে না।

ভোটার তালিকায় নাম নেই প্রাক্তন পঞ্চায়েত নেতার,ক্ষোভ পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ এসআইআর নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাংলায়। প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি আছে উল্লেখ করে শুরু থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছে শাসকদল তৃণমূল। কর্মক্ষেত্রে দেখা গেছে, ভোটার তালিকা থেকে কিছু তৃণমূল নেতার পরিবারের নামও বাদ পড়েছে। এবার নজরে গোঘাটের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত। নাম বাদ পড়েছে প্রাক্তন প্রধানের গোটা পরিবারের। জানা গিয়েছে, স্ত্রী ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা। স্বামীও পাঁচ বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। অথচ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা ২০০২ সালের তালিকায় নাম নেই গোটা পরিবারের। পরিবারের সদস্যদের প্রশ্ন তাঁরা তৃণমূল করেন বলেই কি নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে? তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় তাঁরা নির্বাচন কমিশনের দিকেই আঙুল তুলছেন। ঘটনাটি গোঘাটের শ্যামবাজার পঞ্চায়েত এলাকার। জানা গিয়েছে, শ্যামবাজারের লালপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ কাদের দীর্ঘদিনের তৃণমূল কর্মী। তিনি একসময় পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে সদস্য হয়েছিল। তাঁদের ছেলে শেখ হারুন বর্তমানে এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। যদিও পরিবারের ছয় জন সদস্যের নাম ২০০২ সালের তালিকা থেকে উধাও। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, তৃণমূল করার জন্যই তাঁদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা বলেই অভিযোগ পরিবারের। এদিকে, ভোটার তালিকায় নাম থাকায় পরিবারের লোকজন আতঙ্কিত। যদিও বিজেপির অভিযোগ এই ঘটনাকে অযথা রাজনৈতিক রঙ দিচ্ছে শাসক দল। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জানা গেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ রুদ্রের নাতি ও তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্র এবং তাঁর পরিবারের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। অশোক রুদ্র তৃণমূল রাজ্য কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং আসানসোল পৌরনিগমের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তিনি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ছিলেন এবং যুব তৃণমূল ও তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজ্য নেতার দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর বাবার রেলের চাকরির সার্টিফিকেট এবং নিজের জন্ম সার্টিফিকেটও রয়েছে।

কানে হেডফোন ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল কিশোরীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং, ২৬ নভেম্বর ঃ দু'কানে হেডফোন লাগিয়ে গান বা গল্প শোনার সময় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক কিশোরী। ঘটনা ঘটেছে আপ ক্যানিং-শিয়ালদহ লোকাল ট্রেনের ধাক্কায়, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার কালিকাপুর ও বিদ্যাধর স্টেশনের মধ্যে। নাবালিকার মৃত্যুর কারণে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সোনারপুর জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার নাম দিপশা পাল। বয়স ১৪ বছর। সে মন্দিরবাজার থানা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায় সে। রাতে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিদ্যাধরপুর ও কালিকাপুর স্টেশনের মাঝে রেল লাইনের ধারে গল্প করছিল সে। সেই সময়ই লাইনে চলে আসে আপ ক্যানিং-শিয়ালদহ লোকাল। কানে হেডফোন থাকায়, ট্রেনের হর্নের শব্দ শুনতে পারেনি দিপশা। ট্রেনটি ধাক্কা মারে তাকে। লাইনের ধারে ছিটকে পড়ে সে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর জিআরপি আধিকারিকরা। তারা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং মৃতের মোবাইল ও হেডফোনও উদ্ধার করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, ট্রেন কালিকাপুর স্টেশন থেকে বিদ্যাধরপুর স্টেশনে প্রবেশের আগে দীর্ঘক্ষণ হর্ন দিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি শুনতে পায়নি। সেটিই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুর, ২৬ নভেম্বর ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। রাতের ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন অভিজিৎ ছাওলে, যিনি জয়পুর থানায় কর্মরত ছিলেন। ঘটনায় পুলিশ মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল, মঙ্গলবার রাতে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে জয়পুর থানা এলাকার কাঁড়ারপাড়া এলাকার রাস্তায়। তাঁর বাড়ি ঝিকিরা ওয়েস্টার্ন মাঠ এলাকায়। রাতে ডিউটি শেষে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাইক চালানোর সময় সামনে হঠাৎ করে কোনও পশু এসে যায়। তার জেরেই বাইকটি আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। বাইকটি রাস্তায় উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ছিটকে পড়েন অভিজিৎ ছাওলে। গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তাতেই তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় অভিজিৎ ছাওলেকে জয়পুর বিবি ধর হাসপাতালে নিয়ে যান, তবে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন জয়পুর থানার ওসি সঞ্জয় পালসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক। দুর্ঘটনায় তার মাথায় গুরুতর চোট লেগেছিল। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং দু ঃসংবাদ জানানো হয়েছে পরিবারের কাছে। ৩৪ বছর বয়সী অভিজিতের পরিবারে বাবা-মা, স্ত্রী ও তিন বছর বয়সী এক কন্যা সন্তান রয়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার, প্রতিবেশীদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সংবিধান দিবস পালন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ ২৬.১১.২০২৫ তারিখে ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত বিভাগীয় অফিস যেমন খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচিতেও সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে।

তদন্তের নামে গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হুমকির অভিযোগ এএসআইয়ের বিরুদ্ধে, ঘটনায় বরাহনগরে চাঞ্চল্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ বরাহনগরের এক গৃহবধূর বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় উত্তর ২৪ পরগনার এলাকা। তদন্তের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে এক এএসআই তাঁকে ব্ল্যাকমেল ও ধর্ষণ করেছে-এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম সঞ্জীব সেন। বর্তমানে তিনি পুরুলিয়া পুলিশ লাইনে পোস্টেড থাকলেও ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর বরাহনগর থানায় দায়িত্ব পালনকালে। গৃহবধূর অভিযোগে ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এলাকায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার, যদিও গত রবিবার বরাহনগর থানায় গৃহবধূ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে তিনি লিখিতভাবে জানান, ২০১৮ সালের ১০ আগস্ট তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে থানায় এসেছিলেন। সেই সময় কর্তব্যরত এএসআই সঞ্জীব সেন তাঁর লিখিত অভিযোগ নেন। কিন্তু থানায় অভিযোগ জমা দেওয়ার পরই শুরু হয় যন্ত্রণার নতুন অধ্যায়।

গৃহবধূর বক্তব্য, তদন্তের অছিলায় একাধিকবার তাঁকে ফোন করতে থাকেন সঞ্জীব। কখনও বলেন কেসের অগ্রগতি জানাতে হবে, কখনও নতুন তথ্যের প্রয়োজন-এইসব অজুহাতে তিনি বারবার গৃহবধূর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকবার তিনি সরাসরি গৃহবধূর বাড়িতেও হাজির হন। প্রথমদিকে বিষয়টিকে তদন্তের অংশ হিসেবেই দেখেছিলেন তিনি, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন উদ্দেশ্য তদন্ত নয়, অন্য কিছু। অভিযোগ, এমনই একদিন সঞ্জীব তাঁর বাড়িতে এসে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে দেন। জোরপূর্বক সেই পানীয় খেতে বাধ্য করা হয় গৃহবধূকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরে দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে আছেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা কথায় বলা যায় না। সঞ্জীব তাঁকে হুমকি দেয়-এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। শুরু হয় ভয় ও ব্ল্যাকমেলের অন্ধকার পথচলা। পরবর্তী সময় গৃহবধূ জানান, এই ভয় দেখিয়েই তাঁকে একাধিকদিন বরাহনগর ও আশপাশের এলাকার বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করত সঞ্জীব। প্রতি বারই ছবি বা ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁকে নীরব থাকতে বাধ্য করা হত। এমনকি গৃহবধূ সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে তাঁকে জোর করে গর্ভপাত করানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ভয়াবহ অত্যাচারের এই বর্ণনা গৃহবধূর চোখেমুখে আজও আতঙ্কের রেখা তৈরি করে। গৃহবধূ আরও অভিযোগ তুলেছেন, শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর স্বামী ও নাবালিকা মেয়েকেও হুমকি দিতেন সঞ্জীব। স্বামীকে নেশার মামলায় ফাঁসিয়ে দেবে, মেয়েকে অপহরণ করবে-এমন ভয় দেখিয়েই তিনি দীর্ঘদিন অপরাধটি চাপা রাখতে বাধ্য হন। অভিযোগ, একসময় আর সহ্য করতে না পেরে তিনি থানা ও উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছে নালিশ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এই মহিলাই নন, অতীতে এএসআই সঞ্জীব সেনের বিরুদ্ধে এরকম আচরণের অভিযোগ নাকি আরও কয়েকবার উঠেছিল। বিভাগীয় তদন্তের পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশের ভিতরের খবর। ফলে নতুন এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলছেন-এমন অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে কাজে বহাল রাখা হল? কেন আগের অভিযোগগুলির যথাযথ বিচার হয়নি? বরাহনগর থানা সূত্রে জানা যায়, গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে দফায় দফায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযুক্তের পুরোনো সার্ভিস রেকর্ডও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের গুরুত্ব বিচার করে ভবিষ্যতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আপাতত কোনও বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাইছে না। অন্যদিকে যোগাযোগ করা হলে এএসআই সঞ্জীব সেন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য-এ রকম অভিযোগ হচ্ছে, এই প্রথম শুনলাম। সবই ভিত্তিহীন, পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমি তো বহু আগেই বরাহনগর থানার দায়িত্ব ছেড়েছি। এখন কেন এমন অভিযোগ করা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। তবে এলাকাবাসীর একাংশ মনে করছেন, পুলিশের পোশাকে থাকা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠে আসা অত্যন্ত লজ্জাজনক। তদন্তের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার যে কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে, তা এই ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে। গৃহবধূর নিরাপত্তা, মানসিক অবস্থা ও ন্যায়বিচারের দাবি ঘিরে বর্তমানে উত্তাল বরাহনগর। অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তবে অভিযুক্ত এএসআই-এর বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপই চান স্থানীয়রা। পুরো ঘটনার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে চাঞ্চল্য।

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা, সিবিআইয়ের হাতে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুরন্ত মোল্লা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সন্দেশখালি, ২৬ নভেম্বর ঃ সন্দেশখালিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ধৃতের নাম দুরন্ত মোল্লা, যাকে মঙ্গলবার রাতে সংেদশখালি এলাকা থেকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, দুরন্ত মোল্লা শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। রেশন দুর্নীতি মামলায় গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে ৫ জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্দেশখালিতে যান তদন্তকারীরা। সেই সময় অতর্কিতেই তাঁদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। প্রহৃত হন ইডি আধিকারিকরা। এমনকী কেঃদ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠরাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, হামলাকারীদের মধ্যে দুরন্ত মোল্লা ছিলেন বলেও অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, ইডির উপর হামলার পরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হামকারীদের নাম এবং ছবি প্রকাশ্যে এনেছিল। সেখানেই দুরন্তের ছবি ছিল। কিন্তু সিবিআই আধিকারিকদের দুরন্ত মোল্লার নাগাল পেতে বেশ কষ্ট করতে হয়। শাহজাহানের ঘনিষ্ঠের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানো হয় এবং তাঁর বাড়িতেও একাধিক নোটিশ পাঠানো হয়। তবে তাতে কোনও সাড়া মেলেনি। সম্প্রতি, সিবিআই তার অবস্থান চিহ্নিত করে, এবং মঙ্গলবার রাতে সন্দেশখালির একটি গোপন আস্তানা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার সিবিআই তাকে আদালতে পেশ করবে এবং তার হেফাজত চেয়ে আবেদন করতে পারে বলে সূত্রের খবর।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৬৩, সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী যোদ্ধা

স্বাধীনতা যোদ্ধা উড়া দেবী। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সাহস, আত্মত্যাগ আর সংগ্রামের কত কাহিনী জ্বলজ্বল করে;কত বীরাঙ্গনার নাম আলো করে থাকে ইতিহাসে। কিন্তু ইতিহাস মাঝে মাঝে কিছু দীপ্ত নামকে আড়াল করে রাখে, সেইসব মানুষদের, যারা জাতপাতের গণ্ডিকে চূর্ণ করে অসম সাহসে লড়াই করেছিলেন দেশের জন্য। আওধের উজারিয়া গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া এমনই এক অগ্নিকন্যা উড়া দেবী পাশি। ১৮৩০ সালের ৩০ জুন তাঁর জন্ম, পাশি সম্প্রদায়ের এক সাধারণ পরিবারে। কিন্তু তাঁর রক্তে ছিল অসাধারণ সাহস, অটুট মনোবল। স্বামী মক্কা পাশি ছিলেন আওধের বিশিষ্ট কুস্তিগির ও হযরত মহলের বাহিনীর যোদ্ধা। ঘরে ঘরে তখন ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের গল্প, মানুষের যন্ত্রণা আর ক্ষোভ, আর সেসব শুনতে শুনতেই উড়া দেবীর হৃদয়ে জন্ম নিল আগুন; নিজের দেশকে রক্ষা করার, নিজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আগুন।
আওধের বেগম হযরত মহলের কাছে তিনি সরাসরি অনুরোধ জানালেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। বেগম তাঁর চোখে দেখলেন এক অদম্য স্পৃহা, দেখলেন নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। তাই তিনি শুধু অনুমতি দিলেন না, বরং এক নারী বাহিনীর দায়িত্বই তাঁর হাতে তুলে দিলেন। উড়া দেবী তখন আর সাধারণ নারী নন;দেশ মাতার যোদ্ধা, শত নারীকে নিয়ে সংগঠিত এক লড়াইয়ের অগ্রণী। ব্রিটিশ বাহিনী যখন আওধ আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে, তখন উড়া দেবী ও তাঁর স্বামী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু যুদ্ধের নিষ্ঠুরতায় যখন তাঁর স্বামী প্রাণ হারান, তখন উড়া দেবীর বুকের আগুন আরও প্রজ্বলিত হয়। ব্যক্তিগত শোককে তিনি রূপ দিলেন প্রতিশোধের শপথে। দেশকে রক্ষা করার এই যুদ্ধে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিলেন। ১৬ নভেম্বর ১৮৫৭;সিকান্দার বাগের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তিনি তাঁর নারী বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন, সাহস দিলেন, নির্দেশ দিলেন। তারপর নিজে গোপনে উঠে গেলেন একটি পিপল গাছে;সেখানে বসে তৈরি করলেন এক অদৃশ্য প্রতিরোধ। ওপর থেকে লক্ষ্যভেদী গুলিতে একের পর এক ব্রিটিশ সৈন্য পড়তে লাগল। কেউ বুঝতেই পারছিল না এই নিখুঁত আঘাত কোথা থেকে আসছে। অবশেষে এক ব্রিটিশ অফিসারের নজরে আসে; সৈন্যদের দেহে ওপর থেকে নিচে এসেছে গুলি। সন্দেহ হলো, কোনো গাছে লুকিয়ে থাকা স্নাইপারই এই সব করছে। নির্দেশ এল গাছ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর। একসময় গাছ থেকে পড়ে গেলেন এক যোদ্ধা;আর তখনই জানা গেল তিনি নারী। তিনি-ই ছিলেন উড়া দেবী পাশি, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও যিনি লড়াই থামাননি। ওই নারীর কাছে ছিল দুটি পুরনো কেভেলরি পিস্তল, তার কোমরে গোঁজা থাকা পিস্তলটিও তখনো লোডেড। তাঁর থলিতেও কিছু গুলি ছিল। তিনি গাছে বসে তৈরি করে রেখেছিলেন তাঁর অবস্থান, আর সেখান থেকেই তিনি বহু ব্রিটিশ সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। উড়া দেবীর জীবন কেবল ব্যক্তিগত সাহসিকতার গল্প নয়;এটি এক ঐতিহাসিক প্রমাণ, যে দলিত নারীরাও এই দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমান বীরত্ব দেখিয়েছেন, সমান রক্ত ঝরিয়েছেন, সমান আত্মত্যাগ করেছেন। তিনি আজও আমাদের গর্ব, আমাদের প্রেরণা; আলোকবর্তিকা হয়ে জ্বলে থাকা এক অগ্নিকন্যা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিশাল। সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। বাংলা তথা ভারত এবং বিলাতেও ভারত স্বাধীনতার আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। মাডাম কামা তো স্বাধীন ভারতের পতাকা নিজের হাতে তৈরি করে বিদেশের মাটিতে প্রথম উত্তোলন করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

বেঁচে থাকতে তিনটে বই বেরিয়েছিল ওঁনার, 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত'। ওঁর কবিতা এমন সাড়া ফেলেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই একটা বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়। ছোটদের নীতিশিক্ষার জন্য লিখেছেন, 'সদ্ভাব-কুসুম'। হাসপাতালে দুঃসহ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও লিখেছেন উমার আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতকাব্য 'আনন্দময়ী'। আরও আছে; কাব্যগ্রন্থ 'অভয়া', 'বিশ্রাম', একেবারে শেষের দিকের লেখাগুলি নিয়ে 'শেষ দান'। চিকিৎসার খরচ জোগাতে 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গ্রন্থস্বত্ব আর কিছু বিক্রি না হওয়া বই বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র চারশো টাকায়। স্ত্রী কেঁদে আকুল। তাঁকে বলেছিলেন, ''আমাকে যদি দয়াল আর কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখে তবে শত সহস্র বাণী, কল্যাণী লিখে তোমার পায়ে অঞ্জলি দেব, তুমি আর কেঁদো না।'' রোজনামচায় লিখে গিয়েছেন, ''আমার এমন অবস্থা হ'ল যে, আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় ক'রেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় ক'রেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।...'' রজনীকান্তের ডায়েরি পড়লে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এই রোজনামচা বিখ্যাত মানুষের অন্তরকাব্য নয়, পাশের মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন থেকে তার জন্ম। নিজের রোগের কথা নিজেই লিখছেন ''গলনালী আর শ্বাসনালী দুটো জিনিষ আছে। আমার ভাত খাবার নালীর মধ্যে ঘা নয়, নিঃশ্বাসের নালীর মধ্যে ঘা, সেখানে কোনও ঔষধ লাগানো যায় না।''
গান গাওয়ার সময় সময়ের হিসেব থাকত না রজনীকান্তের। রংপুরে গিয়ে সন্ধে থেকে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত টানা গান গাইছেন, আবার পরের দিন অবিশ্রান্ত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সাহেব ডাক্তার দেখে জানিয়েছিলেন, 'ওভারস্ট্রেনিং অব ভয়েস'ই সম্ভবত অসুখের কারণ। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন রজনীকান্তের গান, 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম মুছায়ে...''

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদার পুজো করে থাকেন। আসলে পুজো হচ্ছে সাধনার প্রথম পদক্ষেপ।

শিবপুরের বাসিন্দা নারায়ণ দেবনাথ ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেই সারা বিশ্ববাসীর মনকে জয় করেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

মাসিক 'শুকতারা' পত্রিকায় 'বাঁটুল দি গ্রেট'-এর ফিচারকে কেন্দ্র করে ছোটদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা থাকতো। ১৩৭৬-এ বাঁটুলের আবির্ভাব। বাঁটুল কার্টুন তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কোথায় তখন টিনটিন, হার্জ। তারা তখন জন্মগ্রহণ করেনি। কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ তাঁর সমসাময়িক সকল কমিকস আঁকিয়েদের থেকে

ভিন্নতর এক মাত্রা লাভ করেন।
১৯৬১ সালের মে মাসে সাহিত্যিক বিমল ঘোষ (মৌমাছি) লিখিত ও নারায়ণ দেবনাথ চিত্রিত কমিকস 'রবি-ছবি' প্রকাশিত হয় আনন্দ মেলা পাতায়। 'হাঁদা-ভোঁদা', 'বাঁটুল দি গ্রেট', 'বাহাদুর বিড়াল', 'পটলচাঁদ না ম্যাজিশিয়ান', 'ডানপিটে খাঁদু'-র মতো কমিকসের পাশাপাশি এঁকে যান 'রহস্যময় অভিযাত্রী', 'গোয়েন্দা কৌশিক', 'হীরের টায়রা', 'ইন্দ্রজিৎ রায়-ব্ল্যাক ডায়মন্ড'-এর সিরিয়াস গ্রাফিক নভেলধর্মী কমিকস। বিষয় বৈচিত্র্য ও ধারাবাহিকতায় নারায়ণ দেবনাথ হয়ে উঠেছেন বাংলা কমিকস-এর একচ্ছত্র অধিপতি।
স্বর্ণব্যবসায়ী পরিবারে বেড়ে ওঠা নারায়ণ দেবনাথ বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই ভালবাসতেন বই পড়তে আর ছবি আঁকতে। যা দেখতেন, এঁকে ফেলতেন অসামান্য দক্ষতায়। বাবা হেমচন্দ্র দেবনাথও পুত্রের স্বপ্নে বাধা দেননি। আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে স্থানীয় প্রসাধন নির্মাতাদের জন্য আলতা, সিদুরের বিজ্ঞাপন, কোম্পানির ফেলবেল, সিমূরের বাক্সের নক্সা, বিজ্ঞাপনের ব্লাইড আঁকতেন। করেছেন 'জীবনতৃষা', 'জীবনকাহিনি', 'কমললতা' প্রভৃতি সিনেমার টাইটেল কার্ডও। এমন সময় স্ত্রী তারা দেবনাথের এক দাদার সূত্রে আলাপ হয় দেব সাহিত্য কুটির-এর সঙ্গে। তখন তিনি অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত 'ত্রিবেণী'-র ইলাস্ট্রেশন করছেন। সেগুলো নিয়েই তিনি দেখা করলেন শুকতারার সম্পাদকের সঙ্গে। তার পরই দেব সাহিত্য কুটিরের অঙ্কনশিল্পী হিসেবে তিনটি ছবি এঁকে পান মাত্র নয় টাকা।
তার সমসাময়িক অঙ্কনশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ পাল, বলাইবন্ধু রায় ও শৈল চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে প্রতুলবাবুর অঙ্কনশৈলী গভীরভাবে প্রভাবিত করে নারায়ণ দেবনাথকে। প্রায় দশ বছর লাগে তার সেই প্রভাব কাটাতে। গাঢ় কালো রঙের ব্যবহার এত সুনিপুণ ভাবে খুব কম শিল্পীই করে গিয়েছেন। নারায়ণ দেবনাথের দক্ষতা কিন্তু দুই ধরনের ছবিতেই। তিনি এমন এক শিল্পী যিনি একদিকে 'ভানুমতীর কফিন', 'গরাদহীন জানলায় রাক্ষস' বা 'অহন রাতের বন্ধু'র মতো সিরিয়াস সিনেমাটিক ছবির পাশেই 'এক যে ছিল রাজা', 'বেড়াজালে ঘনাদা' বা 'বোকা বাঘ'-এর সঙ্গে ফানিস বা কার্টুন আশ্রিত ছবিও আঁকেন। অ্যানাটমিক ড্রয়িং বা ফিগার ড্রয়িং-এ তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নিজেই বলেন, আমি ফাঁকিবাজি পছন্দ করি না।
নারায়ণ দেবনাথ তাঁর সৃষ্টিতে ক্যালিগ্রাফির চর্চা করেছেন কম। কিন্তু যে ক'টা করেছেন, প্রত্যেকটিই শিল্প সুষমায় অনবদ্য। 'অভিশপ্ত মূর্তি' গল্পের নামকরণে চৈনিক হরফের সাপ, 'দেবগিরির দানব'-এ শব্দগুলো পর্বতসম বিভঙ্গে আবিষ্ট 'রানী কর্মদেবীর দীর্ঘ-ঈ-কার' রানির মাথার মুকুটকে চিহ্নিত করে। 'আইকনিক' মর্যাদা লাভ করেছে। নিখুঁত দক্ষতায় আঁকেন নারায়ণ দেবানাথ। বলেন, শিশুরা এই ছবি দেখেই আসলটাকে চিনবে। তাই এতে খুঁত রাখলে চলে?
পঞ্চাশের দশক থেকেই কথা সরিৎসাগর ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন দিয়ে নারায়ণ দেবনাথের যাত্রা শুরু।
টারজান' প্রাচ্ছদটিই ধরা যাক। নিকষ কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু একটি হাতির মাথা আর তার পিঠে দু'হাত তুলে টারজানের পেশীবহুল দেহ যেন কোন হলিউডি পোস্টার। আবার এর পাশেই যদি স্বপন কুমারের দীপক চাটার্জির জন্য করা প্রচ্ছদগুলো দেখি, তবে নারায়ণ দেবনাথের প্রতিভার অন্য একটি দিক উদ্ভাসিত হয়। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, সিনেমাটিক ডিটেল আর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য নিয়ে সেজে ওঠে প্রচ্ছদ। সে 'নীলসমুদ্রে বাজপাখি'-র চলন্ত স্পিডবোট থেকে কাঁপিয়ে পড়া হোক, 'সাগরতলে বাজ পাখি'র অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই কিংবা 'অন্তরাল'-এর আগুনে ঝাঁপানোর দৃশ্য-নারায়ণ দেবনাথের মলাটিই পাঠককে দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। স্বপনকুমারের জনপ্রিয়তার পিছনে সত্তরের দশকে নারায়ণবাবুর মলাটের ভূমিকা কম ছিল না। উপেন্দ্রকিশোরীর ভূতদের প্রোটো টাইপ ভেঙে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানা কায়েম করেন তিনি।
আজও আপামর বাঙালি তাঁকে মনে রেখেছে তীর অমর কমিকসগুলোর জন্য। পঞ্চাশের দশকে প্রতুলনাবুর সৃষ্ট (বোলতা ছদ্মনামে) হাঁদা-ভোঁদার কমিকসকে ১৯৬২ সালে (১৩৬৯, আষাঢ়) ফিরিয়ে আনেন নারায়ণ দেবনাথ 'হাঁদা ভোঁদার জয়' গল্পে (আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩৬৯) হাঁদার 'অ্যালবোট' সাইলের চুল পাঠকদের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়। তার কিছু বাদেই ১৩৭২-র জ্যৈষ্ঠে শুকতারার পাতায় স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফ প্যান্ট পরে হাজির হয় নারায়ণবাবুর ফেভারিট চাইল্ড অসীম শক্তিধর 'বাঁটুল'। ভারত -পাকিস্তান যুদ্ধের সময় শত্রুসেনার ট্যাঙ্ক, গুলিগোলা ধ্বংস করে, তাদের পাটিন ট্যাঙ্ক নিয়ে তাড়া করে তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা লাভ করে বাঁটুল। পঞ্চাশ বর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছনো বাঁটুল আজ আপামর বাঙালির ফেভারিট চাইল্ড।
নারায়ণ দেবনাথ জন্মগ্রহণ করেন শিবপুরে। বাড়িতে অলঙ্কার তৈরির চল ছিল। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথের আঁকার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করেন। তিনি পরিবারের পৈতিক ব্যবসার দিকে একবারও নজর দেননি। স্কুলের পাট চুকিয়ে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন ক্লাস করতে পারেননি। তারপরে তিনি নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার অধিকার পেয়ে গেলেন। তখন মাসিক পত্রিকা 'শুকতারা'তে কার্টুন চিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি কাজ করার মনস্থির করলেন। তখন সেই সময়ে কাফি খাঁ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী আঁকা শেয়াল পণ্ডিত যুগান্তর পত্রিকাতে প্রকাশিত হতো। নারায়ণ দেবনাথের 'হাঁদা ভোঁদা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৫ সালে বাঁটুল দ্য গ্রেটের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালে নন্টে ফন্টের সৃষ্টি করেন তিনি। নন্যে ফন্টেও জনপ্রিয়তা লাভ করে বাংলার পাঠক মহলে। ২০১২ সালে বাঁটুল ইংরেজিতে প্রকাশ লাভ করেছিল। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ বাংলা দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করতে তিনি আরও খ্যাতিলাভ করতেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। কিন্তু বাংলার পাঠকেরা যেভাবে নারায়ণ দেবনাথকে কাছে টেনে নিয়েছে তা আর কোনও রাজ্য বা দেশ করতে পারতো কিনা তা সন্দেহ। ২০১৩ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। পদ্মশ্রী লাভ করেন ২০২১ সালে তাঁর জীবনের শেষ দশায়। শিল্পীকে আগেই পদ্মশ্রী বা বঙ্গশ্রী দেওয়াটা উচিত ছিল। সেটা তখন কেন হল না তা নিয়ে পাঠক মহল বহু প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়াটা সরকারের কাজ সেটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নারাযণ দেবনাথের জনপ্রিয়তা বহু দিন আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বাইরে তাঁর নাম শোনা যায় না বটে। কিন্তু তিনি কার্টুন শিল্পী হিসাবে যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিল্প জগতে একাই সেনাপতি ছিলেন। তাঁকে রোখার মতো কোন সেনাপতি তখন তৈরি হয়নি।
শিবপুরের নাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে তিনি জীবদ্দশায় পদ্মশ্রী পেলেন। তিনি তখন প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। ভারত সরকার যে তাকে যথার্থ সম্মান দিয়েছে তাতেই বাংলা খুশি। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। কারোর ওপরে তাঁর কোনও রাগ বা অভিমান দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি বরাবরই হাশিখুশি ছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন যে বহু প্রকাশ তাঁকে টাকা পাঠায় না। তাঁর আঁকা কার্টুন বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তিনি তার রয়্যালিটি পান না। টাকা পয়সা ঠিক সময়ে পান বলেও তাঁর আক্ষেপ ছিল। তবুও তিনি কারোর নাম করে কোনও নিন্দা প্রকাশ করেননি। তিনি মনে করতেন মানুষের শুভ বুদ্ধি উদয় হোক। তাহলে তাঁর প্রাপ্য তিনি পাবেন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথকে দেখতে একেবারে সুপুরুষ ছিল। তিনি যেসব সভাতে যেতেন সেখানে তিনি সবাইকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রাখতেন। কারোর নামে কোনও বদনাম করতে দেখি নি বা শুনি নি। তিনি সব সময়ে নিজের ভুলটাকে দেখার চেষ্টা করতেন। তিনি সব সময়ে নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করতেন। নিজের ভুলটাকে আগে সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। কোথাও যদি কিছু ভুল হতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করতেন।

উত্তম - সৌমিত্র তুলনা করাটার মধ্যে ভুল রয়ে গিয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল রেষা রেষির সাথে উত্তম সৌমিত্র নিয়ে বাঙালীর বিভাজনকে প্রায় সমতুল্য করে দেখাবার চেষ্টা হোক না কেন, সৌমিত্রবাবুকে যারা উত্তমকুমারের সাথে তুলনা করা ওনাদের অপমান করা। যে যার নিজের কাজে মূল্যায়িত হয়, কেন সৌমিত্রবাবুর মত ভার্সেটাইল ট্যালেন্টকে উত্তম তুলনায়িত হয়ে প্রতিবিম্বিত হতে হবে ? আসলে ওনার কিছু ফলোয়ার উত্তমকুমারের সাফল্যকে হজম করতে পারে না। এটা তাদের মানসিক রোগ। তাঁদের মতে সৌমিত্রই শ্রেষ্ঠ কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্বের পথের কাঁটা হয়ে গেছে একজন লোক যাঁর সাফল্য পাহাড়প্রমান, বেশী ছাড়া কম নয় । তাই সেই ব্যাক্তিকে ছোট করতে তারা অদ্ভুত, হাস্যকর, ধোপে না টেকা যুক্তি সাজাতে থাকে। অথচ তারা যাঁর ভক্ত সেই সৌমিত্রবাবু নিজেই একজন উত্তম অনুরাগী, নিজে মুখেই অজস্রবার বলেছেন। কারন তিনি তার এইসব ভক্তদের মতো উত্তমবিদ্বেষী, নির্বোধ কুপমন্ডুক নন। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন কলকাতা জুড়ে বা দেশবিদেশের বাঙালীমহল জুড়ে তাঁর উত্তমদার ক্রেজ।
যদি তুলনা নিরপেক্ষ ভাবে করেন, উত্তমের থেকে তো বম্বের অনেক স্টারেরাও পিছিয়ে। কিছু হলিউড স্টারও। উত্তম তো এখানে ছিলেন রাজা হয়ে। তাঁরা তো ওখানে ঠিকঠাক প্রজাও হতে পারেন নি। তাঁরা তাদের নিজেদের কর্মে, নিজেদের মনুষ্যত্বে মূল্যায়িত হয়েছেন, কারুর সাথে তুলমূল্য বিচারে নয়।
সত্যজিৎ রায়ের নায়ক ছবিতে দেখতে পাই সিনেমার অভিনয় যে মঞ্চের থেকে আলাদা, সেটা উত্তমকুমার কাউকে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবেও ক্যামেরার সামনে অতি অভিনয় কখনোই তিনি করেন নি। আসলে ক্যামেরাকে এমনভাবে গুলে খেয়েছিলেন, সিনেমা অ্যাক্টিং নিয়ে এতটাই পড়াশুনা আর ধারনা ছিল যে ভারতবর্ষে সিনেমার আদর্শ অভিনয়ের স্বাভাবিকত্বে উত্তমের ধারেকাছেও কেউ নেই। তবে সর্বভারতীয় স্টারডমে অনেকেই এগিয়ে থাকতে পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি চলচ্চিত্র সম্মত অভিনয়ে নম্বর ওয়ান এটা আমার কথা নয়, স্বয়ং বিগ বি অমিতাভ বচ্চন উত্তমকুমারকে আজো গুরু ছাড়া সম্বোধন করেন না, দেশপ্রেমীতে একসাথে কাজও করেছিলেন। দিলীপকুমার তাঁর অভিনয়ের গুনমুগ্ধ ছিলেন। রাজেশ খান্না সাতাশ বার নিশিপদ্ম ছবি দেখেও অমর প্রেমে উত্তম কুমার হতে পারেন নি আর নিজের মুখেই তাঁকে সে কথা জানান। রাজকাপুর সঙ্গম ছবিতে এবং ঋষিকেশ মুখার্জী আনন্দ ছবিতে তাঁকে নিয়েছিলেন, যদিও শেষ অবধি উত্তম ছবিগুলি করেননি। হেমন্ত মুখার্জী একাধিক হিন্দি ছবিতে তাঁকে চেয়েও পাননি, বাধ্য হয়েই বিশ্বজিতকে নিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। শক্তি সামন্ত রাজেশ খান্নার আগ্রহ স্বত্বেও অমানুষে তাঁকে কাস্ট করেন এবং তারপর আনন্দ আশ্রমে। ছবি দুটির সাফল্য আর অভিনয় বুঝিয়ে দিয়েছে উত্তম কি জিনিস! বম্বের নটরাজ স্টুডিওতে অমানুষের শুটিং চলাকালীন পাশের ফ্লোরে কাজ করা ধর্মেন্দ্র রোজ তাঁকে প্রণাম করে যেতে, মেরা করম মেরা ধরম এ একসাথে কাজও করেছিলেন। দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এলে উত্তমের সাথে দেখা না করে যেতে চাইতেন না। কিশোরকুমার, সঞ্জীবকুমার, রাজেশ খান্না, রাজকাপুর, মিঠুন সহ বহু সর্বভারতীয় স্টারেরা তাঁর ময়রা স্ট্রীটের বাড়ির অতিথি হয়েছেন। মিঠুন কলঙ্কিনী কঙ্কাবতীতে প্রযোজনা পরিচালনায় স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। বন্যাত্রানের জন্য তাঁর ডাকে গোটা বম্বে ইন্ডাস্ট্রি একাধিক বার কলকাতায় ক্রিকেট খেলতে চলে এসেছে। এরকম উদাহরণ কম নেই। আর বাংলায় স্টারডমেও কেউ তার কাছাকাছিও আসতে পারবেন না। প্রমাণ জীবনভর তাঁর পেছনে চলা ও মরণের পর কেওড়াতলা শ্মশানে চলা জনপ্লাবন। আর ইটারনিটিতে তিনি একমাত্র চার্লি চ্যাপলিন বাদে বিশ্বের সকলকেই হারিয়ে দিয়েছেন বলা যায়। মৃত্যুর এত বছর পরে এত জনপ্রিয় সারা পৃথিবীতে আর কেউ নন। আজো রোজ লক্ষাধিক বাঙালী তাঁর ছবি ইউটিউবে দেখে, গুগল ইন্সটাগ্রামে তাঁর ছবি খোঁজে, ফেসবুকে তাঁর স্থিরচিত্র ও চলচ্ছবিতে বা তাঁকে নিয়ে লেখায় লাইক কমেন্ট দেয়। এই নেট যুগেও তিনি স্বমহিমায় বিরাজমান। সবমিলিয়ে একশোর বেশী গ্রুপ আর পেজ তাঁকে নিয়ে। সৌমিত্রবাবুকে নিয়ে এরকম উন্মাদনার কিছুটা রয়েছে।
সৌমিত্রবাবু টোটাল প্যাকেজ। ভাল লেখক, নাট্যকার, চিত্র অভিনেতা, স্টেজ অ্যাক্টর, বাচিক শিল্পী, চিত্রকার, কবি, চিন্তাবিদ। গুণে তিনি মহান। এত প্রতিভাবান একটা মানুষকে উত্তমকুমারের সাথে যারা তুলনা করে তারা জেনে রাখুক একজন হেভিওয়েটের পাশে রেখে ওনাকে ছোট করে। এইভাবে বড় করতে গিয়ে আদতে কি সার্বিক বিচারে সৌমিত্রবাবুর মতো অন্য তম আইকনকে তারা অপমানই করেন না?
বাঙালীদের মধ্যে উত্তমকুমারের সাথে তুলনায় একসময়ের বম্বে কাঁপানো বিশ্বজিৎ বা মিঠুনই ধারেকাছে আসে না, অন্য কেউ তো দূর কি বাত! তুলনা করা চলে না।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তরুণ সমাজের মন কাড়েন

কুমারেশ দাস

আপাত দৃষ্টে পদ্যের শক্তি খ্যাপামো দিয়ে মোড়ানো মনে হলেও শক্তির পদ্য আদতে আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে খ্যাপাটে এক আক্রমণ, সে হোক প্রেম, ঘৃণা কিংবা দ্রোহের পঙক্তি, সব জায়গা তেই এক তেড়েফুড়ে আসা চেহারা, শক্তি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি নিয়েই হাজির হয়েছেন পঞ্চাশের দশকে। সালটি ছিল ১৯৫৬, 'কবিতা' পত্রিকায়

আত্মপ্রকাশ তাঁর, বুদ্ধদেব বসুর পত্রিকা 'কবিতা', কলকাতা শহর থেকে ২৮ মাইল দূরের বহড়ু থেকে আসা এক যুবা ছিলেন শক্তি, চব্বিশ পরগনার সেই বহড়ুতেই তিনি জন্মেছিলেন, ১৯৩৩ সালের ২৫ নভেম্বর, ২৩ বছর বয়সে তারুণ্যের ইশতেহার নিয়েই যেন হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়। ৫৬ সালে আত্মপ্রকাশের কয়েক বছরের মাথায় শক্তি যেন আরো শক্তিশালী হয়ে একটি প্রজন্মকে ঠেলে দিলেন এক নতুন আন্দোলনে, নতুন ঠিক নয়, বহুদিনের পুঞ্জিভূত এক আন্দোলনের মুখ চিনিয়ে দিলেন তিনি। এরপর নিজে সরে দাঁড়ালেন।
শক্তি বলেন, বিদেশে সাহিত্য কেন্দ্রে যেসব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে, কোনটি বিট জেনারেশন কোনটি এ্যাংরি বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলা দেশেও কোন অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধা সংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক এ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বিট বা এ্যাংরি হতে পারে। কিন্তু আমরা ক্ষুধার্ত। যে কোন রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোন রূপ রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বিট বা এ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'। অর্থাৎ ডাল ভাত চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বিট জেনারেশন সমেত মেখে লঙ্কা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হল শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হল গদ্য পদ্য ছবি ইত্যাদি। গু গোবরের সামিল। ...এই ক্ষুধার্তদের কেউ কেউ লিঙ্গ প্রহার করে দেখবেন হৃদয়ের যতদূর অধিষ্ঠান লিঙ্গ ততদূর যায় কিনা কিংবা এক কথায় উক্ত অঙ্গ হৃদয়কে স্পর্শ করে কি না।
১৯৬২ সালে বিনয় মজুমদারের কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় বিনয় প্রদর্শন না করেই শক্তি রাষ্ট্র করলেন বিট বা এ্যাংরি নয় এদেশে যদি কিছু চালাতে হয় তো সেটা হবে হাংরি, ক্ষুধার্ত প্রজন্মের আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলন থেকে সহসাই বিদায় নেন শক্তি। অব্যবহিত সময়ে যাঁরা ক্ষুধার্ত আন্দোলনের হাল ধরেছিলেন তাঁদের কাছেই শক্তি হয়ে পড়েন ব্রাত্য। আন্দোলনে শক্তির কমরেড সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও উৎপলকুমার বসুও ছিটকে পড়েন একই গতিতে। শৈলেশ্বর ঘোষ গংদের অভিযোগ 'দেশ' পত্রিকায় লিখতে গিয়ে সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন শক্তি। আবার ছোট কাগজে লিখেছেন ভিন্ন রকম লেখা। এটা নিজের সঙ্গে চালাকি, পাঠকের সঙ্গে ভণ্ডামী। ৬২-৬৩ সালেই ক্ষুধার্ত পরিচয়দানকারী কবিরা আক্রমন করতে শুরু করেন শক্তিকে। কিন্তু তাতে শক্তি দমে যাননি এক বিন্দুও। বিপুল উদ্দীপনায় তিনি সৃষ্টি করেছেন, এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো, যেমন চিরকালের/ চকমিলানো খেলছে বাড়ি, যার মানুষে আলোক-কানা/ এই খেলাটি এক লা আমার, খেলবো, যেন তার কপালের কাঁচপোকাটি থাকে, চারদিকে জল, খন্দ-খানা/ কেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের/ আধখানা খাই, আধলা রাখি, বুক ভরে বাস হাস্নুহানার/ এই খেলাটি একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা।
খ্যাপাটে ছিলেন, পরোয়া করেননি কারো সমালোচনা। পছন্দ হয়নি তো ঝেড়ে দিলেন ঘুষি কিংবা ধরিয়ে দিলেন ধুতিতে আগুন। কবিবন্ধু অমিতাভ দাশগুপ্তের ধুতিতে আগুণ সত্যি সত্যিই লাগিয়েছিলেন শক্তি। অগ্রজ বন্ধুপ্রতীম হিমানীশ গোস্বামীকে একবার ঘুষিই মেরে বসেন শক্তিকে। কাজী সব্যসাচী মারা গেছেন শুনে মাঝরাতেই ট্যাক্সি ধর্মঘট মাথায় নিয়ে শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিলেন শক্তি। অফিসের গাড়ি না পেয়ে মত্ত শক্তি, আগে থেকেই পেটে কিছুটা তরল ছিল, তাই উন্মত্ত হয়ে হাতের কাছে পাওয়া টেলিফোনের সেট টাই ভেঙে ফেলেন। অফিস ছেড়ে যেতে বলেন হিমানীশ, শক্তি শুনবেন কেন? ঘনিষ্ঠ মানুষকে তাই মেরেই বসলেন। এমনই মত্ত ছিলেন শক্তি। কিন্তু বন্ধু আর পরিচিতদের প্রতি তাঁর ভালো বাসার নিদর্শনও কম নয়। এটাই বোধহয় শক্তির শক্তি। বন্ধুরা তাকে ভালোবাসতেন। এত মারামারি, এত মত্ততা, এত পাগলামি সত্ত্বেও শক্তি নাকি ছিলেন অজাতশত্রু। মন খুলে তিনি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কর তেন নিজের বাড়িতে। যদিও প্রায় সময়েই আমন্ত্রণকর্তাই হয়ে যেতেন নিখোঁজ। একবার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ধোকা খেয়েছেন শক্তির বাড়ি গিয়ে। তাতে শক্তির প্রতি ভালোবাসা কমেনি এক রত্তি। এইসব পাগলামিই যেন তাঁকে ভালোবাসতে প্রলুব্ধ করতো মানুষকে।
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, পারানির কড়ি ছিল না, তারপরও তিনি চড়ে বসেছিলেন শক্তির পদ্যের সোনার তরীতে। সুভাষ বলছেন, কবিতাকে শক্তি বলত 'পদ্য'। এ কালের কবিতা-নামধেয় লেখাগুলোকে ঠেস দেবার জন্যই বোধহয়, শক্তি নিজের কবিতাকে বলত 'পদ্য'। কিংবা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের সঙ্গে হয়ত নিজেকে সে মেলাতে চেয়েছিল। মিলিয়েছিল, কিন্তু বাঁধা পড়েনি। অনিরুদ্ধ শক্তি তাই অশ্বমেধের ঘোড়ার মতই দাবড়ে বেড়িয়েছে, বাইরে ভেতরেও। হৃদয়ের গহীনে বসত করা অবাধ্য নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছেন, জাগাতে চেয়েছেন, বৃষ্টিস্নাত বারোমাসে বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/ এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে/ পরা ুখ সবুজ নালিঘাস/ দুয়ার চেপে ধরে, 'অবনী বাড়ি আছো?

পাঠকদের দরবার

পাহাড়ি স্যানাল ও শ্যাম লাহা

শঙ্করলাল কর্মকার

পাহাড়ী সান্যালের একটি চিঠিতেই প্রমথেশ বড়ুয়া শ্যাম লাহাকে 'দেবদাস' ছবিতে কাজের সুযোগ দেন। সেজন্য আজন্ম তিনি প্রমথেশ বড়ুয়াকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। একটা সময়ে কুস্তি করতেন। একবার শ্যাম লাহা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,পার্কের রেলিং ধরে কয়েকটা ছেলে মেয়েদেরকে ইভটিজিং করছিল। শ্যাম লাহার একদম ভাল লাগেনি বিষয়টা। ছেলেদের গিয়ে বললেন তোমরা ওই রকম বিরক্ত কেন করছো মেয়েদের? একজন অতিরিক্ত সাহসী হয়ে হুয়াকে বলে, যান তো মশাই নিজের কাজে। ব্যাস সেকথা শুনে কুস্তিগীর হুয়া তাঁকে এমন উচিৎ শিক্ষা দিলেন সেই দেখে ভয়ে অন্যরা মুহূর্তে পালিয়ে গেল।
এইদিন তাঁর পরিচয় হয় মিহির কিরণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে, তিনি তাঁর ভাই তিমিরবরণ ভট্টাচার্যের কাছে বাজনা শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিমিরবরণের সাথে হুয়া সারা ভারত ঘুরেছেন। সেই সুত্রে লখ নৌয়ের এক কনফারেন্সে পাহাড়ী সান্যালের গানের সাথে তবলা বাজাতে বসেছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল শ্যামচাঁদে মুগ্ধ হয়ে বললেন তিনি কেন সিনেমা - থিয়েটার করেন না। পাহাড়ী সান্যাল আরও বললেন সিনেমা জগতে তাঁর বিশেষ জানাশোনা নেই তবে একজন ভদ্রলোক আছেন, তিনি প্রমথেশ বড়ুয়া। আপনি যদি চান আমি চিঠি লিখে দিতে পারি তাঁকে। সেই চিঠি নিয়ে শ্যাম লাহা প্রমথেশ বড়ুয়ার সাথে দেখা করেন । একটা ছোট্ট রোল পেলেন হুয়া। এরপর দেবকী বসুর হিন্দি 'চণ্ডীদাসে' হুয়া একটা ভূমিকা পেলেন। তাঁর নিখুঁত হিন্দি উচ্চারণ সবাইকে মুগ্ধ করে। বাংলা সিনেমায় হুয়ার বড় রোল নীতিন বসুর ছবি 'ভাগ্যচক্রে'। নায়ক পাহাড়ী সান্যাল, নায়িকা উমাশশী। অন্ধ সুরদাসের ভূমিকায় বিষ্ময়কর অভিনয় অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র। এই ছবিতে ভিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভাই অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।
এরপর হুয়াকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পরের পর ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিছু কমিক চরিত্র,কিছু ছবিতে বোকা মানুষ। বেশিরভাগ ছবিতে নিপাট ভাল মানুষ। দু- একটিতে ভিলেন, 'মানিকজোড়' 'ছবিতে তিনি নায়ক। হুয়া ছিলেন প্রফেশনাল ব্যবস্থাপক। টাকা- পয়সা নিয়ে তিনি স্টেজ শো করতেন। হুয়ার পিতা তাঁকে দিল্লির স্কুলে ভর্তি করে দেন। কারণ নিজে সেখানে চাকরি করতেন। এরপর পিতা ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় এলে হুয়াকে ভর্তি করা হয় কলকাতায়। পড়েছেন বঙ্গবাসী কলেজে। জীবনের একটি সময় দিল্লিতে থেকে চমৎকার হিন্দি আর উর্দু শিখেছিলেন শ্যাম লাহা। কলকাতায় জন্ম শ্যাম লাহার পিতা যদুনাথ লাহা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছবি ' কালোছায়া'য় একটা চরিত্রে অভিনয় করে শ্যাম লাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুটো ছবিও তিনি প্রযোজনা করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের বড়ুয়া সাহেব 'দেবদাস' ছবিতে একটা ছোট রোল দিলেন কিন্তু তাঁর নাম 'শ্যামচাঁদ' শুনে সে কি হাসি। ঠাট্টা করে কেউ ডাকেন ফটিকচাঁদ। ওইসব ঠ্যালায় পড়ে চাঁদটাকে অস্তাচলে পাঠিয়ে তিনি শুধু 'শ্যাম' হলেন। কলকাতার বউবাজারে শ্যাম লাহার বাড়িটি এখন রয়েছে বহাল তবিয়তে। সেখানে তাঁর আত্মীয়রা এখনও বসবাস করে। শ্যাম লাহা ছিলেন বউবাজারের গর্ব। সবাই তাকে শ্যাম বলে ডাকতো। কারোর কোনও দিন ক্ষতি করার কথা তিনি ভাবতে না

কলাভবনের নন্দনে অজন্তা গুহা চিত্রের ভিত্তি চিত্র, এক অনবদ্য সম্ভার

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৬ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের কাছে অজন্তা গুহা চিত্র সহস্র শতাব্দীর বিস্ময়। তার অনেক অংশ নষ্ট প্রায়। তারই ট্রেসিং বা ভিত্তি চিত্র আঁকেন বিশ্ববরেণ্য শিল্পী গনেশ হালুই। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বা সর্বেক্ষণ বিভাগ তাঁকে দায়িত্ব দেয় সেই ঐতিহাসিক দেওয়াল চিত্র গুলো ট্রেসিং করার। ২৯টি গুহার চিত্রে লুকিয়ে আছে জাতকের, বুদ্ধের জীবন কাহিনী। সেখানে আছে মিথিলা রানী সিবলী ও মহাজনক বণিক সহ কতো অজানা কাহিনীর চিত্র! আজও বিস্ময় জাগায়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন গনেশ হালুই। ৪৬ টি ভিত্তি চিত্র ছিলো তাঁর সংগ্রহে। নবতিপর শিল্পী গনেশ হালুইয়ের সেই অনবদ্য সম্ভার সমৃদ্ধ করলো বিশ্বভারতীর কলাভবনের নন্দন সংগ্রহশালা। বুধবার তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পী গনেশ হালুই অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি ঠিকই। তবে, তাঁর মেয়ে অপরাজিতা হালুই উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্র অনুসন্ধানী বা সমালোচক মৃণাল ঘোষ, কলা ভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা প্রমুখ। বুধবার সেই অনবদ্য সৃষ্টির প্রদর্শনীর সূচনা হলো নন্দন আর্ট গ্যালারিতে।

প্রদর্শনী চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। প্রদর্শনী খোলা থাকবে সকাল ১০.৩০ থেকে বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত। শনিবার, রবিবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সব দিন খোলা থাকবে। অপরাজিতা হালুই চক্রবর্তী বলেন, বাবা অসুস্থতার কারণে আসতে পারেন নি। আমি একজন গর্বিত সন্তান হিসেবে এসেছি। বাবা আসতে পারলে খুব খুশি হতেন। অজন্তা বাবার কাছে একটা আবেগ। কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা বলেন, আমরা এই অমূল্য শিল্প কর্ম পেয়ে গর্বিত। বিশ্ব বরেণ্য গনেশ হালুই এই ৪৬ টি ভিত্তি চিত্র যত্ন করে রেখেছিলেন। উনি সেগুলো আমাদের অধ্যাপক দিলীপ মিত্রকে দেন। তিনি এগুলো বিশ্বভারতীর কলাভবনকে দান করেন। অজন্তা গুহায় আসল চিত্রগুলোর ত্রিশ চল্লিশ শতাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। সেই কারণে সংরক্ষণের জন্য সর্বেক্ষণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সেই চিত্রগুলোর ট্রেসিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শিল্পী গনেশ হালুইকে। যাকে হুবহু প্রতিলিপি বা ভিত্তি লিপি বলা হয়। কালের গ্রাসে একদিন হয়তো অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অজন্তার গবেষকদের এই অজন্তার গুহাচিত্রের জন্য বিশ্বভারতীতে আসতে হবে। তাছাড়াও, আলোর অভাবে গুহায় চিত্রগুলো ঠিক দেখা যায় না। এখানে ভালোভাবে দেখা যাবে। নন্দনে বিভিন্ন প্রখ্যাত শিল্পীর ২৪ হাজার শিল্পসৃষ্টি আছে। তার সঙ্গে থাকবে এই শিল্পকর্মগুলো। চিত্র সমালোচক মৃণাল ঘোষ শিল্পী গণেশ হালুইকে নিয়ে একটি বই লেখার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। শিল্পীর টেকনিক অফ অজন্তা মূরাল পড়ে খুবই প্রভাবিত হন মৃণাল ঘোষ। তিনি বলেন, গনেশ হালুই অজন্তা গুহাচিত্র নিয়ে ছয় বছর ধরে ট্রেসিং করেন। তারপর সেই বিষয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে গবেষণা করেন। ২০০৮ সালে গনেশ হালুইয়ের লেখা সম্পূর্ণ হলেও, ২০২১ সালে প্রকাশ পেয়েছে। তার মাঝে মার্জন ও পরিমার্জন করেছেন শিল্পী। জানা গেছে, অজন্তা গুহাচিত্র ছাড়াও পারিপার্শ্বিক মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর মৌলিক চিত্র শিল্প সৃষ্টি করেছেন গনেশ হালুই। যা ঐতিহাসিকভাবে এক অসামান্য নজির।

চারটি রপ্তানি হাব গড়তে চলছে রাজ্য

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার শীঘ্রই চারটি রপ্তানি হাব গড়ে তুলতে চলেছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি হাব তৈরি করা হবে। যা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর-সহ মোট ছয়টি জেলা নিয়ে গঠন করা হবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলির রপ্তানি সম্ভাবনা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি রায়গঞ্জে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যালোচনা বৈঠক হয়। সেখানে রপ্তানি ব্যবসায় যুক্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী, পাশাপাশি যাঁরা এই খাতে নতুন করে যুক্ত হতে চান এমন উৎপাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সরকারি আধিকারিকরা। রপ্তানি বাড়াতে কী ধরনের পরিকাঠামো, সহায়তা ও নীতি প্রয়োজন, সেই বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে একাধিক প্রস্তাব জমা পড়ে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখে দ্রুতই উত্তরবঙ্গ রপ্তানি হাবের পরিকাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে।

ঐক্য ও প্রতিশ্রুতির সাথে সংবিধান দিবস পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৬ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয়ের ড. ভূপেন হাজরিকা সভাগৃহে, সংবিধান দিবস পালন করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) মালিগাঁওয়ের জিএম (নির্মাণ) অফিসেও এই অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করা হয়। তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার এবং কাটিহার - এই পাঁচটি ডিভিশনেই উৎসাহের সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়েছে, পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন, স্কুল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন অফিসেও এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন, ন্যায়, স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। মালিগাঁওয়ের জিএম (নির্মাণ) অফিসে, অঞ্জনি কুমার, মুখ্য প্রশাসনিক বিষয়া / নির্মাণ, সংবিধানের নির্দেশিকা নীতিগুলি অক্ষুণ্ণ রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে শপথ গ্রহণে নেতৃত্ব দেন। সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে সংবিধানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং প্রতিটি

নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য হিসেবে এর নীতিগুলো অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সুরক্ষিত করার উপর জোর দেন। তিনি ড. বি. আর. আম্বেদকার এবং ড্রাফ্টিং কমিটির সদস্যদের তাদের অনবদ্য অবদানের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল তার সমস্ত ইউনিটে সাংবিধানিক সচেতনতা, সততা এবং দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুর্শিদাবাদে হুমায়ুনের 'বাবরি মসজিদ' তৈরির স্বপ্ন শুরুতেই ধাক্কা খেলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় সম্রাট বাবরের নির্দেশে মির বাঁকি ১৫২৮-২৯ সালের মধ্যে বাবরি মসজিদ তৈরী করেন। সেই ঘটনার প্রায় ৫০০ বছর পর হুমায়ুন, বাবরি মসজিদ তৈরি করতে গিয়ে বড় ধাক্কা খেলেন। সম্প্রতি বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। সমাজমাধ্যমে করা ওই পোস্টে হুমায়ুন কবীর নিজের তৃণমূল বিধায়কের পরিচয় ব্যবহার করেননি। সেখানে তিনি নিজেকে পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। হুমায়ুন কবীর বেলডাঙার মির্জাপুরের খাগড়ুপাড়া মোড়ের কাছে একটি ছ'বিঘা জমিতে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করার পরিকল্পনা করছেন এমন খবর পাওয়ার পরেই ওই জমির মালিক তাজিমউদ্দিন চৌধুরী বুধবার সকাল থেকে শ্রমিক লাগিয়ে টিন এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে ওই জমি ঘিরে দেন। এর ফলে হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদ' কোথায় তৈরি হবে তা নিয়ে ঘোর ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। যদিও বুধবার হুমায়ুন ফের একবার দাবি করেছেন, আগামী ৬ ডিসেম্বর বেলডাঙাতেই আমি বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করব। তবে কোন জায়গায় করব তা কাউকে বলবো না। চৌধুরীদের বাদ দিলেও বেলডাঙায় প্রচুর লোকের জমি রয়েছে। প্রসঙ্গত 'বাবরি মসজিদ' ধ্বংসের দিন ৬ ডিসেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে 'সংহতি দিবস' পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধর্মতলার মেয়ো রোডে ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত শীর্ষ নেতৃত্বের থাকার কথা রয়েছে। তবে হুমায়ুন কবীর ওই দিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের অনুষ্ঠানে থাকবেন না বলেই জানা গেছে। সূত্রের খবর, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষের ভাবাবেগে শান দেওয়ার জন্যই হঠাৎ করেই হুমায়ুন কবীর বেলডাঙায় 'বাবরি মসজিদ' নাম দিয়ে নতুন একটি মসজিদ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তবে এই কাজের আগে হুমায়ুন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও অনুমোদন নেননি বলেই জানা গেছে। খাগড়ুপাড়া মোড়ে যে জমিতে হুমায়ুন কবীর এই মসজিদ তৈরি করার পরিকল্পনা করছিলেন আজ সেই জমির প্রকৃত মালিক তাজিমউদ্দিন চৌধুরী, লোকজন নিয়ে এসে টিন এবং বাঁশ দিয়ে চারপাশ ঘিরে দেন। হুমায়ুন কবীর তাঁর অনুমতি না নিয়েই ওই জমিতে 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করার পরিকল্পনা করায় হুমায়ুনকে আজ এক হাত নেন তাজিমউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, একদিন এই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় হুমায়ুন কবীর এখানে এসে বসেন। সেই সময় কয়েকজন আমিন এই জমি মাপার কাজ করছিলেন। এরপর বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই জমিতেই হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত 'বাবরি মসজিদ' হবে। তারপর থেকে এখানে প্রচুর লোকজন আসছে। সেই কারণেই আমি জমি ঘিরে দিলাম। এখানে প্রায় ছ'বিঘা জমি রয়েছে। এই জমি হুমায়ুন কবীর কোনওদিনই কেনেননি। এরপরই হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ওই ব্যক্তি। তিনি বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই হুমায়ুন কবীর বলে বসলেন এই জেলায় মুসলিমরা ৭০ শতাংশ আর হিন্দুরা ৩০ শতাংশ। এর ফলে দেশের বাকি প্রান্তের হিন্দুরা ভাবছে এই জেলায় হিন্দুরা খুব বিপদে রয়েছে। আর সেই আক্রোশের কারণেই বিভিন্ন প্রান্তে ফেরিওয়ালা, রাজমিস্ত্রিরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তারা দু-তিন মাস কাজ না পেয়ে বাড়িতে বসে রয়েছেন। হুমায়ুনের ওই ঘৃণা বক্তব্যের জন্য এই অবস্থা। হুমায়ুন কবীর কি কোনওদিন তাঁদের একবারও খোঁজ নিয়েছেন। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, হুমায়ুন কবীর 'বাবরি মসজিদ' না করে নিজের বাবার নামেও মসজিদ করতে পারতেন। কেবলমাত্র বিতর্ক তৈরি করার জন্যই তিনি এই নাম দিতে চাইছেন। আমি শুনেছি উনি নাকি এই মসজিদের জন্য ২০০ কোটি টাকার 'ফান্ড' জমা করছেন। কোথা থেকে এই টাকা পাচ্ছেন উনি? হুমায়ুনকে 'চিটার' বলে সম্বোধন করে ওই ব্যক্তি বলেন, হুমায়ুন যদি মানুষের রুটি রুজির জন্য কোথাও কারখানা বা ভালো কিছু করেন আমি সাধ্যমত তাঁকে সাহায্য করবো। এখানে ইতিমধ্যেই প্রচুর মসজিদ রয়েছে, তাই আমার জমিতে নতুন করে আর মসজিদ হবে না। ওই 'চিটার'কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন কোথায় 'বাবরি মসজিদ' করবে। আমার সঙ্গে যদি এই জমি কেনার কোনও চুক্তি করে থাকে তাহলে সেই কাগজ তাঁকে দেখাতে বলুন। অন্যদিকে এই ঘটনার পর কিছুটা 'ব্যাক ফুটে' গিয়ে হুমায়ুন বুধবার বলেন, আমি বেলডাঙায় 'বাবরি মসজিদ' করব বলেছি। কিন্তু ওই ব্যক্তির জমিতে মসজিদ করব সেটা কাকে কবে বলেছিলাম? আমি ওই ব্যক্তির জায়গায় 'বাবরি মসজিদ' করবো না। আমি বিকল্প জায়গা দেখে রেখেছি। কিন্তু সেই জায়গার নাম আমি কাউকে বলবো না। হুমায়ুন আজ আরও বলেন , আমার প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আগামী ৬ ডিসেম্বর হবেই এবং সেটা বেলডাঙা-১ ব্লকেই হবে। যে ব্যক্তি আজ বড় বড় বিবৃতি দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আমাদের জমির দাম নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছিল। ওই ব্যক্তি রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীর আত্মীয় হন এবং বিধায়ক পুত্র জামিল চৌধুরীর সঙ্গে ব্যবসা করেন। ওই দু'জন এবং প্রশাসনের নির্দেশেই সেই আজ আমার বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছেন এবং জমি ঘিরেছেন।

ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হল চালকের। হরিহরপাড়ার শ্রীহরিপুর এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, মৃতের নাম আল আমীন মণ্ডল ওরফে রবি। তাঁর বাড়ি হরিহরপাড়া বিডিও রোড এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে চাষের কাজ সেরে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে কিছু দূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে ধান খেতে উল্টে যায় ট্রাক্টরটি। ট্রাক্টরের তলাতেই চাপা পড়ে গুরুতর জখম হন আল আমীন। পথচলতি মানুষ ঘটনাটি দেখে চিৎকার করতে শুরু করেন। এলাকাবাসী ছুটে এসে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু লাভ হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। যুবকের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর পরিবার- পরিজনেরা। গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জালনোট-সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ বুধবার নিউ ফরাক্কা স্টেশনে জিআরপির তৎপরতায় উদ্ধার হল ছয় লক্ষ টাকার জালনোট। উত্তর প্রদেশে পাচারের আগেই আটক হল এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ ফরাক্কা জিআরপির আইসি প্রশান্ত রায় ও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাপ্পাদিত্য ঝার নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল স্টেশনে অভিযান চালায়। জিআরপি জানায, নিউ ফরাক্কা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। তাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই তার ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় মোট ছয় লক্ষ টাকার জালনোট। জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, জালনোটগুলি মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকা থেকে আনা হয়েছিল। ধৃত ব্যক্তি সেগুলি নিয়ে উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। জালনোট পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে।

আবারও হনুমানের হামলা, গুরুতর আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহিষাদল, ২৬ নভেম্বর ঃ দিনের পর দিন হনুমানের আক্রমণে অতিষ্ঠ মহিষাদল ব্লকের মধ্যহিংলী ও ঝাউপাতরা এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার সকালে ফের কয়েকটি হনুমান অতর্কিতে কয়েকজনকে হামলা করে। মহিলা ও পুরুষসহ মোট চারজন গুরুতর জখম হন। আহতদের বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় চলাফেরার সময় হনুমানগুলি আচমকা আক্রমণ করছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যেই আঘাত পেয়েছেন। ফলে বাসিন্দারা আতঙ্কে রাস্তায় বেরোতেই ভয় পাচ্ছেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার বন দফতরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এদিনের ঘটনার পর ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে।

সাইবার প্রতারণা চক্রের হদিশ, দুর্গাপুর-বুদবুদে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ দেশে-বিদেশে অ্যান্টিভাইরাস বিক্রি ও প্রযুক্তি সহায়তার নামে প্রতারণা। আবারও ফোন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এই দুই ধরনের সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করল আসানসোল- দুর্গাপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা ও সাইবার বিভাগ। মঙ্গলবার রাতের যৌথ অভিযানে দুর্গাপুর ও বুদবুদ থেকে ধরা পড়ে দুই অভিযুক্ত। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত প্রসেনজিত সাধক দুর্গাপুর কোক ওভেন থানার আম্বেদকর নগর কলোনির বাসিন্দা। অপরজন ইমতাজ চৌধুরী, বুদবুদ থানার আজাদপল্লিতে স্ত্রী-সহ ভাড়া বাড়িতে থাকত। বুধবার ধৃতদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রসেনজিতকে সাত দিনের এবং ইমতাজকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তে জানা গেছে, প্রসেনজিত গত কয়েকমাস ধরে অনলাইনে অ্যান্টিভাইরাস ও প্রযুক্তি সহায়তার নামে আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণা চক্রে যুক্ত ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে তার বাড়িতে হানা দেয় গোয়েন্দা ও সাইবার বিভাগ। তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। অপরদিকে, ইমতাজ ফোন করে প্রতারণা চালাত বলে অভিযোগ। সেদিন রাতেই তার আজাদপল্লির ভাড়াবাড়ি থেকে মোবাইল, সেই নম্বরে ব্যবহৃত সিম কার্ড এবং নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

লরির ধাক্কায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকান ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ল লরি। এই ঘটনায় লরির ধাক্কার জেরে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার মেহেন্দি পাড়া এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিরামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম ইসলাম মিঞা (৬১)। তিনি স্থানীয় একটি চায়ের দোকান করতেন। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার মেহেন্দি পাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে বাড়ির সামনে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে চায়ের দোকানে ছিলেন ওই ব্যক্তি। হঠাৎ দ্রুত গতিতে আসা একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে ওই চায়ের দোকানে। চায়ের দোকান ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ওই লরিটি। ঘটনায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান পরিবারের অন্য লোকজন। এমন ঘটনা দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় হরিরামপুর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার ও এলাকাবাসীদের অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই লরি চালক। যার জন্যই এমন কাণ্ড ঘটে হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করেছে হরিরামপুর থানার পুলিশ।

স্ত্রীকে নৃশংস খুন, স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৬ নভেম্বর ঃ স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের মামলায় পাঁচ বছর পর স্বামী সুনীল কিস্কুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। বুধবার আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক প্রশান্ত চৌধুরী এই রায় ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাজাপ্রাপ্ত সুনীল কিস্কু বুদবুদের ভাতকুন্ডার বাসিন্দা। ২০২০ সালে স্ত্রী সোনামনি কিস্কু (২১)-কে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। জঙ্গলের ভেতর থেকে সোনামনির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনার পর সোনামনির বাবা বুদবুদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে পুলিশ। খুনের পর থেকেই সুনীল পলাতক ছিল। দু'মাস পর তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপর দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে মামলার শুনানি শুরু হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলা বিচারপ্রক্রিয়ার পর মঙ্গলবার আদালত সুনীলকে দোষী সাব্যস্ত করে। বুধবার বিচারক সুনীলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সঙ্গে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছ'মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সুজিত রায় বলেন, পাঁচ বছর ধরে মামলা চলেছে। আজ আদালত সাজা ঘোষণা করল। মৃতার পরিবার ন্যায় বিচার পেল।

নক্সালবাড়ি ডাকঘরে ব্যাংকিং পরিষেবা বন্ধ, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রাহকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নক্সালবাড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ পরপর দুই দিন ধরে বন্ধ ব্যাংকিং পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন নক্সালবাড়ি ডাকঘর শাখার গ্রাহকেরা। কর্মীদের ছুটিতে থাকার জেরে শাখার কার্যক্রম পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় বুধবার সকাল থেকেই উপভোক্তাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে, মোট চারজন আধিকারিকের উপর নির্ভর করে চলে নক্সালবাড়ি ডাকঘরের কাজ। তবে গত দু'দিন ধরে তিনজনই ছুটিতে থাকায় প্রায় অচল হয়ে পড়েছে ব্যাংকিং পরিষেবা। হঠাৎ এসে টাকা তোলার মতো জরুরি প্রয়োজনেও গ্রাহকদের ঘুরে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, কখনো লিঙ্ক না থাকার অজুহাত, আবার লিঙ্ক থাকলেও কর্মী না থাকায় পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। এতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মাঝে মধ্যেই এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আমরা প্রতিবারই একই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এদিন ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নক্সালবাড়ি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আশ্বাস দিলে কিছুটা শান্ত হয় উপভোক্তারা। যদিও ডাকঘরের নক্সালবাড়ি শাখার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকায় তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ব্যাংকিং পরিষেবা স্বাভাবিক করে সাধারণ মানুষের সমস্যার সুরাহা করতে হবে।

বালিতে পুড়ে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পরেও বন্ধ শিশুবিকাশ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ বালির পুড়ে যাওয়া শিশুবিকাশ কেন্দ্র ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়েও বন্ধই রইল, ফলে দুই দিন ধরে মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিতই রইল ২৮ জন শিশু। অভিযোগ, এই সময়ে একবারও কেন্দ্রটি পরিদর্শনে যাননি পুর প্রশাসক রানা চট্টোপাধ্যায় বা পুরসভার কোনও আধিকারিক। এমনকি অভিযোগ, কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহায়িকার ফোনও ধরেননি পুরপ্রশাসক তথা স্থানীয় বিধায়ক। গত রবিবার বালি নিমতলার কাছে কয়েকটি দোকানঘরের সঙ্গে সুসংহত শিশুবিকাশ কেন্দ্রটি আগুনে পুড়ে যায়। কেন্দ্রের শিশুদের জন্য মজুত চাল, ডাল, বই-খাতা, রান্নার সরঞ্জামসহ প্রায় সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সোমবার ও মঙ্গলবার কেন্দ্র সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে এবং শিশুদের খাবার দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূল নেতা কৈলাশ মিশ্র। তিনি শিশুদের পরিবার, সহায়িকা ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থার আশ্বাস দেন।

কাশির নিষিদ্ধ সিরাপ-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ ৯৩৯ বোতল কাশির নিষিদ্ধ সিরাপ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা হল মুরাদ শেখ ও শরিফ সরকার। তাদের বাড়ি রানিনগর এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানিনগরের মরিচা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকা থেকে ১০৩৯ বোতল নিষিদ্ধ সিরাপ সহ এক মহিলা এবং চারজন পুরুষকে আটক করেছিল কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার তারকনগর হাসখালি বর্ডারে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০৩৯ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার করে। ঘটনায় তিনটি গাড়িও আটক করা হয়। এই তিনটি গাড়িতে মোট নটি ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে থেকেই ১০৩৯ বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল।

বৈঁক ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

ডব্লুবিএইচবি হাউজিং বোর্ড ব্রাঞ্চ
১০৫ এস.এন. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০১৪
ইমেলঃ bom1232@mahabank.co.in/
brmgr1232@mahabank.co.in

সংযোজন ১০

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিঃ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিলাম বিক্রয়

শাখাঃ ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
পশ্চিমবঙ্গ হাউজিং বোর্ড শাখা

তারিখঃ ২৭.১১.২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে তারা ঋণ অ্যাকাউন্টের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিবন্ধিত ডাকযোগে তাদের কাছে পাঠানো নোটিশগুলি ব্যাংকে জমা না দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে। (প্রযোজ্য না হলে মুছে ফেলুন)। অতএব, তাদের দায় এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করতে এবং ০২.১২.২০২৫ তারিখে বা তার আগে বন্ধককৃত সিকিউরিটিগুলি খালাস করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় উক্ত সিকিউরিটিগুলি ব্যাংক কর্তৃক ০৩.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১.০০ টায় ব্যাংক প্রাঙ্গণে ঋণগ্রহীতার মূল্যে পাবলিক নিলামে বিক্রি করা হবে। অথবা তারপরে অন্য কোনও সুবিধাজনক তারিখে ব্যাংক কর্তৃক সোনার অলঙ্কার কিনতে আগ্রহী পক্ষগুলি নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ক্রম নং.	লোনের তারিখ	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	নিলামের জন্য সংরক্ষিত মূল্য
১	০২.০৪.২০২৫	৬০৫৩০৩৯৬৮১৮	শ্রী / শ্রীমতি চন্দা আগরওয়াল ঠিকানা ১ঃ স্বামী প্রমোদ আগরওয়াল ১০০/২ কলকাতা বি টি রোড নোয়াপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৯০, ফোন-৮২৪০৫৮৫৮৭৯ ঠিকানা ২ঃ সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্ট ৮২ বি-হিভ গার্ডেন, বেলঘড়িয়া উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০৫৬	টাকা ১,২৫,০০০/-

তারিখঃ ২৭.১১.২০২৫

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ডব্লুবিএইচবি ব্র্যাঞ্চ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/XIII/117/044/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of sitting arrangement with Ancillary Civil works near Bengal Boys Club surrounding areas in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **4,51,106.37.** Earnest Money: ₹ **9,050.00**. Period of Completion: **25 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIII/117/042/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of Community Toilet/Bathroom for Public Use near 65, Canal Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **2,90,048.94.** Earnest Money: ₹ **5,850.00**. Period of Completion: **25 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIII/117/041/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of Community Toilet/Latrine for Public Use near 28, Canal Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **3,99,119.90.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIII/117/040/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of Shade for Rikshaw Stand and Sufol Bangla with Ancillary Works near Pr. No. 1, 30 Respectively at Jyotish Roy Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **4,98,627.10.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
5. NIT No.: **KMC/XIII/117/062/25-26 (1st Call)** Name of the Work: **Improvement of Paver Block Road at B.L. Saha Road Bye Lane near Pre. No. 32 in Ward No.-117, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **2,14,063.25.** Earnest Money: ₹ **4,300.00**. Period of Completion: **21 days.**
6. NIT No.: **KMC/XIII/117/045/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of Community Toilet/Bathroom for Public Use near Pre. No. 313/3 Roy Bahadur Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **3,14,135.42.** Earnest Money: ₹ **6,300.00**. Period of Completion: **21 days.**
7. NIT No.: **KMC/XIII/117/063/25-26 (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Road by Laying Hot-Mix at P.K. Chandra Lane near Pre. No. 2, 3, 15A etc. in Ward No.-117, Borough-XIII.** Work Value: ₹ **4,72,246.45.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Period of Completion: **25 days.**
8. NIT No.: **KMC/XIII/117/052/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Construction of Community Toilet for Public Use at Hoglapara, T.C. Road Bye Lane in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **2,98,171.62.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
9. NIT No.: **KMC/XIII/117/053/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Improvement of Pathway around Pond with Ancillary Works at Hoglapara, T.C. Road Bye Lane in Ward No.-117, Borough-XIII.** Work Value: ₹ **4,98,882.25.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
10. NIT No.: **KMC/XIII/117/055/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Renovatoin of Auto Stand with various Civil Works at B.L. Saha Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **2,48,927.75.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **21 days.**
11. NIT No.: **KMC/XIII/117/056/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Improvement of Community Toilet with various Civil Works near Mahabirtala More at B.L. Saha Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **2,77,141.88.** Earnest Money: ₹ **5,550.00**. Period of Completion: **21 days.**
12. NIT No.: **KMC/XIII/117/060/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Renovation of Buroshibtala Market area with various Civil Works at B.S.T. Main Road Bye Lane in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **4,97,769.99.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
13. NIT No.: **KMC/XIII/117/059/25-26/APAS (1st Call)** Name of the Work: **Maintenance of Bal Hindi Vidyalaya with various Civil Works at 3, Canal Road in Ward No.-117.** Work Value: ₹ **4,95,783.81.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

Last date and time of submission of bid: **23.12.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 13). Tender will be opened on: **26.12.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 13). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 13).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-V, KMC** invites e-tender online percentage to bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/DG(C)/Br-V/042/APAS/217/2025-2026** Name of the Work: **Repairing of Paver Block Footpath at 201, M.G. Road (PS 217) with Allied area etc. in Ward No.-42.** Estimated Cost (Including GST and CESS): ₹ **3,97,188.64.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/DG(C)/Br-V/041/PS209/2025-2026/APAS1** Name of the Work: **Renovation of Primary School (PS 209) at 12 Bal Mukund Makkar Road in Ward No.-41, KMC, under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS): ₹ **1,16,526.16.** Earnest Money: ₹ **2,400.00**. Period of Completion: **25 days.**
3. NIT No.: **KMC/DG(C)/Br-V/041/PS209/2025-2026/APAS2** Name of the Work: **Renovation of Road side Urinal at Chitpur (PS 209) in Ward No.-41 under Borough-V, KMC.** Estimated Cost (Including GST and CESS): ₹ **1,99,970.53.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

Last date and time of submission of bid: **24.12.2025 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Date and time of opening of Tender: **26.12.2025 – 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **28.11.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

CORRIGENDUM

1) NIT No.- **KMC/XIII/119/39/25-26** (1st Call), (2) NIT No.- **KMC/XIII/119/49/25-26** (1st Call), (3) NIT No.- **KMC/XIII/119/51/25-26** (1st Call), (4) NIT No.- **KMC/XIII/119/52/25-26** (1st Call), (5) NIT No.- **KMC/XIII/119/53/25-26** (1st Call), (6) NIT No.- **KMC/XIII/119/55/25-26** (1st Call), (7) NIT No.- **KMC/XIII/119/56/25-26** (1st Call), (8) NIT No.- **KMC/XIII/119/57/25-26** (1st Call), Published in this Newspaper on **21.11.2025** (Key No. **1452/25-26**) of **Engineering (Civil), Borough-XIII Department** (Sl. No. 1 to 8). Last date for bid submission will be **19.12.2025 (up to 9.00 a.m.)** instead of 13.12.2025 up to 11.00 a.m. (for Sl. No. 1 & 2), **20.12.2025** (up to 10.00 a.m.) instead of 13.12.2025 (up to 11.00 a.m.) (for Sl. No. 3 to 8). Tender will be opened on **22.12.2025 (9.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 & 2), **22.12.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 3 to 8) instead of 15.12.2025 (11.00 a.m.) for Sl. No. 1 to 8). Bid documents available from **22.11.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 8). All other informations remain unchanged for Sl. No. 1 to 8).

NIT No.- **KMC/XIII/115/43/25-26** (1st Call) Published in this Newspaper on **24.11.2025** (Key No. **1472/25-26**) of **Engineering (Civil), Borough-XIII Department**. Last date of bid submission will be **24.12.2025 (up to 11.00 a.m.)** instead of 16.12.2025 (up to 11.00 a.m.) Tender opening date will be **26.12.2025 (11.00 a.m)** instead of 18.12.2025 (11.00 a.m.)

1518/25-26

‘বিকশিত ভারতে’র হারিয়ে যাওয়া অর্ধেক ভারতের উন্নয়নের কৌশল হিসেবে শ্রম বিধি

আরতি আহুজা ও কার্তিক এম পি

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে হলে, কর্মগোষ্ঠীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৪১.৭ এবং বিকসিত ভারত-এ এই হার ৭০ এ উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই ৩০-পয়েন্ট ব্যবধান পূরণ করার জন্য জাতীয় উপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভারতের উন্নয়ন গাথায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, ডিজিটাল অ্যাক্সেস এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও, অনেক সম্ভাবনা অব্যবহৃত রয়ে.গেছে। ভারতকে এমন একটি শ্রম পরিমণ্ডল তৈরি করতে হবে যা মহিলাদের প্রবেশ, টিকে থাকার এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। ভারতের একীভূত শ্রম বিধির বাস্তবায়ন এই পদ্ধতিগত বাধাগুলি দূর করার এবং অন্তর্ভুক্তিকে উপাদনশীলতায় রূপান্তর করার একটি বিরল সুযোগ গড়ে তোলে। মনে করুন-উত্তর প্রদেশের একজন নথিভুক্ত ই-শ্রম কর্মী সীতা, একজন ঠিকাদারের জন্য বাড়িতে পোশাক সেলাই করে অনিয়মিত আয.করেন। তিনি তার দুটি সন্তানকে লালন-পালনের যথেষ্ট সুযোগ পান না। তার মতো মহিলাদের জন্য, নতুন শ্রম আইনগুলি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। কাছাকাছি একটি বস্ত্র কারখানা এখন যথাযথ নিয়ম মেনে চুক্তির মাধ্যমে শিফট কাজের জন্য মহিলাদের নিযাে়গ করছে। প্রথমবারের মতো, ভারতের শ্রম আইন সীতার মতো লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বাধা নয.বরং একটি সহায়ক ব্যবস্থা হয়ে উঠতে চলেছে। ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রণয়ন হওয়া শ্রম বিধিগুলি ২৯টি খণ্ডিত আইনকে চারটি সুবিন্যস্ত কাঠামোতে একত্রিত করেঃ এর মধ্যে রয়েছে মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, পেশাগত সুরক্ষা এবং শিল্প সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল সাহসী, এবং এখন একাধিক রাজ্য দ্রুত সেগুলি কার্যকর করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যকে প্রভাবে রূপান্তর করার জন্য ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তাঃ প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পরিলক্ষিত ঃ সামাজিক নিরাপত্তা বিধি অসংগঠিত কর্মীদের জন্য মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন এবং শিশু যত্নের সুবিধা সহ একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা পর্ষদ গড়ে তোলে। ই-শ্রম পোর্টালে ৩০.৬ কোটিরও বেশি কর্মী নথিভুক্ত রয়েছেন, যার মধ্যে ৫৩, অর্থাৎ ১৬ কোটি মহিলা। পোর্টাল এবং আধার ভিত্তিক ইউএএন-এর মধ্যে সংযোগ, এই অধিকারগুলিকে বিভিন্ন স্থান এবং ক্ষেত্র নির্বশেষে উপলব্ধ করে তোলে। এই পরিকাঠামো সন্তানের জন্মদান বা যত্ন নেওয়ার মতো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় কর্মীদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারে। মহিলাদের কেবল পরিচয়পত্রই নয়, প্রকৃত সহায়তার উপলব্ধতা নিশ্চিত করার জন্য কল্যাণমূলক বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে নথিভুক্তিকরণের সংযোগ দ্রুততর করতে হবে। এটি মহিলাদের কর্মসংস্থান জীবনচক্র জুড়ে আমরা কীভাবে সুরক্ষা প্রদান করি এবং ধরে রাখি তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে যত্ন ঃ যে কোনও মহিলাকে জিজ্ঞাসা করুন কেন তিনি চাকরি ছেড়েছেন, এবং এর উত্তরটি প্রায়শই একটি শব্দে ফিরে আসে-শিশুর যত্ন। পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কর্মপরিবেশ বিধি এই বিষয়টির মোকাবেলা করে। ভারতের প্রায় ৬২ কর্মী নিযুক্ত করে এমন এমএসএমই-দের ক্লাস্টারগুলিকে যৌথভাবে ক্রেচ স্থাপন করতে, যত্নের খরচ ভাগ করে নিতে এবং একটি সক্ষম অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে রূপান্তর করতে সক্ষম করে। পর্যাপ্ত পরিমানে ক্রেচগুলি চালুর জন্য রাজ্যগুলিকে এখন শিল্প সমিতিগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে হবে। কোনও মাকে যেন চাকরি এবং তার সন্তানের যত্নের মধ্যে একটি বেছে নিতে না হয় তার জন্য বিশেষ করে শিল্প করিডোর এবং এসইজেডগুলিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।সবসময়ের অর্থনীতির দরজা খোলা-ওএসএইচ বিধির ৪৩ নম্বর ধারা মহিলাদের যেকোনো ক্ষেত্রে, সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত রাতের শিফট সহ কাজ করার অনুমতি দেয়। এমনকি, যদি তাদের সম্মতি থাকে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় তবে খনিতেও তারা কাজ করতে পারবেন। এর পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তি স্পষ্ট। দিবারাত্রি কাজ করে এমন উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিযোগিতার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। রাজ্যগুলির মধ্যে এই অভ্যাস চালু হলে এবং একে অপরের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলে আমরা এর আরও ভালো ফলাফল আশা করতে পারি।টেবিলে একটি আসন নারীর কণ্ঠস্বর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ-মজুরি সংক্রান্ত বিধি - সবচেয়ে সুচিন্তিত সংস্কারগুলির মধ্যে একটি - এটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা হওয়া বাধ্যতামূলক করে। এই পর্ষদগুলিকে মজুরি নীতি গঠন, মহিলাদের কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ এবং নমনীয় কাজের ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে এমন নীতি তৈরির জন্য এই প্রাতিষ্ঠানিক নকশা অপরিহার্য। যত বেশি রাজ্য এই পর্ষদগুলিকে সক্রিয় করবে, লিঙ্গ-সাম্য ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ প্রান্তিক থেকে মূলধারায় পরিচালিত হবে। নতুন শ্রমবিধিগুলি একটি মৌলিক সুযোগ প্রদান করে, এবং কেন্দ্র যখন সূচনা করেছে, তখন প্রকৃত রূপান্তর ঘটবে রাজ্য স্তরে, এবং আমাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষমতাও উন্নত হবে। যেসব রাজ্য দ্রুত নিয়মকানুন সমন্বয় করে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একীভূত করে, উপদেষ্টা বোর্ড সক্রিয় করে এবং লিঙ্গ-বহির্ভূত ফলাফল ট্র্যাক করে, তারা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে। এই বিধিগুলি রূপোলী বুলেট নয়, তবে কাঠামোগত বাধাগুলি মোকাবেলা করার জন্য এগুলি শক্তিশালী লিভার। সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে, এগুলি ভারতের প্রতিভা পাইপলাইনকে প্রসারিত করতে পারে এবং আমাদের জনসংখ্যাগত লভ্যাংশকে তাপর্যপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করতে পারে। শ্রমবিধিগুলিকে আমলাতান্ত্রিক সংস্কার হিসাবে দেখা উচিত নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির সম্ভবনা হিসাবে দেখা উচিত। এই বিধি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতকে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্তমূলকভাবে কাজ করতে হবে যা মহিলাদের সুবিধাভোগী হিসাবে নয়, বরং বিকশিত ভারতের সহ-স্থপতি হিসাবে বিবেচনা করে। (পিআইবি)

রেলওয়ে বোর্ড সদর দপ্তর মর্যাদার সাথে ‘সংবিধান দিবস’ উদযাপন করেছে

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ'সংবিধান দিবস' উপলক্ষে বুধবার রেল ভবনে অবস্থিত রেলওয়ে বোর্ড সদর দপ্তরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শ্রী সতীশ কুমার, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। সংবিধানের প্রতি নবায়িত অঙ্গীকার-সকাল ১১.০০ টায় বোর্ডের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান শ্রী সতীশ কুমারের নেতৃত্বে উপস্থিত সকল কর্মী সম্মিলিতভাবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। এই সময়, সকলেই সংবিধানের মৌলিক আদর্শ সমুন্নত রাখার এবং জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। ডিজিটাল অংশগ্রহণের উপর জোর রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ভৌত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংবিধান দিবস উদযাপনের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। MyGov.in এবং constitution75.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'সংবিধানিক গণতন্ত্র' বিষয়ক অনলাইন কুইজে অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। তাদের অনলাইনে প্রস্তাবনাটি পড়ার এবং একটি শংসাপত্র গ্রহণ করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই দিবসটি কেন পালিত হয়? উল্লেখ্যযোগ্য যে, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান গ্রহণ করে। এই ঐতিহাসিক দিনের স্মরণে, ২৬ নভেম্বর প্রতি বছর 'সাংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়। রেলওয়ে বোর্ডের এই পালন ভারতীয় রেলওয়ের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জাতির সাংবিধানিক নীতির প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

তাবাতাবাই হত্যায় কেঁপে উঠল হেজবোল্লার শক্তিকাঠামো

সংবাদসংস্থা, ২৫ নভেম্বর ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ইজরায়েল-হেজবোল্লা সংঘাত যে দিন দিন ভয়ঙ্কর মোড় নিচ্ছে, রবিবারের বেইরুট হামলা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শহরের জনবহুল দক্ষিণাঞ্চলে আচমকা ইজরায়েলি বিমান হানায় মৃত্যু হয়েছে হেজবোল্লার অন্যতম শীর্ষ নেতা হাইথাম আলি তাবাতাবায়ের। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের তীব্র চাঞ্চল্য লেবাননজুড়ে। কারণ নিহত তাবাতাবাই শুধু সংগঠনের একজন সাধারণ কমান্ডার নন-তিনি ছিলেন হেজবোল্লার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ইউনিট ' প্রধান, এবং সংগঠনের কার্যত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা। ফলে তাঁর মৃত্যুতে হেজবোল্লার শক্তিকাঠামো যে ব। ধাক্কা খেল-তা বলাই বাহুল্য। ১৯৬৮ সালে বেইরুটে জন্ম তাবাতাবাইয়ের পরিবারও ছিল গভীরভাবে লেবানন-ইরান রাজনৈতিক-ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মা দক্ষিণ লেবাননের মানুষ, আর বাবা জন্মসূত্রে ইরানি। দক্ষিণ লেবাননের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব এবং ধর্মীয় উত্তেজনার আবহেই বড় হয়ে ওঠেন তাবাতাবাই। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি যোগ দেন হেজবোল্লায়। সেই সময় হেজবোল্লা লেবাননে ইজরায়েলি দখলের বিরুদ্ধে অন্যতম বড় প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে মাথা তুলছে। কিশোর তাবাতাবাইও সেই সময় থেকেই হয়ে ওঠেন সংগঠনের তরুণ মুখ। ক্রমে তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। ২০০০-এর দশকে সিরিয়া-লেবানন সীমান্ত এলাকায় হেজবোল্লার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব পান তিনি। ২০১৫ সালে দক্ষিণ সিরিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইজরায়েল। সেদিন তাবাতাবাই প্রাণে বাঁচলেও, নিহত হন সংগঠনের আরেক শীর্ষ নেতা ইমাদ মুঘনিয়ের ছেলে জেহাদ মুঘনিয়ে। সেই ঘটনার পর থেকেই ইজরায়েলি বাহিনী তাবাতাবাইকে ' লক্ষ্য' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। ২০১৬ সালে তাবাতাবাইকে আনুষ্ঠানিকভাবে ' জঙ্গি' ঘোষণা করে আমেরিকা। তাঁর মাথার দাম ধার্য হয় প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের মতে, তাঁর সামরিক দক্ষতা, কৌশলগত নেতৃত্ব এবং সিরিয়া-ইরান-লেবানন জুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করার ক্ষমতা তাঁকে হেজবোল্লার সবচেয়ে ' স্ট্র্যাটেজিস্ট' করে তুলেছিল। হেজবোল্লার সামরিক শাখার মূল অস্ত্র ছিল ' ইউনিট', যার নেতৃত্বে তার ছিল তাবাতাবাইয়ের কাঁধে। রাদওয়ান ছিল ইজরায়েলের উত্তর সীমান্তে দ্রুত আক্রমণ চালাতে সক্ষম বিশেষ বাহিনী। ইজরায়েলের দাবি, এই ইউনিটের পরিকল্পনাই ছিল ইজরায়েলের সীমান্ত শহরগুলোয় হানা দিয়ে অপহরণ, নাশকতা এবং সামরিক ঘাঁটি দখল। তাবাতাবাইকে তাই হেজবোল্লার চিফ অফ স্টাফ হিসেবেই দেখত ইজরায়েল। তাঁর হাতে ছিল সংগঠনের সবচেয়ে প্রশিক্ষিত বাহিনীর নকশা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব। ফলে তাঁর মৃত্যু মানে শুধু একজন নেতার মৃত্যু নয়-বরং সংগঠনের কৌশলগত মস্তিষ্কের পতন। ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স জানিয়েছে, রবিবারের হামলা ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক। তবে লক্ষ্যবস্তুর নাম তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ না করলেও, হেজবোল্লা নিশ্চিত করে যে হামলাটি ছিল তাবাতাবাইকে হত্যা করতেই। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর জানায়, বেইরুটের কেন্দ্রস্থলে নির্দিষ্ট অবস্থানে আঘাত হেনেছে আইডিএফ। ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, তাবাতাবাই ছিলেন ইরানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পরিচালিত সামরিক অপারেশনের মূল কারিগর। বিশেষ করে হামাস-হেজবোল্লা যৌথ নাশকতার পরিকল্পনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের শেষদিকে আইডিএফ কয়েক দফায় হামলা চালিয়ে হেজবোল্লার নেতৃত্ব কাঠামোতে ব। ধাক্কা দেয়। তখন সংগঠনের বহু শীর্ষ নেতা নিহত হন। সেই সময়েই নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন তাবাতাবাই। ফলে তাঁকে নির্মূল করা ইজরায়েলের কাছে প্রধান লক্ষ্য ছিল। লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে, রবিবারের ওই বিমান হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, আহত ২১। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে। কারণ ঘটনাস্থল ছিল ঘনবসতি। এএফপি জানিয়েছে, বেইরুটের দক্ষিণ শহরতলির জনবহুল অঞ্চলে হামলা চালানো হয়েছিল। বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে বহু দেহ শনাক্ত করাই সম্ভব হচ্ছে না। ঘটনার পর মুহূর্তেই এলাকা জুড়ে শুরু হয় আতঙ্ক। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় কয়েকটি আবাসন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইজরায়েল ঠিক এমন জায়গাতেই হামলা চালিয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ বাস করে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হল। হেজবোল্লা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে-তাবাতাবাই ছিলেন তাদের কৌশলগত নেতৃত্বের অন্যতম স্তম্ভ। তাঁর মৃত্যু সংগঠনের মনোবল, সামরিক পরিকল্পনা এবং সীমান্ত কৌশলে বড় ধাক্কা দেবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাবাতাবাইয়ের মতো অভিজ্ঞ নেতার স্থলাভিষিক্ত এমন কাউকে পাওয়া সহজ নয়। বিশেষত রাদওয়ান ইউনিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখা পরিচালনায় অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব হেজবোল্লাকে সামরিকভাবে দুর্বল করে দিতে পারে। তবে ইতিহাস বলছে-হেজবোল্লা কখনওই কোনও নেতার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েনি। বরং প্রতিটি আঘাতের পর তারা আরও সংগঠিত হয়। কিন্তু এ বার পরিস্থিতি ভিন্ন। ইজরায়েল সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে যেভাবে হেজবোল্লার নেতৃত্বকে লক্ষ্য করছে, তা সংগঠনের শক্তিকাঠামোর ওপর দীর্ঘমেয়াদি গভীর প্রভাব ফেলবে। তাবাতাবাইয়ের মৃত্যু শুধু একজন কমান্ডারের মৃত্যু নয়-এটি হেজবোল্লার সামরিক কৌশল ও ভবিষ্যতের ওপর বিরাট আঘাত। রাদওয়ান ইউনিটের শক্তি, সীমান্ত রাজনীতি, লেবাননের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি-সব কিছুর ওপরই পড়বে এর সরাসরি প্রভাব। মধ্যপ্রাচ্যের এই নতুন উত্তেজনা কোন দিকে মোড় নেবে, তা এখন নির্ভর করছে হেজবোল্লার পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ইজরায়েলের সীমান্ত কৌশলের ওপর। এক কথায়, তাবাতাবাই হত্যার পর পরিস্থিতি যতটা জটিল, ততটাই অস্থির-যার ছায়া আগামী দিনেও গভীরভাবে পড়বে লেবানন-ইজরায়েল ভূরাজনীতিতে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় সংবিধান দিবস উদযাপন

গোরখপুর, ২৬ নভেম্বরঃ ২৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার অফিস কমপ্লেক্সে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকরের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় সংবিধান দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকরের নেতৃত্বে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেনয আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে গঠন করার এবং এর সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তাভাবনা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস, বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার এবং তাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রচার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি, যা ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করবে। অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, রেলওয়ে কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা, নজরদারি, জনসংযোগ এবং রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবিধান দিবস উপলক্ষে ইজ্জতনগর, লখনউ, বারাণসী এবং কারখানা-এই তিনটি বিভাগেও একই রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা,উলুবেড়িয়া ঃ সংবিধান দিবস উপলক্ষে বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ডাকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার নির্দেশে হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেস কমিটির ব্যবস্থাপনায় উলুবেড়িয়া এস, ডি, ও অফিস সংলগ্ন রাস্তায় সংবিধান বাঁচাও দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আলম দেইয়ান, জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সহ-সভাপতি সেখ হাফিজুর রহমান, জেলা কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শেখ সফিকুল আলম।

NAME CHANGE

I, Shridhar Kumar Mallick (Old Name) S/o Utthan Pado Mallick Residing at Flat No-3E, Block-II, Sabuj Swapno Apartment, 260 Mankundu Station Road, Bishal Megamart, Shombur More, Chandannagar (MC), District - Hooghly, Pin - 712136, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sridhar Kumar Mallick (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 26-11-2025. Shridhar Kumar Mallick (Old Name) and Sridhar Kumar Mallick (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Latika Dhali (Old Name) W/o Sudhanshu Sekhar Dhali Residing at Dakshin Paschim Para, Uttar Chandanpiri, P.o - Chandanpiri, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Latika Rani Dhali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 26-11-2025. Latika Dhali (Old Name) and Latika Rani Dhali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manju Devi Jain (Old Name) W/o Sharwan kumar Jain Residing at Flat - 4A, 15, B.T Road, P.o - Cossipore, P.s - Chitpur, District - Kolkata Pin - 700002 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Manju Jain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Manju Devi Jain (Old Name) and Manju Jain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Daud Mondal, Md Daud Mondal (Old Name) S/o Darbesh Mondal Residing at Purba Para, Sanjua, P.o - Bakhrahat, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743377, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Daud Ali Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Mohammad Daud Mondal, Md Daud Mondal (Old Name) and Daud Ali Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nonawar Sijan Sekh (Old Name) S/o Atikur Rahaman Sekh Residing at Vill - Baidya Para Road, P.o - Baruipur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700144, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Monowar Sijan Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Nonawar Sijan Sekh (Old Name) and Monowar Sijan Sekh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soumitra Seal (Old Name) S/o Shyam Krishna Seal Residing at 20B, Nazir Lane, P.o - Khiddirpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Soumitra Kumar Seal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Soumitra Seal (Old Name) and Soumitra Kumar Seal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gita Shaw (Old Name) W/o Gopal Prasad Shaw Residing at 39, Dr.S.P Mukherjee Road, P.o - Titagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700119, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Gita Devi Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Gita Shaw (Old Name) and Gita Devi Shaw (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rosonara Begom (Old Name) W/o Sk Jamal Uddin Residing at Vill - Banharishpur, P.o - Banharishpur, P.s - Panchla, District - Howrah, Pin - 711322, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Rowsanara Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Rosonara Begom (Old Name) and Rowsanara Begum (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjana Biswas (Old Name) (DOB- 01/11/1965 As per Passport No- N3673083) W/o Bijoy Kumar Biswas Residing at Madhya Chanduria, Vtc - Chanduria, P.o - Chanduria, District - Nadia, Pin - 741248, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Anjona Rani Biswas (New Name) (DOB- 05/08/1958 As per Aadhar no- 9564 3785 1453, Voter no- SSA2532588, Pan no- DZOPB2423N) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 26-11-2025. Anjana Biswas (Old Name) and Anjona Rani Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Manish Gupta (Old Name) S/o Jai Prakash Gupta Residing at 5B/17, Seals Garden Lane, Vtc - Cossipore, P.o - Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Manish Kumar Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 20/2025 Dated 26-11-2025. Manish Gupta (Old Name) and Manish Kumar Gupta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Momatahena Ata (Old Name) W/o Enayet Hossain Ata Residing at Mathuarapur Atapara, Vtc - Mathurapur, P.o - Kholapota, P.s - Matia Block Basirhat-2, District - North 24 Parganas, Pin - 743428, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Momata Hena Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 26-11-2025. Momatahena Ata (Old Name) and Momata Hena Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Naju Mondal, Najimuddin Mondal (Old Name) S/o Lutfar Mondal Residing at Paschim Satbaria, P.o - Panpur, P.s - Haringhata, District - Nadia, Pin - 741249, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Najimuddin Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-11-2025. Naju Mondal, Najimuddin Mondal (Old Name) and Najimuddin Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bijay Kumar Biswas (Old Name) S/o Rabindra Biswas Residing at Chanduria Madhyapara, Vtc - Chanduria, P.o - Chanduria, District - Nadia, Pin - 741248, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Bijoy Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2025 Dated 26-11-2025. Bijay Kumar Biswas (Old Name) and Bijoy Kumar Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anjana Biswas (Old Name) W/o Bijoy Kumar Biswas Residing at Madhya Chanduria, Vtc - Chanduria, P.o - Chanduria, District - Nadia, Pin - 741248, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Anjona Rani Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 26-11-2025. Anjana Biswas (Old Name) and Anjona Rani Biswas (New Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, ATAULLA & ATAULLAH MONDAL (old name) S/O -ASIRUDDIN MONDAL residing at VILL- CHHAIGHORI PASCHIMPARA PO- CHHAIGHORI PS- DAULATABAD DIST-MURSHIDABAD PIN- 742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ATAULLA & ATAULLAH MONDAL (old name) to MOHAMMED ATAULLAH MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MOHAMMED ATAULLAH MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 26/11/2025. MOHAMMED ATAULLAH MONDAL (new name) & ATAULLA & ATAULLAH MONDAL (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shruti Mondal (Old Name) wife of Sanjoy Saha, residing at Green Park near Netaji United Club, P.O. - Michealnagar, P.S.- Airport, Dist - 24 Parganas (North), Pin-700133, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shruti Saha (New name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/11/2025. Shruti Saha (New Name) and Shruti mondal (Old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,FITAL SHAIKH (old name) S/O - NEHAR SEKH residing at VILL- DHAPARIYA PO- MATCHPOTA PS- NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN- 741124. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from FITAL SHAIKH (old name) to FITAI SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as FITAI SHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 26/11/2025. (new name)FITAI SHAIKH & FITAL SHAIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moli Roy (Old name), S/o Khagendra Nath Saha, resident of Bibhuti Bhavan, 3/A Ashram Para, near Ava Apartment P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri shall henceforth be known as MOLI RANI SAHA (New name) as declared before the Executive Magistrate(Sadar) 1st class at Jalpaiguri vide affidavit SL No. 16384, dated 13.08.2025. Moli Roy (Old name) and MOLI RANI SAHA (New name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Badal Kumar Das (old name) residing at Angardaha, Pipulberia, Murutia, Dist- Nadia , Pin- 741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BADAL KUMAR DAS to BADAL DAS and henceforth I shall be known as BADAL DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nadia dated 17/11/2025. BADAL KUMAR DAS and BADAL DAS both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Malaque (Old Name) S/O– Kobad residing at Vill-Pukur Para , PO-Mokdumpur , PS-English Bazar , Malda , West Bengal 732103 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Malaque to Abdul Malek and henceforth I shall be known as Abdul Malek (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Abdul Malek & Abdul Malaque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rabeya Bibi (Old name) S/o Late Golam Mostafa resident of Solagori(Kuchpala), P.O.-Nagbal, P.S.- Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305 have changed my name and shall henceforth be known as Mos Rabiya Bibi (New name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Chinsurah, Hooghly vide affidavit SL No. 10514, dated 06.11.2025. Rabeya Bibi (Old name) and Mos Rabiya Bibi (New name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sayani Saha, D/o Ashis Kumar Saha, residing at 102, Narasingha Dutta Road, P.O.- Khurut, P.S.- Bantra, Dist.- Howrah–711101, declare that my father's correct name is Ashis Kumar Saha, wrongly recorded as Ashis Saha in some documents. Both names refer to the same and identical person, as per Affidavit No. 15 before the 1st Class Judicial Magistrate, Howrah, dated 31/10/2025.

NAME CHANGE

I, Momena (Old Name) W/O-Md Saheb Sk resident of N0168 Gharialichak Jamai Para , Kaliachak , Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Momena to Momena Bewa and henceforth I shall be known as Momena Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Malda court on 09/10/2025. My name Momena Bewa & Momena both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Momena Bewa , my husband's (Old Name) Saheb resident of N0168 Gharialichak Jamai Para , Kaliachak , Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my husband's name from Saheb to Md Saheb Sk and henceforth my husband's name shall be known as Md Saheb Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Malda court on 09/10/2025. My husband's name Md Saheb Sk & Saheb both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sofikul Sk (Old Name) S/O–Year Nabi Sk residing at Sridharpur , Lalkhandiar , Raghunathganj-II , Murshidabad, West Bengal 742213 do hereby declared that I have changed my name from Sofikul Sk to Sofikul Sekh and henceforth I shall be known as Sofikul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Sofikul Sekh & Sofikul Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BIPLOB KUMAR SAHA (old name) S/O -ROHINI SAHA residing at VILL- NOWDAPARA PO- GODAGARI PS- SAGARPARA DIST-MURSHI DABAD PIN- 742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BIPLOB KUMAR SAHA (old name) to BIPLAB KUMAR SAHA (new name) and henceforth, I shall be known as BIPLAB KUMAR SAHA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 26/11/2025 . (new name)BIPLAB KUMAR SAHA & BIPLOB KUMAR SAHA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rehena Khatun (old name) D/O Raihanuddin residing at Vill- Altabartala PO& PS- Bhagwangola Dist- Murshidabad Pin-742135. West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Rehena Khatun (old name) to Rehena Parvin (new name) and henceforth, I shall be known as Rehena Parvin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Berhampore dated on 24/09/2025. Rehena Parvin (new name) & Rehena Khatun (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, FIROJA BIBI (OLD NAME) W/O SAIFUL ISLAM MOLLA ,RESIDING AT , MALLICKPORE BARUIPUR , S. 24. PGS. - 700145 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FIROJA KHATUN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 26/11/25, FIROJA KHATUN (NEW NAME) AND FIROJA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I DILLWAR MALLICK and S/O KALACHAND MALLICK residing at Vill-Mollaber, P.O.-Mollaber, Hooghly -712250, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DELOYAR MALLICK as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 10, Dated 26/11/2025. DILLWAR MALLICK and DELOYAR MALLICK both are same and identical person.

NAME CHANGE

I ANAMIKA SINGH and ANAMIKA HEMANI W/O PARAS S HEMANI, D/O DEVENDRA PRATAP SINGH residing at Dakhineer Apartment, Block-III, 5th Floor, Flat no-5H, 116 N S C Bose Road, Near G.D. Birla High School, Regent Park, Kolkata - 700040, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANAMIKA SINGH HEMANI as declared before the Judicial Magistrate First Class at Alipore Court vide affidavit No 71774 Dated 25/11/2025. ANAMIKA SINGH and ANAMIKA HEMANI and ANAMIKA SINGH HEMANI both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, MD ANIS ABDUL HAMID (OLD NAME) S/O ABDUL MAZID ,RESIDING AT , NEAR PIRTALA MALLIKPUR , MALLICKPUR, S. 24.PGS. - 700145 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HAMID (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 26/11/25, ABDUL HAMID (NEW NAME) AND MD ANIS ABDUL HAMID (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I, ASIYA BEGUM (OLD NAME) D/O NUR RASID ALI KHAN ,RESIDING AT , VILL - MAHAMMADPUR, P. O - NILPUR, NANDIGRAM , PURBA MEDI NIPUR - 721631 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST ASIA KHATUN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 26/11/25, MST ASIA KHATUN (NEW NAME) AND ASIYA BEGUM (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

NAME CHANGE

I, HARUNALRASID SHAIKH (OLD NAME) S/O LATE SK MAHAMMAD HOSAIN ,RESIDING AT , VILL - MAHAMMADPUR, P. O - NILPUR, NANDIGRAM , PURBA MEDINIPUR - 721631 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HARUN AL RASID (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 26/11/25, SK HARUN AL RASID (NEW NAME) AND HARUNALRASID SHAIKH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

নাম পরিবর্তন

আমি Molla Khayrul Hossen পিতা Aimul Haque Molla (পুরাতন নাম) গ্রাম- পুইন পোঃ-গোলতা,থানা- আরামবাগ জেলা- হুগলী পিন-৭১২৬১৫ প ঃ বঃ স্থায়ী বসিন্দা। এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্ট এফিডেভিট দ্বারা Molla khayrul Hossen পিতা Molla Aimal Haque (নতুন নাম) পরিচিত হলাম । গত, ২৬.১১.২৫ (SL-NO-15307) এফিডেভিট বলে Aimul mu Haque Molla (পুরাতন নাম) এবং Molla Aimal Haque (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

NAME CHANGE

I, Md. Abdur Rahman Mollah (old name) son of Hazi Harun Rashid Mollah, residing at Vill & P.O – South Kolorah, P.S – Domjur, Dist: Howrah, Pin: 711411, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Abdur Rahman Mollah (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide affidavit No. 1730 dated 21/11/2025. Md. Abdur Rahman Mollah (old name) and Mohammad Abdur Rahman Mollah (new name) both are same and one identical person.

মুর্শিদাবাদে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, দলীয় কর্মীদের কী বার্তা দেন শোনার জন্য উদ্গ্রীব সকলে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৬ নভেম্বর ঃ রাজ্য জুড়ে শুরু হওয়া ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হতে চলেছে আগামী ৪ ডিসেম্বর। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় ওই দিন একটি বড় জনসভা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ইতিমধ্যেই ওই সভার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ এসে পৌঁছেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার জানান, জেলা প্রশাসন এবং আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি আগামী ৪ ডিসেম্বর আমাদের দলনেত্রী বহরমপুর স্টেডিয়ামে একটি বড় জনসভা করবেন। ওই দিন দুপুর একটা নাগাদ তাঁর জনসভা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছে আগামী ৪ ডিসেম্বর বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রী একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। ওই দিন তাঁর প্রশাসনিক বৈঠক করার কিনা সে বিষয়ে আমরা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় আমরা দেড় লক্ষ লোক জমায়েত করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব এক প্রস্থ বৈঠক করেছে। বুধবার বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব এই বিষয়ে বৈঠক করছে। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও আমাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর চূড়ান্ত সফর সূচি সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি। তবে আমরা জানতে পেরেছি আগামী ৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর মালদা জেলায় কর্মসূচি রয়েছে। তারপরের দিন উনি মুর্শিদাবাদ জেলায় আসবেন। ওই আধিকারিক আরও জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা করবেন না কেবলই জনসভা করবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে রাজ্যজুড়ে চলা এসআইআর-এর প্রথম পর্বের ঠিক শেষ দিন মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে রাজ্যবাসী এবং তৃণমূল নেতৃত্বকে কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, আগামী ৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলায় আসছেন। তাঁর কর্মসূচি সফল করার জন্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য কেবলমাত্র ফরাক্কা ব্লক থেকে ২০০০ লোক বহরমপুরে যাবেন। মুর্শিদাবাদের লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মোহাম্মদ আলী বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাঁর চূড়ান্ত কর্মসূচি এখনও আমাদের জানানো না হলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে আগামী ৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুরে একটি প্রশাসনিক সভা করবেন। তার সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে তার প্রথম পর্যায় শেষ হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর। ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ জেলার জনসভা থেকে দলীয় কর্মী এবং রাজ্যবাসীকে কী বার্তা দেন তা শোনার জন্য আমরা সকলেই অধীর আগ্রহে রয়েছি। মহম্মদ আলী বলেন, রাজ্য জুড়ে যেভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা। তবে এই কাজে এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা যথেষ্টই ভালো অগ্রগতি দেখিয়েছে। আমরা মনে করছি এসআইআর - এর প্রথম পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর আগামী ৯ তারিখ খসড়া তালিকা প্রকাশের পর আমাদের কাজ আরও বাড়বে।

মেট্রো রেলে সংবিধান দিবস পালন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর ঃ ভারতের সংবিধান গ্রহণের স্মরণে প্রতি বছর

আমাদের দেশে সংবিধান দিবস, যা 'সম্বিধান দিবস' নামেও পরিচিত, পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, ভারতের গণপরিষদ ভারতের সংবিধান গ্রহণ করে, যা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। ২৬.১১.২০২৫ তারিখে সংবিধান দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসেবে, শ্রী শুভ্রাংশু এস. মিশ্র, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। মেট্রো রেল ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মীরা এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই সান্দাকফু ভ্রমণ? বারবার পর্যটকের মৃত্যুতে উদ্বেগ বিভিন্ন মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৬ নভেম্বর ঃ সান্দাকফু ভ্রমণে একের পর এক পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মহলে। প্রশ্ন উঠেছে, কেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ হাজার ফুট উঁচু পশ্চিমবঙ্গ-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত সিঙ্গালিলা শৈলশিরার ওই শৃঙ্গে ওঠার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে পর্যটকদের বিপদ বাড়ছে। উচ্চতার কারণে সেখানে অক্সিজেনের অভাববোধ তো রয়েছেই, তবুও অসুস্থ হলে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে। অসুস্থ পর্যটককে নিচে নামানোর সময়ও ঘটছে নানা দুর্ঘটনা। দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা অবশ্য বলেন, সান্দাকফুতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই কাজ সম্পূর্ণ হলে বিধিনিষেধগুলো কড়া ভাবে মেনে চলা সম্ভব হবে। এখন সাধারণভাবে পর্যটকদের সান্দাকফুতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু পরামর্শ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা যে একদম নেই সোমবারের ঘটনায় আরও স্পষ্ট হয়েছে। এদিন সান্দাকফুতে পৌঁছে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারান কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা ৭২ বছরের পর্যটক। প্রশ্ন উঠেছে বৃদ্ধা সান্দাকফুতে ওঠার অনুমতি পেলেন কেমন করে? কেন বয়সজনিত কারণেই তাকে আটকে দেওয়া হয়নি? জিটিএ কর্তারা ওই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। এর আগেও একাধিক পর্যটক সান্দাকফুতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন। মৃত্যুও হয়েছে। চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের রাজ নারায়ণ দে নামে এক পর্যটকের সান্দাকফুতে মৃত্যু হয়। তার আগে উত্তর দিনাজপুরের আরেক পর্যটকও সেখানে প্রাণ হারান। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ইজরায়েলের এক পর্যটক মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু ট্রেকিং করতে গিয়ে রাতে

ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান। চলতি বছরের ২১ নভেম্বর সান্দাকফুতে বেড়াতে গিয়ে কলকাতার ভবানীপুরের এক বাসিন্দা প্রাণ হারান। এক মাস পর, ৪ ডিসেম্বর, সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয় উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের অশোকনগরের মুকুন্দ দাস রোডের এক পর্যটকেরও। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে এই মৃত্যুমিছিল কবে থামবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জিটিএ-র দায়িত্ব এবং নজরদারিও ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। অভিযোগ উঠেছে, সান্দাকফুতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির আশ্বাস দেওয়া হলেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। পাশাপাশি, উচ্চতার কারণে কাদের সান্দাকফুতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, সে বিষয়ে জিটিএ-এর কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয়নি, যার ফলে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত।

অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেটে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৬ নভেম্বর ঃ অক্সিজেন সিলিন্ডার নামানোর সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ! বীরভূমের রামপুরহাটে বুধবার সকালে ঘটে এই দুর্ঘটনা। ঘটনায় দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বিচ্ছিন্ন হাত-পা প্রায় ৫০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। জখমদের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ রামপুরহাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি দোকানে লরি থেকে অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার নামানো হচ্ছিল। ১৪ নম্বর জাতীয় সাকের পাশে ওই দোকানটি রয়েছে। ওই গাড়ির চালক ও খালাসি আবু তালেব ও উজির হোসেন ওইসব সিলিন্ডার নামাচ্ছিলেন বলে খবর। সেসময়ই ঘটে বিপত্তি। গাড়ি থেকে একটি অক্সিজেন ভর্তি সিলিন্ডার মাটিতে পড়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে একজনের একটি হাত ও অন্যজনের একটি পা উড়ে যায়। তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাত-পা প্রায় ৫০ ফুট দূরে ছিটকে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে ওঠে ওই এলাকা। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা এবং এহেন পরিস্থিতি দেখে আঁতকে ওঠেন তাঁরা। জখমদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তবে তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক এমনটাই জানা গেছে হাসপাতাল সূত্র মারফত। রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শিক্ষকের অভিনব চিন্তাধারা উপার্জনের দিশা দেখাচ্ছে স্কুল পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৬ নভেম্বর ঃ কোনও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নয়, মালদার এই স্কুল শিক্ষকের অভিনব চিন্তাধারা উপার্জনের দিশা দেখাচ্ছে

স্কুল পড়ুয়াদের। পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের হাতের কাজে আগ্রহী করে তুলতে নিজের উদ্যোগে স্কুলে শুরু করেছেন হস্তশিল্পের ক্লাস। মালদার পুরাতন মালদার ভাবুক রাম মার্ডি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক সৈকত চৌধুরী। পড়াশোনার পাশাপাশি সিলেবাসের বাইরে গিয়ে নিজের উদ্যোগে স্কুলের পড়ুয়াদের হস্তশিল্পে পারদর্শী করে তুলতে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন তিনি। কাঠের তৈরি একাধিক রকম উপকরণ সামগ্রী থেকে কাঠ পুতুল, মুখা, লক্ষ্মী পেঁচা ইত্যাদি একাধিক রকম কাঠ সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে স্কুলের পড়ুয়াদের। এমন প্রশিক্ষণের ফলে পড়ুয়ারা নিজেদের শিল্পকর্ম বিক্রি করে উপার্জন করতে পারবেন। উপার্জনের সেই টাকায় নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেরাই চালাতে পারবে বলে অভিমত সৈকতবাবুর। ওই সহকারী শিক্ষক সৈকত চৌধুরী জানান, বাল্যকালে স্কুল জীবনে এই হাতের কাজ শিখেছিলেন তিনি। পড়াশোনার পাশা পাশি কীভাবে অর্থ উপার্জন করে এগিয়ে যাওয়া যায় তা অন্যতম বিকল্প হচ্ছে হস্তশিল্প। এই কাজে পড়ুয়ারা বাড়িতে বসে নিজেদের কাঠের একাধিক রকম উপকরণ তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। পড়ুয়ারা আগ্রহী থাকায় তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতিবছরই কলা উৎসবে পড়ুয়ারা তাঁদের হাতের তৈরি একাধিক রকম উপকরণ তৈরি করে প্রদর্শনীতে নিয়ে যান। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের কোতয়ালি এলাকার বাসিন্দা সৈকত চৌধুরী। পুরাতন মালদার ভাবুক রাম মার্ডি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক তিনি। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার পড়ুয়াদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে নিরলস প্রয়াস করে চলেছেন সৈকতবাবু। যদিও হস্তশিল্পের কোনও ক্লাস রুটিন স্কুলে নেই। এই রুটিনের বাইরে অতিরিক্ত সময়ে তিনি হাতের কাজের শিক্ষা দিয়ে চলেছেন পড়ুয়াদের। এমনকী ছুটির দিনে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেও চলে শিক্ষাদান। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা হাতের কাজে জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।

শ্রম কোড বাতিলের দাবীতে আহুত দেশব্যাপী বিক্ষোভ দিবসের কর্মসূচীতে সামিল হলেন বাঁকুড়ার মুটিয়া ও বাস শ্রমিকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৬ নভেম্বর ঃ কর্পোরেটদের সাথে রচিত শ্রম কোড বাতিলের দাবীতে বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিয়নের (সিআইটিইউ) উদ্যোগে মিছিল ও বিক্ষোভ সভায় সামিল হলেন বাঁকুড়া রেলওয়ে গুডস সেডের মুটিয়া শ্রমিকেরা। পোড়ানো হলো শ্রম কোডের কপি। মিছিল স্টেশন রোড পরিক্রমা করে স্টেশনে ঢোকার মূল গেটের সামনে অনুষ্ঠিত হলো বিক্ষোভ সভা। এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন জেলার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দও। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক তপন দাস। বক্তব্য রাখেন ভাস্কর সিংহ (এআইটিইউসি), সুনীল

পাত্র(ইউটিইউসি), বাবলু ব্যানার্জী (এআইসিসিসিটিইউ) ও প্রতীপ মুখার্জী (সিআইটিইউ)। অনুরপভাবেই বাঁকুড়া গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে বাঁকুড়া জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়নের (সিআইটিইউ) উদ্যোগে শ্রম কোড বাতিলের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করা হয় - পোড়ানো হয় শ্রম কোডগুলিরও কপি। এখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সভাপতি সৌমেন্দু মুখার্জী ও সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার।

ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ নভেম্বর ঃ জামালপুরে গত দু'দিন আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সবস্তরের

পদাধিকারীদের নিয়ে ভার্চুয়াল মেগা মিটিং করেন। সেখানে এসআইআর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি অঞ্চলের ভোট রক্ষা শিবির ও ব্লক ওয়ার রুম সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বি.এল.এ-২-দের দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার পরামর্শও দেন। বিধায়ক, ব্লক সভাপতি থেকে অঞ্চল সভাপতিদেরও সচেতন হতে বলেন তিনি। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই আজ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জৌগ্রাম ও আবুজহাটি-২ অঞ্চলে ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শনে আসেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, দুই অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মণ্ডল ও রমেন্দ্রনাথ কোনার, দুই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মল্লিকা মণ্ডল ও ঝর্ণা দাস, উপপ্রধান শ্যামল চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জেলা সভাপতি দুটি শিবির ঘুরে দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন এবং একটি বৈধ ভোটারের নামও যেন বাদ না যায়, সে নির্দেশ ব্লক সভাপতিকে দেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন বলেন, জেলা সভাপতি পরিদর্শনে এসেছিলেন। উনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা হবে। জামালপুর ব্লকে এসআইআরের কাজ সঠিকভাবেই চলছে।

Bachhari Gram Panchayat
Shyampur-II Block

Notice Inviting e-Tender No. WB/HZP/SHYII/BGP/NIET661/25-26
e-tender is invited by the Pradhan, Bachhari Gram Panchayat for total 8(Eight) Nos. different works. Last date of submission of Bid(Online) **08/12/2025 at 02.05 pm**. Date of Opening of Bid(Online) **10/12/2025 at 2.10 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/-Prodhan
Bachhari Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE
The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Two Hundred Seven (207) nos**. works vide **E-NIT No:32/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 33/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 34/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 35/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 36/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 37/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026& 38/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, Dated-11/11/2025, 11/11/2025, 11/11/2025, 19/11/2025, 19/11/2025, 19/11/2025 & 19/11/2025** respectively of Nalikul Purba & Nalikul Paschim Gram Panchayat For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

আদ্রা ডিভিশনে বিভিন্ন চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ● **ক্যাটিগরি ঃ অ্যাডভার্টাইসমেন্ট। (১) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এডিভিটি৭৫। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ (i)** এডিভিটি-আদ্রা- এসওএনএ-ওএইচ-১২৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)। **(ii)** এডিভিটি-আদ্রা-বিবিএম-ওএসএন-১২১-২৫-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(iii)** এডিভিটি-আদ্রা-কেএসএক্স-ওএসএন-১২৮-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(iv)** এডিভিটি-আদ্রা-ভিএসইউ- ওএসএন-৪৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(v)** এডিভিটি-আদ্রা-এসএলবি-ওএসএন-৪২-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশনপরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(vi)** এডিভিটি-আদ্রা- সিডিজিআর-ওএসএন-৩৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ০১.২০ মিনিটে। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** এডিভিটি৭৬। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ (i)** এডিভিটি-ইএফএফ-২৪৮৪৬০-১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন এক্সটেরিয়র (ফুল ফেস)। **(ii)** এডিভিটি-আদ্রা- ভিএসইউ-ওএইচ-১৭-২৫-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)। **(iii)** এডিভিটি-আদ্রা-সিএনআই-ওএইচ-৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)। **(iv)** এডিভিটি-আদ্রা-বিকিউএ-ওএসএন-১০৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(v)** এডিভিটি-আদ্রা-বিইউআরএন-ওএসএন-১০৮-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **(vi)** এডিভিটি-আদ্রা-জিবিএ- ওএসএন-১২২-২৫-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন পরিসরে (নন-ডিজিটাল)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ০১.২০ মিনিটে। ● **ক্যাটিগরি ঃ পার্সেল স্ক্যানার। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্সেলস্ক্যানার০৯। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** এমএসএস-আদ্রা-বিকেএসসি-পিএস-১৫-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস- পার্সেল স্ক্যানার)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। ● **ক্যাটিগরি ঃ এটিএম। লট নং/ক্যাটিগরি ঃ (i)** এটিএম-আদ্রা-এসএলবি-জিইএন-১৫-২৫-১ (এটিএম-সাধারণ)। **(ii)** এটিএম-আদ্রা-বিজেই-জিইএন-১৩-২৫-৫ (এটিএম- সাধারণ)। **(iii)** এটিএম-আদ্রা-এএনআর-জিইএন-১৪-২৫-১ (এটিএম- সাধারণ)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১১.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৫০ মিনিটে। ● **ক্যাটিগরি ঃ ওয়েটিং হল ম্যানেজমেন্ট। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** ডব্লুআরএল০৭। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** পিএনইউ-আদ্রা-পিআরআর-ডব্লুআরএল-৫৭-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ১২.১২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অনুসন্ধানের/জিজ্ঞাসার জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-883) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
(Raina-I Panchayat Samity)
NOTICE INVITING e-TENDER
No.::WB/BWN/NARU/NGP/2025-26/06
E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 2(Two) different works. **TENDER ID – (1) 2025_ZPHD_960494_1, (2) 2025_ZPHD_960494_2** . For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ
বাজাজ ইন্স্যুরেন্স হাউস, এয়ারপোর্ট রোড, ইয়েরওয়াড়া, পুনে ৪১১০০৬
ফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭
জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের অফিসটি পারলাল শপিং গ্যালারি, ৬৩ / ৬০, দ্বিতীয় তলা, যশোর রোড, হাবড়া বাজার, পোস্ট অফিস - হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, ৩০ জানুয়ারী ২০২৬ থেকে তার নতুন ঠিকানা বাজাজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ১২২, তৃতীয় তলা, যশোর রোড, সুশীলা ভিলা (আইসিআইসিআই ব্যাংক ভবন), পোস্ট অফিস রোড, হাবড়া, ২৪ পরগনা (উত্তর), পিএলএন ৭৪৩২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ - কোডে স্থানান্তরিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১। অজিত দেবনাথ পিতা শশী মোহন দেবনাথ, ২। শিপ্রা দেবনাথ স্বামী অজিত দেবনাথ সাং- ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, উদিতা- ০৬০৮০৪, কোলকাতা- ৭০০০৭৫। বিগত ইংরাজী- ২৫.০৭.২০০৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৮৭৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ভদ্রেশ্বর আদক পিতা রজনী কান্ত আদক এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন আলমপুর মৌজায় জে.এল. ২৫ নং ভুক্ত, এল.আর.-৩৩১ নং খতিয়ানে এল.আর. ১৩৭ নং দাগে শালি ০৬ কাঠা ১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০০৫ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৯৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে সূর্য্য নারায়ন পান্ডে পিতা রাম অধর পান্ডে, সাং- আলমপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।
রিমো ভক্ত (অ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট হাওড়া

NOTICE INVITING QUOTATION
Sealed quotations are hereby invited by the undersigned for Hiring of Diesel Motor Cab/Maxi Cab with (Not Below Bharat stage-II), purchased on or after 01.01.2025, on daily rate basis inclusive of fuel and lubricant. Details of which are as noted below: N.I.Q. No: 02 of 2025-26 of A.F.(A-I) Kaliachak (A-I) Sub-Division, Malda. Collection of Tender Documents: **Upto 27.11.2025 Time: 11:00 to 17:00 Hrs.** Dropping of Tender Documents: **28.11.2025 Upto 14:00 Hrs.** Opening of Tender: **28.11.2025 at 15:00 Hrs.** Details will be available at the office of the undersigned.
Sd/-Assistant Engineer (A-I)
Kaliachak(A-I)Sub-Division,
Kaliachak, Malda

বিজ্ঞপ্তি
শ্রীমত্যা শঙ্করী বাঙ্গাল মহাশয়া গন ইংরাজীর ৩০।০৮।২০১৬ তারিখে দিলীপ দাস মহাশয়কে ০৭৬৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে বিজয় চৌধুরী মহাশয়কে ০৫১৩১৩৭৬৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৫।১২।২০২২ তারিখে হাওড়ার ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী-২ অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল- ০২, হাল দাগ নং-১৭৯৭।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/১০/৫৪৮/ইএমইউ/ আরটি-৩ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন সার্ভিস কনট্র্যাক্ট অফ টু প্যাকেট সিস্টেম, তারিখ ২২.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নামঃ** ফলাফলের ভিত্তিতে ০২ বছরের জন্য সারাদিন ব্যাপী (২৪ ঘণ্টা) ব্যান্ডেল কারশেডে ইএমইউ রেকের ভেতরের শুষ্ক সাফাই এবং বাইরে জল দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,০৩,১৮,৫৯১.৪৯ টাকা। **বায়না অর্থ (ই.এম.ডি) ঃ** ২,৫১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৭৩০ দিন। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **চুক্তির ধরন ঃ** সার্ভিস। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
HWH-415/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১। অজিত দেবনাথ পিতা শশী মোহন দেবনাথ, ২। শিপ্রা দেবনাথ স্বামী অজিত দেবনাথ সাং- ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, উদিতা- ০৬০৮০৪, কোলকাতা- ৭০০০৭৫। বিগত ইংরাজী- ২০০৬ সালে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৮৭৯ নং ও ৩৮৮২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সূর্য্য নারায়ন পান্ডে পিতা রাম অধর পান্ডে এবং তারক নাথ মান্না পিতা গোপাল কৃষ্ণ মান্না এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন আলমপুর মৌজায় জে.এল.- ২৫ নং ভুক্ত, এল.আর.- ২১০ নং খতিয়ানে এল.আর.- ১৪৩ নং দাগে শালি মোট ০৫ কাঠা ০৫ ছটাক ০১ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির দ্বিতীয় সমর্থনকারী পক্ষ দ্বয় ভদ্রেশ্বর ভূঁইয়া পিতা পাঁচু ভূঁইয়া এবং কমল হাজরা স্বামী মদন হাজরা) বিগত ইংরাজী- ২০০৬ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৯৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দ্বিতীয় সমর্থনকারীর পক্ষে তারক নাথ মান্না পিতা গোপাল কৃষ্ণ মান্না, সাং- নিউ কোলড়া ডোমজুড় হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দুই কেতা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।
রিমো ভক্ত (অ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট হাওড়া

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১। অজিত দেবনাথ পিতা শশী মোহন দেবনাথ, ২। শিপ্রা দেবনাথ স্বামী অজিত দেবনাথ সাং- ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, উদিতা- ০৬০৮০৪, কোলকাতা- ৭০০০৭৫। বিগত ইংরাজী- ২৫.০৭.২০০৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৮৮১ নং ও ৩৮৮০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা তারক নাথ মান্না পিতা গোপাল কৃষ্ণ মান্না এবং গোপাল পাল পিতা বুধেন পাল দিগর এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন আলমপুর মৌজায় জে.এল. ২৫ নং ভুক্ত, এল.আর. ৩৪২ নং খতিয়ানে এল.আর.-১৩৬ নং দাগে শালি ০৬ কাঠা ০৯ ছটাক ২৫ বর্গফুট এবং এল.আর.- ৩০৭ নং খতিয়ানে এল.আর.- ১৩৯ নং দাগে শালি ০৮ ছটাক ৩৮ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা গন বিগত ইংরাজী- ২০০৫ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৫২, ১০৩ ও ১০৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে মাতা শঙ্কর পান্ডে পিতা সূর্য্য নারায়ন পান্ডে, সাং- আলমপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দুই কেতা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।
রিমো ভক্ত (অ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ট হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৭৯, তারিখ ঃ ২৫.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৩৫/২৫-২৬/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** বনগাঁও জং-রানাঘাট জং, রানাঘাট জং-কৃষ্ণনগর সিটি জং-লালগোলা, রানাঘাট জং-গেদে শাখায় এল/বক্স, সিগন্যাল পোস্ট, এল.সি. গেট ইত্যাদির পুনর্বাসন সহ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৯৪,৭১,৩২৩.৫২; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ₹ ১,৮৯,৪০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ০৮.১২.২০২৫; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২২.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ** www.ireps.gov.in-এ। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** ডাটা লগার বা আরটিইউ সমূহ, বা ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড পুনর্গঠন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসিটিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) বা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এইরূপ যেকোনো ধরনের সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজের জন্য সরবরাহ, স্থাপনা এবং সূচনার কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।
SDAH-273/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala)
P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 360/GGP, Date: 27/11/2025
The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 9(Nine) different works. Source of Fund: 15 th F.C. Tied. Last date of Bid Submission (online): **27.12.2025 at 09.55 P.M**. Date of Opening of Bid(Online): **29.12.2025 11.00 am.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in**. or visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Gopalnagar Gram Panchayat

BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under chanditala-1 Dev Block)
Bhagabatipur, Hooghly
E-tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for
Vide NIT NO: 021/15TH/BGP/2025-26. Dated: 26/11/2025 (FOR 4 NOS OF SCHEMES).
Vide NIT NO: 022/APAS/BGP/2025-26. Dated: 26/11/2025 (FOR 2 NOS OF SCHEME).
Vide NIT NO: 023/APAS/BGP/2025-26. Dated: 26/11/2025 (FOR 2 NOS OF SCHEME)
Bid submission last date (online): **24/12/2025 at 10:00 AM.** Technical bid opening date: **26/12/2025 at 10.00 AM** Details information is available at this office within working days.
Thanking You
Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER
1. **e-Tender Reference No**-P-I/07/1644/EO/APAS/2025-26, **Dated-13/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_949230_1 to 50 has been floated 50 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
2. **e-Tender Reference No**- P-I/08/1703/EO/APAS/2025-26, **Dated-14/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_951231_1 to 50 has been floated 50 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
3. **e-Tender Reference No**-P-I/09/1726/EO/APAS/2025-26, **Dated-17/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_ 951231 _1 to 50 has been floated 50 nos scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
4. **e-Tender Reference No**-P-I/10/1740/EO/APAS/2025-26, **Dated-19/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_951231_1 to 68 has been floated 50 nos, scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
5. **e-Tender Reference No**-P-1/11/1765/APAS/2025-26, **Dated-24/11/2025** has been floated 83 nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund APAS Fund (2025-26).
6. **e-Tender Reference No**-P-I/39/1741/EO/SDS (2025-26), **Dated-19/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_ 953891_ 1 has been floated 1 nos. scheme at Construction of Hematpur Bus-Stand with drain at G.P Srirampur within Purbasthali-I Block Project fund State Development Scheme.
7. **e-Tender Reference No**-P-I/40/1754/EO/BEUP(2025-26), **Dated-21/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_956255_1 to 2 has been floated 2nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund BEUP.
8 . **e-Tender Reference No**-P-I/41/1660/BDO/WBSRLM-2024-25, **Dated-24/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_958579_1 to 2 has been floated 2nos. scheme at different places under purbasthali-I Panchayat Samity fund WBSRLM (2025-26).
9. **e-Tender Reference No**-P-I/42/1769/EO/AMPHAN_CYCLONE, **Dated-24/11/2025** Tender ID: 2025_ZPHD_958661_1 has been floated epairing, Renovation and construction of kitchen of saidpur AWC AT Dogachia G.P fund AMPHAN CYCLONE.
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and Block office notice board
Sd/-Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/31/2025-2026 Date: 17.11.2025
ই-টেণ্ডার নোটিশ
হাওড়া পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীনে কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য সহকারী প্রকৌশলী (এসএন্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলী বিভাগ/ www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৬.১২.২০২৫ সকাল ১০.০০ টা। হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
২০৭(১) / ২৪-২৫
২৬।১১।২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

InCred Financial Services Limited
InCred finance
নিবন্ধিত অফিস - ইউনিট নং ১২০৩, ১২ তলা, বি উইং, দ্য ক্যাপিটাল, প্লট নং সি - ৭০, জি ব্লক, বান্দ্রা - কুড়িয়া কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০ ০৫১

মোট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবির বিজ্ঞপ্তি
উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, সমস্ত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাকে আবারও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে নীচে উল্লেখিত পরিমাণ, চাহিদার বিজ্ঞপ্তির তারিখ(গুলি) থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ সহ পরিশোধ করুন। ২৪.১১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা / গণের বকেয়া পরিমাণের বিবরণ নিম্নরূপ -

ঋণ চুক্তি নম্বর / ঋণগ্রহীতা(দের) নাম/ জামিনদার(দের)	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা প্রদেয় মোট বকেয়া পরিমাণ	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের নিবন্ধিত ঠিকানা
LXDEL20221-225066760 ১। প্রীতম মণ্ডল ২। গৌতম মণ্ডল ৩। ইতি মণ্ডল	২৪.১১.২০২৫ তারিখে মোট বকেয়া পরিমাণ ৪৫,৩১,৮৪২.১০ /- টাকা(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ত্রিশ টাকাএক হাজার আটশ পয়সা বিয়াল্লিশ দশ পয়সা মাত্র) ঋণগ্রহীতা এবং সহ- ইনক্রেড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা প্রদেয়।	১. প্রীতম মণ্ডলের বাসস্থান ফ্ল্যাট নং ৩এফ, ব্লক-৫, উমঙ্গ হাউজিং কমপ্লেক্স, মধ্যমগ্রাম, ৩০, যশোর রোড, বারাসাত এল১, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৯। ২. গৌতম মণ্ডলের বাসস্থান ফ্ল্যাট নং ৩এফ, ব্লক-৫, উমঙ্গ হাউজিং কমপ্লেক্স, মধ্যমগ্রাম, ৩০, যশোর রোড, বারাসাত এল১, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৯। ৩. ইতি মণ্ডলের বাসস্থান ফ্ল্যাট নং ৩এফ, ব্লক-৫, উমঙ্গ হাউজিং কমপ্লেক্স, মধ্যমগ্রাম, ৩০, যশোর রোড, বারাসাত এল১, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৯।

যেহেতু, ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতারা IFSL (InCred Financial Services Limited) এর সাথে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণ চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছেন। যদি ঋণগ্রহীতার IFSL কে নির্ধারিতভাবে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে IFSL উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের একমাত্র ঝুঁকি, খরচ এবং পরিণতিতে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ধরণের উপযুক্ত আইনি প্রতিকার গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।
স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখঃ ২৭.১১.২০২৫ **স্বা /- অনগ্রেড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য অনুমোদিত**

টি২০ বিশ্বকাপে প্রধান প্রতিপক্ষ বাছলেন সূর্যকুমার

মুম্বই, ২৬ নভেম্বরঃ অধিনায়ক হিসেবে সদ্য বড় সাফল্য পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। এশিয়া কাপ জিতেছেন তিনি। এ বার অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপে নামার পালা। শুধু বিশ্বকাপে নামাই নয়। এ বার তাঁর উপরে রয়েছে বড় চাপ। ট্রফি ধরে রাখত হবে তাঁকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখনও কোনও দল পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জেতেনি। সেই খরা কাটাতে হবে সূর্যকে। পাশাপাশি রোহিত শর্মা দলকে যেই সাফল্য দিয়ে গিয়েছেন সেটাও ধরে রাখতে হবে। এ বার মেগা লড়াইয়ের আগে তিনি প্রতিপক্ষ বেছে নিলেন। মুম্বইতে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সূর্যকুমার। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে তিনি কাকে দেখতে চান। জবাবে সূর্য বলেন, ''নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আমেদাবাদ, অস্ট্রেলিয়া।'' ২০২৩ সালে এই আমেবাদাদ স্টেডিয়ামে ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তিনি বদলা নিতে চান। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে ভারত অপ্রতিরোধ্য থেকে ফাইনালে প্রবেশ করে। সেখানে ট্র্যাভিস হেডের দাপটের কাছে হার মানতে হয়। এর পর অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত দু'বার মুখোমুখি হয়েছিল আর দু'বারই জেতে ভারত। প্রথমবার ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট ম্যাচে আর এর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমি ফাইনালে। কিন্তু বিশ্বকাপ ফাইনাল হারাতে পারলে সেই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে। সেই চ্যালেঞ্জটাই নিলেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর বক্তব্যে সম্মতি জানিয়ে হরমনপ্রীত কৌর বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া একমাত্র দল যাদের আমরা হারাতে চাই। কারণ এই একটাই ম্যাচ সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে।''

'রো-কো' জুটিকে 'হটানো' হয়েছিল?

বিরাটের দাদার কাউন্টার পাঞ্চে আরও কোণঠাসা গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বরঃ গুয়াহাটি টেস্টে ব্যাট হাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট টিম ইন্ডিয়া। বল হাতেও ছন্নছাড়া টিম। ৫৪৯ রান তাড়া করতে নেমে ভারত যখন চতুর্থ দিনের শুরুতেই ধারাবাহিকভাবে দুই উইকেট হারাল, তখনই সামাজিক মাধ্যমে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়তে শুরু করে। আর এই জনবিস্ফোরণের সুযোগেই জোরালো পাঞ্চ হাঁকালেন বিরাট কোহলির দাদা বিকাশ কোহলি। একের পর এক পোস্টে তিনি সরাসরি নিশানা করলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচক অজিত আগারকরকে। অভিযোগ তুললেন, ভারতীয় ক্রিকেটের পতনের আড়ালে 'অপ্রয়োজনীয়' ও

'জোরজবরদস্তিমূলক' পরিবর্তনই দায়ী। পোস্টগুলি পরে ডিলিট করা হলেও স্ক্রিনশট রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়। বিকাশের মোদ্দা দাবি- বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা স্বেচ্ছায় টেস্ট ছাড়েননি, তাঁদের 'সরিয়ে দেওয়া'হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'আগে ভারত বিদেশে জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামত। এখন দেশে ম্যাচ বাঁচানোই টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আসলে যে জিনিস ভাঙা ছিল না, তাকে বদলানোর ফল!' আরও তীব্র অভিযোগ আসে অন্য পোস্টে, যেখানে তিনি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট টিম বাছাইয়ের তুলনা টেনে লেখেন- 'ভারতের স্ট্র্যাটেজি-সিনিয়রদের বসাও, ৩-৪-৫ নম্বরের স্পেশালিস্ট ব্যাটার বাদ দাও, বোলারকে ৩ নম্বরে খেলাও, সব জায়গায় অলরাউন্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার স্ট্র্যাটেজি-পুরো স্পেশালিস্ট টেস্ট টিম!' মূলত ভারতীয় দলের ইদানীং রদবদল নিয়েই তাঁর সমস্ত ক্ষোভ। কেন অভিজ্ঞ ব্যাটারদের সরিয়ে দিয়ে বারবার নতুন সংমিশ্রণ? কেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৩ নম্বরে? কেন স্থায়ী স্পেশালিস্ট ব্যাটার না রেখে 'অলরাউন্ডার-নির্ভর' স্কোয়াড? এইসব প্রশ্নই তুলেছেন বিকাশ। তাঁর মতে, দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণ টেস্ট ক্রিকেটের মুনশিয়ানা-স্পেশালিস্ট ওপেনার, মিডল অর্ডার ব্যাটার, স্পিন-পেস বোলার-সব মিলিয়ে সঠিক কাঠামো রেখে ভারতকে ছাপিয়ে গেছে। গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এক বছরে ভারত ঘরের মাঠে চারটির মধ্যে দু'টি সিরিজেই হোয়াইটওয়াশের মুখে। বাংলাদেশকে হারানোর পর পরাজয় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি খুইয়ে ছিটকে যায় ডব্লিউটিসি ফাইনালের দৌড় থেকে। ইংল্যান্ডে ২-২ ড্র-যদিও অনেকে মনে করেন, সেই সিরিজ জেতার কথা ছিল। শেষে ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে সামান্য ছন্দে ফেরা। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সেই পুরনো ভাঙন ফের মেলে ধরেছে। বিকাশের বক্তব্য মূলত একটা দিকে আঙুল তুলছে- নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ও নির্বাচন কোনওটাই স্থিতিশীল নয়। দলের ভিত নড়বড়ে। আর সেই অবস্থায় অভিজ্ঞতার বদলে পরীক্ষা-নিরীক্ষাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তিনি পোস্টের শেষে লিখেছেন, 'ভারতের জয় মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু প্রশ্ন তো উঠবেই-দায়ী কে?' দল যখন ঘরের মাঠেই পরপর লজ্জাজনক হার এড়িয়ে উঠতে পারছে না, তখন বিরাটের দাদার এই অভিযোগ নতুন করে বিতর্কের আগুন জ্বালিয়েছে- কোহলি-রোহিতকে কি সত্যিই 'বসানো' হয়েছিল? নাকি এটা কেবল হতাশ সমর্থকের ক্ষোভ? উত্তর চায় ভারতীয় ক্রিকেট-দ্রুত, স্পষ্ট, নির্ভুল।

লজ্জার হারে ফের চুনকাম গম্ভীর ব্রিগেড

গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বরঃ ২৫ বছর আগের পুরনো দুঃস্বপ্ন আবারও ফিরে এল। ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়া ফের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবল। গত বছরই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-০ হারে ভেঙেছিল টানা ২৪ বছরের অদম্য রেকর্ড। আর মাত্র এক বছরের মাথায় ফের একই পরিণতি- এ বার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। সাম্প্রতিক ইতিহাস যেন বারবার একই আঘাত হেনে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারত ঘরের মাঠে শেষ বার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল। এর ২৪ বছর পর ২০২৪-এ কিউয়িদের কাছে লজ্জায় মুখ পোড়ায় টিম ইন্ডিয়া। ফের ২০২৫ সালে প্রোটিয়াদের কাছে ২-০ টেস্ট সিরিজে উড়ে গেল তারা। ইডেনে প্রথম টেস্টে টেস্টে ৩০ রানে হারের পর, গুয়াহাটিতে ৪০৮ রানের ভয়াবহ পরাজয়- ভারতীয় ক্রিকেট যেন লজ্জার ইতিহাসে বন্দি হয়ে পড়ল। গুয়াহাটির যে পিচে প্রোটিয়া ব্যাটাররা ঝড় তুলেছিলেন, ঠিক একই মঞ্চে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যেন ভয়ে কেঁপে উঠলেন। দুই ইনিংসে মিলিয়ে একজন ব্যাটার নিজের ছন্দ খুঁজে পাননি। কখনও বোলারদের নিখুঁত ডেলিভারিতে দিশেহারা, কখনও অকারণে আগ্রাসী হয়ে ভুল শট বেছে নিয়ে নিজের উইকেট ছুড়ে দিয়েছেন তাঁরা। যার খেসারত, লজ্জাজনক ভাবে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ দিতে হলো ভারতকে। টস জিতে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৪৮৯ রান। সাতে ব্যাট করতে নেমে তুলনামূলক ভাবে অনভিজ্ঞ সেনুরান মুথুস্বামী (১০৯ রান) হাঁকিয়েছিলেন সেঞ্চুরি, নয়ে নেমে বোলিং অলরাউন্ডার মার্কো জ্যানসেন শতরান না পেলেও, ৯৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। আর জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতের যশস্বী জয়সওয়াল সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেছিলেন। এ ছাড়া ৪৮ রান করেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। বাকিরা ২৫ রানও স্পর্শ করতে পারেননি। ভারতকে একা শেষ করে দেন ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির জ্যানসেন। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়ারা ৫ উইকেট হারিয়ে ২৬০ করে বিরাট রানের বোঝা ভারতের মাথায় চাপিয়ে দেয়। ত্রিস্তান স্টাবস ৯৪ রান করে। টনি ডি জর্জি করেন ৪৯ রান। ভারতের জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৫৪৯ রানের। সেই রান তাড়া করতে নেমে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস আরও একবার তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ে। প্রথম ইনিংসে আগুনে মেজাজে বোলিং করেন জ্যানসেন, আর দ্বিতীয় ইনিংসে সাইমন হারমারের বিধ্বংসী স্পেলে ভারত গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪০ রানে। ব্যাটিং লাইনআপে প্রথম ছ'জনের মধ্যে একজনেরও রানও ১৫-তেও পৌঁছতে পারেননি। যশস্বী ফেরেন ১৩ করে, ৬ করেন কেএল রাহুল, সাই সুদর্শনের সংগ্রহ ১৪ রান। সকলকে অবাক করে চার নামানো হয়েছিল কুলদীপ যাদবকে। কেন? এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। হয়তো ফাটকা খেলতে চেয়েছিলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। আসলে ভারতের প্রথম ইনিংসে কুলদীপ মাত্র ১৯ রান করলেও, ১৩৪ বল খেলেছিলেন। মোদ্দা কথা, উইকেটে তিনি টিকে ছিলেন এবং টিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বল খেলেছিলেন। সেই সব কথায় মাথায় রেখেই মিডল অর্ডারের ধসের মাঝে কুলদীপকে প্রতিরোধ গড়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন গম্ভীর। তবে ভারতীয় কোচের এই পদক্ষেপ ফ্লপ প্রমাণিত হয়। ৩৮ বল খেলে ৫ রান সাজঘরে ফেরেন কুলদীপ। ২ করে ধ্রুব

জুরেল। ঋষভ পন্থের সংগ্রহ ১৩ রান। একমাত্র রবীন্দ্র জাডেজা সাতে নেমে হাল ধরেছিলেন। সে কারণেই ভারতের স্কোর ১০০ পার করে। তিনি একমাত্র প্লেয়ার যিনি হাফসেঞ্চুরি করেন। এই ইনিংসে ব্যর্থ হন ওয়াশিংটন সুন্দর। তিনি ১৬-তে আউট হন। নীতীশ কুমার রেড্ডিও ফ্লপ। তিনি তো শূন্যতে সাজঘরে ফেরেন। টেল এন্ডারে মহম্মদ সিরাজ (০) এবং জশপ্রীত বুমরাও (১ রান) কিছু করে উঠতে পারেননি। যার নিটফল, গুয়াহাটি টেস্টে হেরে ঘরের মাঠে লজ্জায় মুখ পোড়াল ভারত।

নিষেধাজ্ঞা স্থগিত, বিশ্বকাপের শুরুতে খেলতে বাধা নেই রোনাল্ডোর

পর্তুগাল ও ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো র জন্য স্বস্তির খবর। রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গুরুতর ফাউলের জন্য আপাতত এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় পার পেয়ে গেলেন ফুটবলের মহাতারকা। আগামী বিশ্বকাপের শুরুতে খেলতে পারবেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৬ নভেম্বরঃ এই মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পর্তুগালের ২-০ গোলে হারের ম্যাচে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার ডারা ও'শেকে কনুই মেরে লাল কার্ড দেখেন রোনাল্ডো। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, সহিংস আচরণের জন্য সাধারণত তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেতে হয়। ২০২৬ বিশ্বকাপের শুরুতে রোনাল্ডোর খেলা নিয়ে ছিল তাই শঙ্কা। তবে এই ফরোয়ার্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, এক্ষেত্রে জাতীয় দলের হয়ে ২২৬ ম্যাচে রোনাল্ডোর প্রথম লাল কার্ডের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ফিফা এক বিবৃতিতে বলেছে, রোনাল্ডো যদি এই সময়ের মধ্যে একই ধরনের ও একই মাত্রার অপরাধ আবার করেন, তাহলে শাস্তির স্থগিতাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে এবং বাকি দুটি ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হবে। ৪০ বছর বয়সী রোনাল্ডো এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি ভোগ করেছেন ১৬ নভেম্বর আর্মেনিয়ার বিপক্ষে, যে ম্যাচটি ৯-১ গোলে জিতে বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করে পর্তুগাল। আগামী বছরের বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচে তাই বাইরে থাকতে হচ্ছে না পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে।

লেভারকুজেনের বিপক্ষে সিটির হার

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২৬ নভেম্বরঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে মঙ্গলবার রাতে ২-০ গোলে হেরেছে সিটি। আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো প্রথমার্ধে লেভারকুজেনকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়িয়েছেন পাত্রিক শিক। ভীষণ ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে জানলুইজি দোন্নারুম্মা, আর্লিং হলান্ড, ফিল ফোডেন, জেমেরি ডোকুদের বেঞ্চে রেখেছিলেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। দ্বিতীয়ার্ধে একে একে ফোডেন, ডোকু, হলান্ডরা মাঠে এলেও দলের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেননি। প্রথমার্ধে মন্থর ফুটবল খেলে সিটি। তাদের আক্রমণে ছিল না তেমন কোনো গতি। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো ব্যর্থ হয় লেভারকুজেনের রক্ষণে। দ্বিতীয়ার্ধে আয়োজকদের খেলায় গতি বাড়ে, আক্রমণে ধারও বাড়ে। কিন্তু জমাটরক্ষণ এদিন আর ভাঙতে পারেনি তারা। পঞ্চম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় সিটি। অস্কার ববের কাট ব্যাকে ডি বক্সে বল পান নাথান আকে। জটলার জন্য তার শট ফেরানো বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। তবে চমৎকার রিফ্লেক্সে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন লেভারকুজেন গোলরক্ষক। ২৩তম মিনিটে নিজেদের প্রথম ভালো সুযোগে এগিয়ে যায় লেভারকুজেন। প্রতি আক্রমণে বল পেয়ে ডি বক্সে ক্রস করেন মালিক টিলমান। ক্রিস্টিয়ান কোফানের ফ্লিক ক্লিয়ার করতে পারেননি সিটির কেউ। ছুটে গিয়ে বাঁ

পায়ের গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন গ্রিমালদো। কোনো সুযোগই ছিল না সিটি গোলরক্ষকের। ৪৫তম মিনিটে সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন টিজানি রেইন্ডার্স। খুব কাছ থেকে অনেকটা গোলরক্ষক বরাবর শট নেন নেন সিটির এই ডাচ মিডফিল্ডার। পিছিয়ে থাকার হতাশা নিয়ে বিরতিতে যায় গুয়ার্দিওলার দল। তিনটি পরিবর্তন এনে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন সিটি কোচ। তবে তাকে হতাশ করে ৫৪তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় বুন্ডেসলিগার দলটি। ইব্রাহিম মাজার দারুণ ক্রসে আকের বাধা এড়িয়ে দুর্দান্ত হেডে জাল খুঁজে নেন শিক। ৬৫তম মিনিটে হায়ান শের্কি ও হলান্ডকে বদলি নামান সিটি কোচ। এরপর বাড়ে আয়োজকদের আক্রমণ। সুযোগও আসে বেশ কিছু কিন্তু লেভারকুজেনের রক্ষণের প্রতিরোধ ভাঙতে পারেনি সিটি। ৮৫তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে শের্কির ফ্রি কিক ঝাঁপ দিয়ে ঠেকান লেভারকুজেন গোলরক্ষক। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম হারের পর ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ৬ নম্বরে আছে সিটি। ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে উঠে এসেছে লেভারকুজেন। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম তিনটি স্থানে আছে বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান।

বল পায়ে অনুশীলনে সাউল ক্রেসপো, চিন্তা কমছে অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ নভেম্বরঃ গত সিজনটা একেবারেই সুখকর ছিল না ইস্টবেঙ্গলের জন্য। প্রথমদিকে হতশ্রী পারফরম্যান্স থাকলেও ধীরে ধীরে নিজেদের পুরনো ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল অস্কার ব্রুজোর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। যারফলে খালি হাতেই মরসুম শেষ হয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধানের। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার চূড়ান্ত সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর লাল-হলুদ ব্রিগেড। এক্ষেত্রে এবারের ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপকে পাখির চোখ করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেমিফাইনালে পরাজিত হতে হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসির কাছে। তারপর সেই ধাক্কা ভুলে ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে এবার সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্টে চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য মশাল ব্রিগেডের। মাস কয়েক আগেই গ্রুপ পর্বের অন্তিম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিপক্ষে। গোলশূন্য ফলাফলে সেই ম্যাচ ড্র হলেও গোল পার্থক্যের ভিত্তিতে সেমিতে খেলার ছাড়পত্র পায় ইস্টবেঙ্গল। আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁদের সেই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে পাঞ্জাব এফসি।

এখন এই ম্যাচের দিকেই নজর রয়েছে সকলের। তবে টুর্নামেন্টের এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেই গোয়ার বুকে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে হিরোশি ইবুসুকিরা। তবে এসবের মাঝেই সকলকে চিন্তায় রেখেছিল স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোর চোট সমস্যা। উল্লেখ্য, গত ডার্বি ম্যাচ খেলতে গিয়েই চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল এই তারকা ফুটবলারকে। তারপর ছুটিতে নিজের মতো করেই সময় কাটাচ্ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে বেশকিছুটা পরেই যোগ দিয়েছিলেন দলের সঙ্গে। তবে প্রথমদিকে মূলত সাইড লাইনেই সময় কাটাতে দেখা গিয়েছিল এই ফুটবলারকে। অবশেষে এবার মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন এই তারকা। সব ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন সেমিফাইনালের আগেই হয়তো নিজের পুরনো ছন্দে ফিরে আসবেন ক্রেসপো।

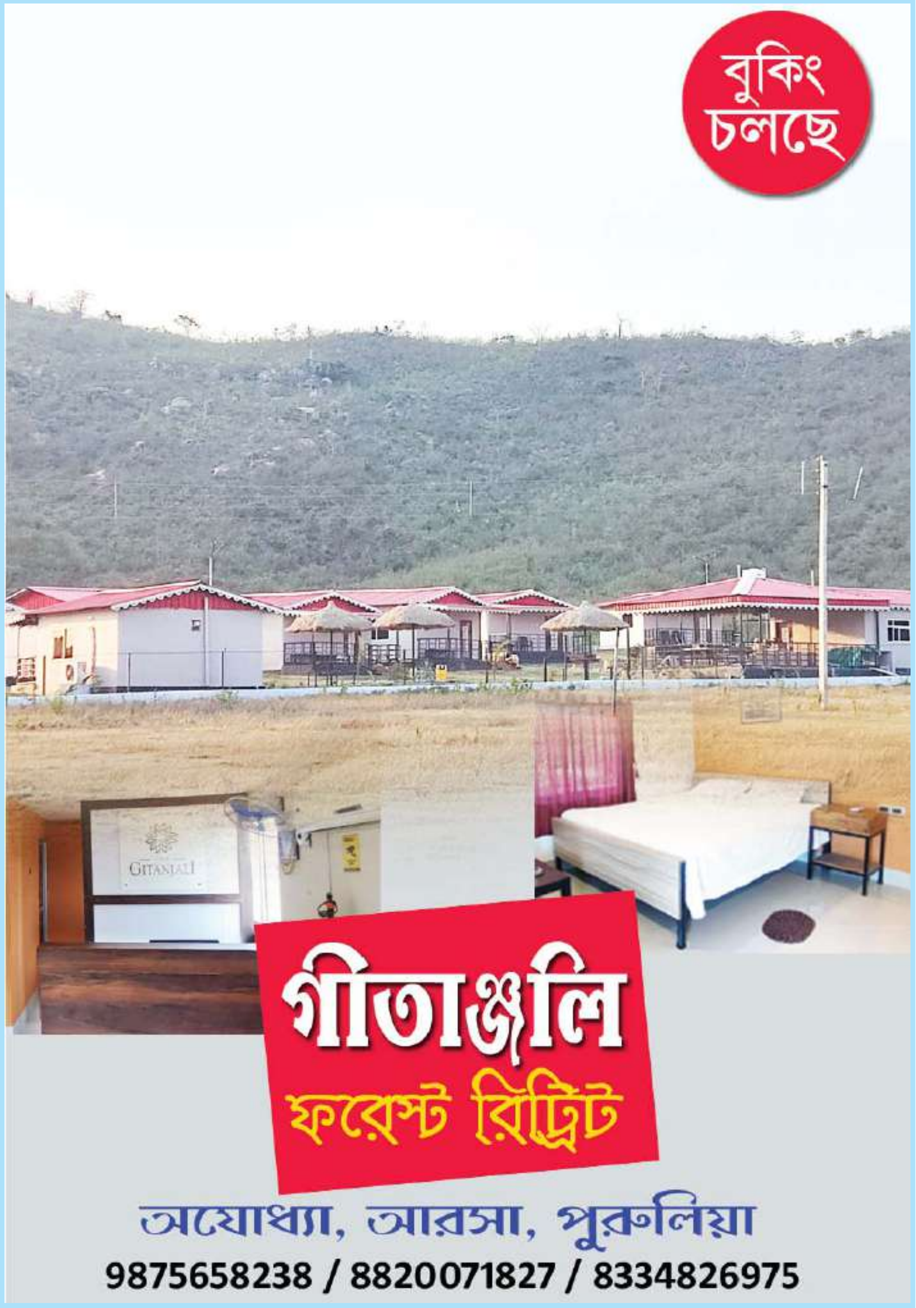

১০ জনের বার্সেলোনাকে উড়িয়ে দিল চেলসি

আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া, প্রথমার্ধেই কোণঠাসা হয়ে পড়া বার্সেলোনা বিরতির পরও পারল না ঘুরে দাঁড়াতে। বরং তাদের জালে এস্তেভোঁ চমৎকার এক গোল করার পর ব্যবধান বাড়ল আরও। ম্যাচ জুড়ে দারুণ খেলে তিন পয়েন্ট আদায় করে নিল চেলসি।

লন্ডন, ২৬ নভেম্বরঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। জুল কুন্দের আত্মঘাতী গোলের পর ব্যবধান বাড়ান এস্তেভোঁ। তৃতীয় গোলটি করেন লিয়াম ডেলাপ। আরও তিনবার বার্সেলোনার জালে বল পাঠিয়েও আয়োজকরা গোল পায়নি অফসাইড কিংবা হ্যান্ডবলের কারণে। ম্যাচে চেলসির দাপটের চিত্র ফুটে উঠছে পরিসংখ্যানেও। ৫৫ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৫টি শট নিয়ে ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে এন্টসো মারেস্কার দল। বার্সেলোনার পাঁচ শটের কেবল দুটি লক্ষ্যে ছিল। প্রাথমিক পর্বে পাঁচ ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে চেলসি। সমান ম্যাচে দ্বিতীয় হারের স্বাদ পাওয়া বার্সেলোনা ৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে নেমে গেছে। চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম তিনটি স্থানে আছে বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান। চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত চেলসি। কাছ থেকে বার্সেলোনার জালে বল পাঠান এন্সো ফার্নান্দেজ। তবে তার আগে চেলসির ডিফেন্ডার ওয়েসলি ফোফানার হাতে বল লাগায় হ্যান্ডবল ধরেন রেফারি। ষষ্ঠ মিনিটে বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন ফেররান টরেজ। লামিনে ইয়ামালের পাস বক্সে পান তিনি, সামনে কেবল গোলরক্ষক, কিন্তু পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে মারেন ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। ২২তম মিনিটে আবার বার্সেলোনার

জালে বল পাঠান আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ফার্নান্দেজ, তবে গোল মেলেনি এবারও, অফসাইডের কারণে। দুই মিনিট পর বক্সে ঢুকে উড়িয়ে মারেন পেদ্রো নেতো। চাপ ধরে রেখে ২৭তম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় চেলসি। ডান দিকের বাইলাইনের কাছ থেকে মার্ক কুকুরেইয়ার কাট-ব্যাকে নেতোর ফ্লিক গোললাইনে আটকে দেন ফেররান টরেজ, তবে ডিফেন্ডার কুন্দের পায়ে লেগে জালে জড়ায়। ৪৪তম মিনিটে আরেকটি ধাক্কা খায় বার্সেলোনা। কুকুরেইয়াকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক ও ডিফেন্ডার রোনাল্দ আরাউহো। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে বার্সেলোনার জালে বল পাঠিয়ে আরেকবার অফসাইডের কারণে গোল পায়নি চেলসি। সেই হতাশা ভুলে পাঁচ মিনিট পর দুর্দান্ত গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এস্তেভোঁ। রিস জেমসের পাস ডান দিকে পেয়ে ক্ষিপ্রতায় বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। এরিক গার্সিয়াকে কাটিয়ে, আলেহান্দ্রো বাল্দের বাধা এড়িয়ে জোরাল শটে কাছের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তরুণ ব্রাজিয়ান ফরোয়ার্ড। ৬২তম মিনিটে জোড়া পরিবর্তন আনেন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। রবের্ত লেভানডফস্কি ও ফের্মিন লোপেসকে তুলে রাফিনিয়া ও আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেনকে নামান তিনি। ৭৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে বার্সেলোনার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা কার্যত শেষ করে দেয় চেলসি। বক্সে ফার্নান্দেজের পাসে গোলটি করেন ডেলাপ। লাইন্সম্যান শুরুতে অফসাইডের পতাকা তুললেও ভিএআরে পাল্টায় সিদ্ধান্ত। ৮১তম মিনিটে রাফিনিয়ার শট দারুণ নৈপুণ্যে ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন চেলসি গোলরক্ষক রবের্ত সানচেজ। বাকি সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি কেউ। লা লিগায় আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে চেলসির মাঠে খেলতে এসে ভরাডুবি হলো বার্সেলোনার। ঘরোয়া লিগে আগামী শনিবার আলাভেসের মুখোমুখি হবে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com